আত্ম-প্রেম।

প্রকৃতি-তত্ত্বান্বেষী হও।

শ্রীমন্মথধন বন্দ্যোপাধ্যায়
প্রণীত ও প্রকাশিত।

কলিকাতা
৯২ নং বহুবাজার ষ্ট্রীট, বরাটপ্রেসে
শ্রীসুরেন্দ্রমোহন বরাট দ্বারা মুদ্রিত।
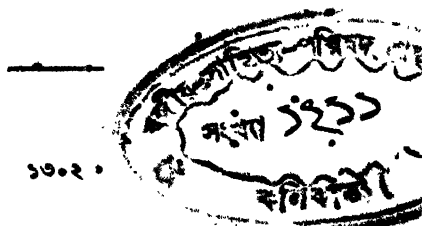
১৩০২।

হে প্রেমিক! আমার মনোবৃত্তি দ্বারা তোমাকে সুশোভিত করিতে ইচ্ছা করিতেছি, কারণ তোমার দিব্য প্রেম আমি হৃদয়ের অন্তোতম প্রদেশে চিত্রিত করিয়া রাখিয়াছি আমার জীবন থাকিতে বিলুপ্ত হইবে না। আরও বলি, তোমার প্রেম-রশ্মি দ্বারা আমার চিত্তক্ষেত্র আলোকিত হইয়া উৎকর্ষ লাভ করিয়াছে সুতরাং তোমার প্রেমের প্রতিবিম্ব স্বরূপ এই রত্ন দ্বারা তোমাকে সাজাইব যেহেতু ইহা তোমারই বস্তু আমি উপলক্ষ মাত্র।

পানিহাটী বঙ্গবিদ্যালয়ের পূর্ব্বতন প্রধান শিক্ষক শ্রীযুক্ত বাবু অম্বিকাচরণ মুখোপাধ্যায় মহাশয় এই পুস্তক আদ্যোপান্ত পাঠ করিয়া মুদ্রিত করিতে আমাকে অনুমতি দিয়াছেন।

ভূমিকা।

একদা আমি তীর্থ পর্য্যটন করিতে করিতে ত্রিবেণী তীরে উপস্থিত হইলাম, দেখিলাম এক অদ্বিতীয় জ্যোতিষ্মান্ মহাপুরুষ ভস্মাচ্ছাদিত বহ্নির ন্যায় অলক্ষিত ভাবে যোগাসনে উপবিষ্ট আছেন। তাঁহার সৌম্যমূর্ত্তি ও তেজঃপুঞ্জ কলেবর দেখিয়া বোধ হইল যেন ভগবান শঙ্কর জীবগণের মোক্ষ চিন্তায় নিমগ্ন আছেন। তাঁহার প্রশস্ত ললাট, বঙ্কিম বর্ত্তুলাকার ভ্রূযুগল, নিস্পন্দ লোচন, বিশাল বক্ষঃ, আজানুলম্বিত বাহুদ্বয়, ক্ষীণ কটি-তট, সুচারু ও সুগভীর নাভিমণ্ডল, দীর্ঘ জটা জালে বিলম্বিত গ্রীবাদেশ, আসনোপযোগী চরণ যুগল আমার হৃদয় অধিকার করিল। শান্ত, দাস্য, সখ্য, বাৎসল্য ও মধুর এই পঞ্চভাবে আমার শরীর রোমাঞ্চিত হইল; চিত্ত চঞ্চল হইল; গলদেশের উত্তরীয় বসন ভূমিতে পতিত হইল। যেমন পূর্ণিমার পূর্ণসুধাকরের সুমধুর কিরণপানে তৃষিত চকোর পুলকিত হয় তাঁহার অবয়ব জ্যোতি দর্শনে আমার চিত্ত চকোরেরও তদ্রূপ আনন্দ হইল। আমি আর স্থির থাকিতে না পারিয়া দ্রুতপাদ বিক্ষেপে তাঁহার চরণযুগল ধারণ করিয়া অশ্রুপূর্ণ লোচনে ও গদগদ বচনে কহিলাম দেব! আপনার অমানুষিক দিব্য জ্যোতিদর্শনে আমি মোহিত হইয়াছি, প্রার্থনা করি এ অজ্ঞানের প্রতি কৃপা কটাক্ষপাতে আপনার মাহাত্ম্য প্রকাশ করুন! এই

অখিল ব্রহ্মাণ্ডে পশু, পক্ষী, কীট, পতঙ্গ প্রভৃতি যাবতীয় জীব-গণের মধ্যে মনুষ্য সর্ব্ব শ্রেষ্ঠ, কারণ মনুষ্য ব্যতীত অন্য কোন প্রাণী পরমাত্ম বিষয়ক জ্ঞানের অধিকারী নহে। যিনি কুপ্রবৃত্তি গুলির সংযমন পূর্ব্বক চিত্তকে সৎপথের পথিক করিতে পারেন প্রকৃত প্রস্তাবে তিনিই মনুষ্য নামের যোগ্য হয়েন। রিপুগণ প্রবল হইয়া আত্মাকে সতত কলুষিত করে; সদুপদেশ ব্যতীত তাহার মলিনতা বিদূরিত হয় না; কিন্তু সদুপদেষ্টা জগতে অতীব দুর্লভ। প্রভো! অনুগ্রহ করিয়া এ অভাগার বিদগ্ধ আত্মার মুক্তি সাধন করুন। আমার বাক্য শেষ হইলে তিনি ঈষৎ চক্ষুরুন্মীলন করিয়া ধীর অথচ গম্ভীর স্বরে কহিলেন বৎস! তোমার আকার প্রকার দর্শনে ও যুক্তিযুক্ত বচন সমূহ শ্রবণে আমি অতিশয় তৃপ্তি লাভ করিয়াছি। তোমাকে কিঞ্চিৎ জ্ঞানোপদেশ পদান করিবার সঙ্কল্প করিয়াছি। তোমার বয়স তরুণ, চিত্ত চঞ্চল, তাহাতে আবার বিষয়াসক্ত। এ অবস্থায় অনুদ্দিষ্ট উপদেশ প্রদান করিলে মরুভূমিতে বীজবপনের ন্যায় নিষ্ফল হইবে। আমার আত্মকাহিনী বর্ণনা স্থলে তোমায় উপদেশ দিতেছি ইহাতে তোমার অভীষ্ট জ্ঞান লাভ হইবে অবহিতচিত্তে শ্রবণ কর।
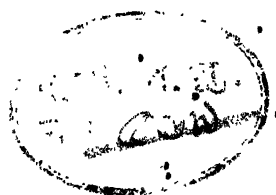
পরম পূজ্যপাদ

স্বর্গীয় ৺ গোলকনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় পিতৃদেবের পরম পদে তাঁহার অজ্ঞান সন্তান রচিত এই ক্ষুদ্র গ্রন্থখানি ভক্তি-সহকারে অর্পিত হইল।

স্তোত্র।

ভাব বিশ্বপতি ভাব,　　দূরে যাবে সর্ব্বাভাব
　　অন্তরেতে হবে সুখোদয়।
জগৎ কারণ যিনি,　　সর্ব্বভূতের জীবনী।
　　সৃষ্টি-স্থিতি কারণ প্রলয়॥
চারিদিকে বিশ্ব যাঁর,　　মহিমা করে প্রচার
　　লও সবে তাঁহার স্মরণ।
সেই ধন্য, সেই গণ্য,　　যে করে তাঁহার মান্য
　　আদি মধ্য অন্ত নিরূপণ॥
ওহে প্রভো দয়াময়!　　কিসে পাবে পদাশ্রয়
　　জীবগণ কাতর সতত।
দাও নিত্য সত্য জ্ঞান,　　পাবে জীব পরিত্রাণ
　　হ'য়ে সবে সদা আত্মরত
হে পিতঃ গোলকনাথ!　　করি পদে প্রণিপাত
　　সন্তানের রেখো আকিঞ্চন।
দিয়ে ভক্তি-জ্ঞান ধন,　　পূজিব রাঙ্গাচরণ
　　ইথে যেন না হয় বিঘন॥
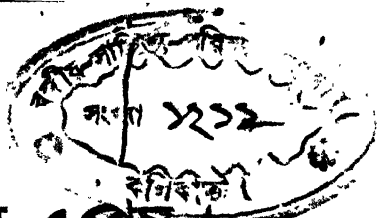
আত্ম-প্রেম।
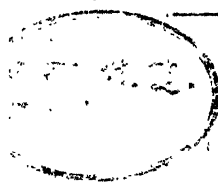
গৃহতত্ত্ব।

প্রথম অধ্যায়।

আমি ব্রাহ্মণ সন্তান, আমরা তিন সহোদর ও এক সহোদরা। মাতা সহোদরাকে প্রসব করিয়াই পরলোক গমন করিয়াছেন, তখন আমার বয়ঃক্রম দ্বাদশবর্ষ মাত্র। মাতার মৃত্যু হওয়াতে পিতা অত্যন্ত বিপদাপন্ন হইলেন। একে জায়া-শোক তাহাতে আমরা সকলেই শিশু; সংসারে আর দ্বিতীয় স্ত্রীলোক ছিল না যে গৃহকার্য্য করে এবং আমার পিতাও তদ্রূপ সঙ্গতিপন্ন ছিলেন না যে দাসদাসী রাখেন। আমাদের অবস্থা হীন হইলেও, অগত্যা কোন ক্রমে একটি স্বল্প বেতন-ভোগী স্ত্রীলোক রাখা হইল, নতুবা আমাদের লালনপালন করা দুষ্কর হইত। দাসী আমাদিগকে যত্নের সহিত লালনপালন করিতে লাগিল; ক্রমে আমাদের উপর তাহার মায়া জন্মিল,

আমরাও তাহাকে যথেষ্ট শ্রদ্ধা করিতে লাগিলাম ও মা বলিয়া ডাকিতাম। আমাদের একটি গাভী ছিল, পাড়ার সকলে তাহাকে কামধেনু বলিত। কারণ গাভীটী বড় দুগ্ধবতী ছিল, যখনই আমাদের দুগ্ধের প্রয়োজন হইত তখনই সে দুগ্ধ প্রদান করিত।

আমার পিতা আমাদের গ্রামে এক ক্ষুদ্র জমিদার সরকারে সামান্য বেতনে মুহুরি ছিলেন। জমিদার সরকারের কর্ম্ম-চারীরা প্রায় লোভী হয়, কিন্তু তিনি সেরূপ ছিলেন না। বাবু নাবালক ছিলেন তাঁহার হস্তে সমস্ত বিষয়ের তত্ত্বাবধারণের ভার ছিল। তিনি বিনানুমতিতে এক কপর্দ্দকও স্পর্শ করিতেন না। তিনি অতি ধার্ম্মিক ছিলেন, সকলের প্রতি দয়াবান্, সকলের প্রতি সমভাব, পরোপকারে তৎপর, কাহারও কোন বিপদ শুনিলে তিনি আপনার বিপদ মনে করিতেন ও প্রাণপণে (তদ্রূপ অর্থের সঙ্গতি ছিল না) শরীর ও বাক্য দ্বারা তাহার প্রতিকার সাধনে যত্নবান্ হইতেন। তিনি সর্ব্বদাই বলিতেন, দেখ! শরীর ও অর্থ লইয়া কে জগতে আসিয়াছে, ও কে লইয়া যাইবে; ইহা দ্বারা পরের উপকার হইলেই শরীর ধারণ ও অর্থোপার্জ্জনের সার্থকতা হয়। যখন মৃত্যু জীবের অলঙ্ঘনীয় ও দেহ নশ্বর পদার্থ তখনই এই নশ্বর জগতে নশ্বর বস্তু লইয়া যদি সেই অবিনশ্বরের প্রেমাস্পদ হইতে পারা যায়, তাহাই চেষ্টা করা উচিত। তদ্বিপরীতে যদ্যপি আমরা আপন আপন দেহ, অর্থ ও কার্য্য লইয়া বৃথা অভিমানে মত্ত হই এবং জগতস্থ স্থাবর, জঙ্গম সমস্ত বস্তুর প্রতি অনাস্থা প্রদর্শন করি তাহা হইলে "মনুষ্য সকল জীবের শ্রেষ্ঠ" এ কথার গৌরব থাকে না। যদি মনুষ্য

হইয়া মনুষ্যত্ব না রহিল তবে বৃথা মনুষ্য শরীর ধারণে ফল কি।

তিনি অতি সুবক্তা ও সুবিবেচক ছিলেন। গ্রামের কি নীচ, কি ভদ্র সকলেই তাঁহাকে যথেষ্ট মান্য করিত। বস্তুতঃ তিনি এরূপ নম্র প্রকৃতির লোক ছিলেন যে সকলেই তাঁহার সহিত আলাপে ও কথোপকথনে আপনাদের সুখী বোধ করিত। গ্রামে কোন গৃহবিচ্ছেদ বা কলহ উপস্থিত হইলে তিনি মধ্যস্থ হইয়া সে বিষয়ের মীমাংসা করিয়া দিতেন, তাঁহার প্রশান্ত মূর্ত্তি দেখিলে পাষণ্ডের অন্তঃকরণেও ভক্তির উদ্রেক হইত।

যাহা হউক এইরূপে আমাদের দিনাতিবাহিত হইতে লাগিল। পিতার স্নেহে আমাদের মাতৃবিয়োগ জনিত শোকের অনেক হ্রাস হইয়া আসিতে লাগিল। পিতা প্রাতে কর্ম্মস্থানে যাইতেন, নিয়মিত সময়ে বাটী আসিয়া রন্ধনাদি করিতেন; পাকক্রিয়া সমাপন হইলে, আমরা তিন সহোদর ও সহোদরা সকলে একত্র মিলিয়া আহার করিতে বসিতাম। আমাদের আহার হইলে পর দাসীর অন্ন পৃথক রাখিয়া তিনি স্বয়ং আহার করিতে বসিতেন, তখন আমরা সকলে তাঁহার চারিপার্শ্বে বসিয়া কত কি গল্প করিতাম। তিনি আহার করিতে করিতে আমাদের কথায় সায় দিতেন ও মৃদু মৃদু হাসিতেন। তাঁহার আহার হইলে আমরা তামাক সাজিয়া দিতাম, তামাক খাওয়ার পর নিদ্রা যাইতেন। দিবসে নিদ্রা যাওয়া তাঁহার অভ্যাস ছিল।

তিনি শয্যা হইতে উঠিয়া মুখ হাত ধুইয়া পুনরায় কর্ম্মে যাইতেন। সন্ধ্যার পর বাটীতে প্রত্যাগত হইয়া রন্ধন করি-

তেন ও আমাদের আহার করাইয়া সুস্থ চিত্তে তিনি আহার করিতেন। খাওয়া হইলেই আমরা ঘুমাইয়া পড়িতাম, সন্তান মাতার ক্রোড়ে নিদ্রা যাইলে যেমন তৃপ্তি লাভ করে, আমরা পিতার ক্রোড়ে শয়ন করিয়া তদ্রূপ তৃপ্তি বোধ করিতাম। আমাদের আহারে, শয়নে, পীড়ায় তিনি মাতার ন্যায় কার্য্য করিতেন। আমাদের পীড়া হইলে তিনি সমস্ত রাত্রি জাগরণ করিতেন। আহা! তাঁহার স্নেহের কথা কি বলিব আমরা পিতা ভিন্ন আর কাহাকেও জানিতাম না। পিতা আমাদের মাতা, পিতা আমাদের প্রাণ, পিতা আমাদের মন, পিতা আমাদের একমাত্র স্নেহের আদর্শ ছিলেন। তাঁহার স্নেহের কথা মনে হইলে সংসার অসার জগৎ তুচ্ছ বলিয়া বোধ হয়, মনে হয় যে স্থান তিনি পবিত্র করিয়াছেন সেখানে যাইয়া তাঁহার সেই পাপ তাপনাশক শ্রীচরণে পতিত হইয়া পিতঃ! পিতঃ! সম্বোধন পূর্ব্বক মনের যন্ত্রণার অবসান করি।

বৎস! বলিতে কি, তাঁহার সেই প্রশান্ত মূর্ত্তিই আমার ধ্যান, তাঁহার সেই অমৃতময় বাক্য গুলিই আমার জ্ঞান, তিনিই আমার ভাবনার বস্তু তিনিই আমার আরাধ্য ধন। তাঁহার প্রশান্ত মূর্ত্তি মনে পড়িলে হৃদয় বিদীর্ণ হয়, দেহ অবসন্ন হয়, প্রাণ বহির্গত প্রায় হয়, মন উদাস হয় তখন মনে হয় ইহজীবন সেই অনন্ত জীবনে মিশাইয়া দিই। তাহা পারি কই আমরা যে সামান্য বিষয়ভোগে উন্মত্ত; পরপদনত হইতে ইচ্ছুক; কৃমী কীটের ন্যায় সংসার বিষে জর্জ্জরিত হইতে অভিলাষী; আমরা যে ইন্দ্রিয়গণের দাস। আমাদিগের প্রতি সাধুদিগের উপদেশ ব্যর্থ হয়; পরোপকারীর উপকারে কোন

ফল দর্শে না; ক্ষমাশীল ব্যক্তির ক্ষমার গৌরব থাকেনা; অধিক কি দাতার দান পর্য্যন্ত নিষ্ফল হয়।

পিতামাতার স্নেহের কি মধুময় ভাব; আমরা যতই কুৎসিত হই না কেন, যতই নিষ্ঠুর হই না কেন, যতই তাঁহাদের অবাধ্য হই না কেন, তথাপি তাঁহাদের স্নেহ আমাদের প্রতি পূর্ব্বাপের সমভাব থাকে। আমরা যতই বয়োপ্রাপ্ত হই না কেন, তাঁহারা আমাদিগকে সেই শিশুই দেখেন। হায়, কালের কি মাহাত্ম্য! এরূপ প্রত্যক্ষ দৈবতা পিতামাতাকে দুরাত্মারা অনায়াসে জনসাধারণের মধ্যে গণনা করে; অর্বাচীন বলিয়া অশ্রদ্ধা করে, পাপিষ্ঠেরা জানে না, যাঁহাদের হইতে ভূমিষ্ঠ, পালিত, শিক্ষিত, এমন কি চৈতন্য প্রাপ্ত হইয়াছে তাঁহাদের প্রতি কর্কশ কথা প্রয়োগ অথবা নিষ্ঠুরাচরণ করা কতদূর অন্যায় কর্ম্ম! ঘোর নরকেও তাহাদের স্থান হয় না।

বৎস! পিতৃস্নেহের একটি অপূর্ব্ব কথা আমার অন্তরে উদয় হইল। আমার নবম বৎসর বয়ঃক্রমে কঠিন পীড়া হইয়াছিল, তাহাতে জীবনের কোন আশা ছিল না। আমার এই সাংঘাতিক পীড়ায় পিতা অত্যন্ত দুঃখিত ও ম্রিয়মাণ হইয়াছিলেন; সর্ব্বদা জগদীশ্বরের নিকট প্রার্থনা করিতেন, হা ভগবন্! অসহ্য পুত্রশোকে আমি কেমন করিয়া প্রাণধারণ করিব। সাধ্যমত চিকিৎসা হইতে লাগিল, জগদীশ্বরের কৃপায় আমি আরোগ্য লাভ করিলাম।

আমি সুস্থ হইলে পর এক দিন প্রাঙ্গনে পিতার পার্শ্বে বসিয়া আছি—তিনি ধূমপান করিতেছেন, আমি তাঁহার মুখ

নির্গত ধূম গিলিতেছি। তিনি বলিলেন "ধোঁয়া খেওনা বাবা! কাশি হবে, কত কষ্টে আমি লক্ষ টাকা লাভ করিয়াছি।" তাঁহার এই উক্তিতে আমি আশ্চর্য্যান্বিত হইয়া বলিলাম, কোথায় লক্ষ টাকা বাবা! তিনি আমার দাড়ি চুম্বন করিয়া বলিলেন "বাবা! তুমিই আমার—।" তখন আমার চক্ষু দিয়া দর দর বেগে জল পড়িতে লাগিল। জানি না কেন পড়িল—কে যেন জলস্রোত আমার চক্ষে ঢালিয়া দিল। আমরা অজ্ঞান, মূঢ়, পিতামাতাকে কিরূপ ভক্তি করিতে হয় জানি না; কেবল এইমাত্র জানি তাঁহাদিগের উপদেশানুসারে কার্য্য করিলে তাঁহাদের এবং জগতস্থ জীবের তৃপ্তি লাভ হইয়া থাকে ও ভক্তির পরাকাষ্ঠা দেখান হয়। বৎস! পিতামাতার বিষয় যতই আলোচনা করিবে, ততই আনন্দ ও ভক্তিরস বহিতে থাকিবে। কিছুতেই নিবৃত্ত হইতে ইচ্ছা হয় না।

এখন আমাদের লেখাপড়ার সম্বন্ধে কিছু বলি, শুন। আমাদের গ্রামে একটি পাঠশালা ছিল, তাহাতে বাঙ্গালা ও ইংরাজী দুই ভাষাই পড়ান হইত। পিতা আমাকে পাঁচ বৎসর বয়সে উক্ত পাঠশালে নিযুক্ত করিয়া দিলেন। আমি মনোযোগের সহিত বিদ্যাভ্যাস করিতে লাগিলাম। রাজভাষা ইংরাজী ভাল করিয়া শিক্ষা করিবার মনস্থ করিয়াছিলাম কিন্তু এই পাঠশালা ভিন্ন গ্রামে দ্বিতীয় বিদ্যালয় ছিল না; সুতরাং মনের আশা মনেই লয় পাইল। আমার সহোদরেরাও পাঠশালায় পড়িতে আরম্ভ করিল। আমরা সকলে মনের আনন্দে লেখাপড়া করি, কিসে লেখা পড়া শিখিব, মানুষের মত হইব, এ বিষয়ে পিতার বিশেষ দৃষ্টি ছিল।

আমরা প্রাতঃকালে ও বৈকালে পাঠশালা যাইতাম। সন্ধ্যার পর বাটী আসিয়া সকলে পড়িতে বসিতাম; পিতা সে সময়ে রন্ধনকার্য্য করিতেন, ছোট ভগ্নিটি আমাদের পার্শ্বে নিস্তব্ধ হইয়া বসিয়া থাকিত; বালিকাস্বভাব বশতঃ একবার একবার গোলযোগ করিত, আমরা তাহাকে আদর করিয়া ভুলাইয়া রাখিতাম। পড়িতে পড়িতে যে কথাটা আমাদের ভুল হইত, পিতার নিকট জানিয়া লইতাম। আমার পড়া শেষ হইলে ছোট ভ্রাতাদিগের পড়া বলিয়া দিতাম। তাহার পর চারি জনে আহার করিতে বসিতাম। আমাদের একটি বিড়ালী ছিল তাহাকে মেনি বলিয়া ডাকা হইত, আমার ভগ্নিটার নাম নারায়ণী। আহারের পর আমরা নারায়ণী ও মেনির সহিত ক্ষণেক ক্রীড়া করিয়া শয়ন করিতাম।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ।

আমাদিগের গ্রামের অনতিদূরে একটি ক্ষুদ্র পল্লীতে আমার মাতুলালয়। পল্লীটি প্রকৃতি দ্বারা এরূপ শোভিত যে আপাততঃ ইহা প্রকৃতির আলয়স্বরূপ বোধ হয়। গ্রামের দক্ষিণ ও পশ্চিমদিকে একটি খাল দ্বারা বেষ্টিত; উত্তরদিকে একটি বৃহৎ উদ্যান আছে, সকলে তাহাকে বাবুবাগান বলে। পূর্ব্ব দিকে কেবল প্রান্তর ধূ ধূ করিতেছে। গ্রামে কায়স্থর ভাগ অধিক, ব্রাহ্মণ তদপেক্ষা অল্পসংখ্যক; এতদ্ব্যতীত তাঁতি, সৎগোপ, কাঁশারি, কৈবর্ত্ত প্রভৃতির বাসও আছে। এখানকার প্রায় সকলেরই কৃষিকর্ম্ম উপজীবিকা। গ্রামে কাহারও অন্ন কষ্ট নাই; প্রায় সকলেরই

বাটিতে হাল, গরু ও ধান্যের মরাই আছে। এই গ্রামের একটি বিশেষ গুণ এই যে পরস্পর পরস্পরের প্রতি সহানুভূতি প্রকাশ করিয়া থাকে। হিংসা, দ্বেষ, পরনিন্দা পরচর্চ্চা, পরশ্রীকাতরতা, এ সকল দোষ ইহাঁদের হৃদয়ে স্থান পায় না। অথচ ইহারা তদ্রূপ শিক্ষিত নয়—তবে যে ইহাঁরা এত সদগুণের আকর, ইহা কেবল পরম পিতা পরমেশ্বরের অনুকম্পা ব্যতীত আর কিছুই নহে।

এই গ্রামে কর উপাধিধারী এক ঘর কায়স্থ জমিদার আছেন। ইঁহাদের ক্রিয়া কলাপে গ্রামের লোকেরা সকল পার্ব্বণেই যথেষ্ট আমোদ করিয়া থাকে। দেশে দুর্ভিক্ষ হইলে করবাবুরা আপনাদিগের গোলা হইতে অকাতরে ধান্যদান করিয়া থাকেন। ইঁহাদের অনুগ্রহে গ্রামবাসীদিগের এমন কি নিকটস্থ দুই চারি খানি গ্রামে "দুর্ভিক্ষ যে কি ভয়ানক" তাহা অনুভব করিতে হয় না।

আমার মামারা দুই সহোদর ও আমার জননী তাঁহাদের একমাত্র ভগিনী। আমার মাতামহ গ্রামের মধ্যে এক জন গণ্য মান্য সম্ভ্রান্ত লোক ছিলেন। তিনি কোন বিষয় কর্ম্ম করিতেন না, তাঁহার যৎকিঞ্চিৎ ভূসম্পত্তি ছিল, তাহাতেই তিনি স্বচ্ছন্দে সংসার নির্ব্বাহ করিতেন। তিনি অতি মিতব্যয়ী ছিলেন। লোকে সংসারে যাহাকে সুখ কহে—পতিব্রতা স্ত্রী, কন্যা, সৎপুত্র, পুত্রবধূ পৌত্র, দৌহিত্র পরিমিত অর্থ,—মান সম্ভ্রম তাঁহার সকলই ছিল। দুঃখের বিষয়, সংসার সুখ তিনি সম্পূর্ণরূপে ভোগ করিতে পান নাই। আমার বয়স যখন পাঁচ বৎসর, করাল কাল তাঁহাকে গ্রাস করিল। তিনি সংসারের শ্রী

ছিলেন। তাঁহার অবিদ্যমানে সংসার কৃষ্ণপক্ষীয় চন্দ্রের ন্যায় ক্ষয়শীল ও নিষ্প্রভ বোধ হইতে লাগিল।

বড়মামার উপর সংসার প্রতিপালনের ভার পড়িল। তিনি বিচক্ষণতার সহিত চালাইতে লাগিলেন। তিনি আমার মাতামহের আদর্শস্বরূপ; কিন্তু হইলে কি হইবে—সংসারের কুটিলতার হস্ত হইতে কে নিস্তার পাইবে। আমার ছোট মামা, যদিও তিনি সৎ এবং সরল প্রকৃতির ব্যক্তি ছিলেন; জানি না, কাহার মন্ত্রণায় তাঁহার সেই সৎ স্বভাবেরও ব্যতিক্রম ঘটিল, তিনি একত্র থাকিতে অমত প্রকাশ করিলেন, বড় মামা তাঁহাকে অনেক বুঝাইলেন; অবশেষে অগত্যা তাঁহার অংশানুযায়ী বিষয় তাহাকে বিভাগ করিয়া দিলেন।

বড়মামার পোষ্য অনেকগুলি। সে কারণ তিনি অত্যন্ত বিব্রত হইয়া পড়িয়াছেন। এখন সংসার চলা দুরূহ হইয়াছে। জিনিষ পত্রের দর আর পূর্ব্বকার মত নাই ক্রমে মহার্ঘ হইতেছে। জমিদারী কার্য্যে তাঁহার বিশেষ প্রতিপত্তি ছিল। করবাবুরা তাঁহাকে একটি মহালের গোমস্তা করিয়া দিলেন। ইহা দ্বারা তাঁহার দশ টাকা বেশ উপার্জ্জন হইতে লাগিল। সংসারের আর কোন কষ্ট রহিল না।

বড়মামা আমাদিগকে মধ্যে মধ্যে দেখিতে আসিতেন ও অত্যন্ত ভাল বাসিতেন। আমার মাতার মৃত্যুর পর আমাদিগকে লইয়া যাইবার জন্য মামারা পিতাকে অনেক অনুরোধ করিয়াছিলেন; কিন্তু পিতার (আমরা ভিন্ন তাঁহার আর কেহ না থাকায়) সম্পূর্ণ অসম্মতি হওয়াতে তাঁহারা নিবৃত্ত হইলেন। আমরা সময়ে সময়ে মাতুলবাটী যাইতাম। মাতামহী ও মাতুলা-

নীরা বিশেষ যত্ন ও স্নেহ করিতেন, সে বিষয়ে আমাদের কোন ক্ষোভ ছিল না। আমরা মামাত ভায়েদের সহিত শিখিতাম, পড়িতাম ও খেলিতাম।

আমি পঞ্চদশ বৎসর বয়সে পাঠশালার পাঠ শেষ করিলাম। তখন একটি কর্ম্মের আবশ্যক বিবেচনায় পিতামহাশয় করবাবুদের জমিদারী সরকারে আমাকে নিযুক্ত করিয়া দিলেন। কার্য্য শিখিতে লাগিলাম ও জলখাবার স্বরূপ মাসিক যৎকিঞ্চিৎ পাইতাম। কয়েক মাস পরে আমার বেতন ধার্য্য হইল। আমি বড়মামার সংসারে খাইতাম; তাঁহার মান্য রক্ষার্থে প্রথম মাসের বেতন তাঁহার হস্তে দিলাম। তিনি সন্তুষ্ট হইয়া কহিলেন, "এই টাকা তোমার পিতাকে পাঠাইয়া দাও; তুমি ভাগিনেয়, এক মুঠা খাবে বৈত নয়—ইহার জন্য এত কুণ্ঠিত কেন?" এই বলিয়া টাকা কয়েকটি আমার হস্তে দিলেন।

ক্রমে আমার বয়ঃক্রম পঞ্চদশ অতিক্রম করিয়া ষোড়শ, ষোড়শ অতিক্রম করিয়া সপ্তদশ বর্ষে পদার্পণ করিল, যৌবনের চিহ্ন সকল প্রকাশ পাইতে লাগিল। সর্ব্বাবয়ব সতেজ ও বলিষ্ঠ হইল; স্বর গম্ভীর হইল, চক্ষু চঞ্চল হইল; মুখমণ্ডলে দাড়ি ও গোঁপের রেখা দেখা দিল। প্রকৃতি নম্র হইল, লজ্জা আসিয়া দেহ অধিকার করিল। স্বভাবতঃ বাল্যকাল হইতে আমি ধীর ছিলাম, চিন্তা সর্ব্বক্ষণ আমার হৃদয় অধিকার করিয়া থাকিত, সাংসারিক বিষয়ে আমার তদ্রূপ যত্ন ছিল না; সর্ব্বদাই অন্যমনস্ক—যেন কোন গভীর ভাবনা আমার হৃদয়কে আলোড়িত করিতেছে। আমার বাহ্যিক ভাব দেখিলে হঠাৎ লোকে পাগল জ্ঞান করিত, এবং কোন কথা

জিজ্ঞাসিত হইলে অন্যমনস্ক বশতঃ ভিন্ন প্রকার উত্তর দিতাম বলিয়া সকলে আমায় "বোকা" বলিয়া ডাকিত, কিন্তু আমি সরল, সত্যবাদী বলিয়া সকলের বিশ্বাস ছিল।

বাল্যকাল হইতে দুই সন্ধ্যা (প্রাতঃকাল ও সন্ধ্যাকাল) ভ্রমণ করা আমার অভ্যাস ছিল। কর্ম্মে নিযুক্ত হওয়া অবধি প্রাতঃকালে ভ্রমণ আমার অদৃষ্টে ঘটিত না। নায়েব মহাশয়কে অনুরোধ করিয়া সন্ধ্যার অব্যবহিত পূর্ব্বে কর্ম্ম হইতে অবকাশ গ্রহণ করিতাম তাহাতেই সন্ধ্যাকালে ভ্রমণ ঘটিত।

দ্বিতীয় অধ্যায়।

জ্ঞান-তত্ত্ব।

গ্রাম অপেক্ষা গ্রামের বাহিরে প্রকৃতির শোভা অতীব সুন্দর। একদা অপরাহ্নে বেড়াইতে বেড়াইতে গ্রাম অতিক্রম করিয়া এক বিস্তৃত প্রান্তরে উপনীত হইলাম। তথাকার বৃক্ষশ্রেণীর সৌন্দর্য্য দর্শনে, পক্ষীগণের সুমিষ্ট কণ্ঠধ্বনী শ্রবণে, বনপুষ্পের সুঘ্রাণ গ্রহণে, বায়ুভরে শস্যের দোদুল্যভাব দর্শনে আর কৃষকদিগের গগনভেদী মধুর সঙ্গীত শ্রবণে নয়ন ও মন আনন্দ-সাগরে ডুবিয়া গেল। ভ্রমণ করিতে করিতে অনেক দূরে উপস্থিত হইলাম।

সূর্য্য অস্তমিত হইল দেখিয়া পৃথিবী ধূসরবাস পরিধান করিলেন। আমি বাটী ফিরিবার উপক্রম করিতেছি, অকস্মাৎ মেঘের কড় কড় শব্দ শুনিতে পাইলাম। আকাশ দিকে চাহিয়া দেখি একখানি ঘোর কৃষ্ণবর্ণ মেঘ যেন গগনমণ্ডল গ্রাস করিবে বলিয়াই ভীষণমূর্ত্তি ধারণ করিয়াছে। অবিলম্বে মেঘমালা বায়ু দ্বারা চালিত হইয়া চতুর্দ্দিক বেষ্টন করিল এবং তৎসঙ্গে বায়ুর শোঁ শোঁ শব্দ মেঘের কড় কড় কড়াৎ, বজ্রধ্বনী বৃদ্ধি পাইতে লাগিল। কিছুই দেখা যায় না চারিদিক অন্ধকার; কেবল মধ্যে মধ্যে বিদ্যুৎজ্যোতি প্রকাশ; তাহাও আঁধারে আলোকের ন্যায় পথিকের দিগ্‌ভ্রম জন্মাইতে ছিল।

ক্রমে দুই এক ফোঁটা বৃষ্টি পতিত, তাহার পর শিলাবৃষ্টি ও ঝড় এত প্রবলবেগে হইতে লাগিল যে বৃক্ষাদি ভগ্ন, লতাদি

ছিন্নভিন্ন, পক্ষীরা কুলায় ভ্রষ্ট ও বন্যজন্তুরা স্ব স্ব আবাস পরিত্যাগ পূর্ব্বক ছুটাছুটি করিতে লাগিল। পথে বাহির হয় কাহার সাধ্য ; না, দিঙ্‌নির্ণয় করিতে পারিবে—না, শিলাঘাত ঝঞ্ঝাবাত সহ্য করিতে পারিবে। বাহিরে যে যেখানে ছিল, সকলেই আশ্রয় লইবার জন্য ব্যতিব্যস্ত ; কেবল দুই একটি হতভাগ্য পথিক ব্যতিরেকে এ দুর্দ্দিনের অবস্থা সম্যক্ বর্ণনা করিতে আর কেহ সক্ষম হইবেন না।

আমি একাকী সেই প্রান্তরে বিষম বিপদে পড়িলাম, ভয়ানক অন্ধকার, কিছুই দেখিতে পাই না—তাহার উপর ঝড়, শিলা বৃষ্টি। এরূপ অবস্থায় প্রাণ রক্ষা করা কঠিন। বৃক্ষ তলায় যাইব কি—উহা মড় মড় শব্দে ভাঙ্গিয়া পড়িতেছে। ঊর্দ্ধশ্বাসে দৌড়িতে আরম্ভ করিলাম, যদ্যপি কোন নিরাপদ স্থানে পৌঁছিতে পারি। অন্ধের দৌড়ানর ন্যায় একবার গর্ত্তে, একবার বা কণ্টকবনে, একবার একটি জন্তুর গাত্রে আঘাতিত হইয়া এমন পতিত হইলাম যে কিয়ৎক্ষণের জন্য আমার উত্থান শক্তি রহিত হইল। কোথায় যাইতেছি কোন দিকে যাইলে গ্রামে পৌঁছিতে পারিব কিছুই লক্ষ্য করিতে পারিতেছি না। পথ সকল জলময়, দেহ কম্পিত ; প্রাণ গুর গুর করিতে লাগিল। কি করি কোথায় যাই, কেমন করিয়া এ বিপদ্ হইতে নিস্তার পাইব! এ জনশূন্য স্থানে কে আমাকে আশ্রয় দিবে! মনুষ্য স্বর ত শুনা যাইতেছে না! কেবল জলের চপ্ চপ্ শব্দ, বৃক্ষের মড়্ মড়্ শব্দ, মধ্যে মধ্যে পক্ষীদিগের কাতর শব্দ, দুই একটি বন্য জন্তুর চীৎকার ধ্বনি ও বায়ুর গোঁ গোঁ শব্দ এবং সকল শব্দের প্রধান বজ্রনাদ ইহাই কেবল শুনা যাইতেছে।

আমি অনন্যোপায় হইয়া নিরাশ্রয়ের আশ্রয় ভগবানের নাম স্মরণ করিতে করিতে গমন করিতে লাগিলাম। কিয়ৎকাল ইতস্ততঃ করিবার পর দৈবক্রমে একটি কুটিরের সম্মুখে উপস্থিত হইলাম। প্রথমতঃ কুটির দেখিয়াই চমৎকৃত হইলাম। এ বিজন প্রান্তরে কাহার বাস! বোধ হয় কোন ইতর লোকের বাসস্থান হইবে—জঙ্গলি বা কাঠুরিয়া অথবা কোন ব্যাধ বা চণ্ডালের কুটীর হইবে। বনে কাষ্ঠাহরণ যাহাদের উপজীবিকা, এবং বন্য জন্তু শিকার যাহাদের ব্যবসা; নতুবা এই লোকবিগর্হিত স্থানে কাহার বাস। দস্যুদিগের গুপ্ত স্থান হইতে পারে! তাহা হইলে জঙ্গলের ভিতর হইত এরূপ পরিষ্কৃত স্থানে হইবে কেন! এই বিষয়টি আন্দোলন করিতে করিতে আমার অন্তঃকরণে কৌতূহল জন্মিল। কুটিরের সম্মুখে একটি উদ্যানের মত দেখিতেছি হয় ত উদ্যান রক্ষকের গৃহ হইতে পারে। যাহাই হউক নিকটে যাই। এ দুরবস্থায় জগদীশ্বর কৃপা করিয়া যে আমাকে আশ্রয় মিলাইয়া দিলেন ইহাই আমার ভাগ্য সুপ্রসন্ন বলিতে হইবে। ধীরে ধীরে কুটিরের সন্নিকটে উপস্থিত হইলাম। দ্বার বদ্ধ আছে বলিয়া বোধ হইল। গৃহের ভিতর নিস্তব্ধ; কোন শব্দ শুনিতে পাইলাম না। প্রাণে একটু ভয়ের সঞ্চার হইল। মনে করিলাম দ্বারে আঘাত করি উত্তর পাইব। ইতিমধ্যে একটি ক্ষীণ আলোক প্রাচীরের মধ্য দিয়া প্রাঙ্গনে পতিত হইয়াছে দেখিতে পাইলাম। যে পার্শ্ব হইতে আলোকশিখা বাহির হইতেছিল তদ্দিকে যাইয়া দেখি প্রাচীরের গাত্রে একটী ক্ষুদ্র জানালা আছে। আহা! কুটিরের ভিতর কি সুন্দর দৃশ্যই দেখিলাম।

দ্বাবিংশতি বর্ষীয়া জগৎ সুন্দরী এক যুবতীর উরুদেশে মস্তক রাখিয়া কন্দর্প সদৃশ এক যুবক শয়ন করিয়া আছেন। যুবতীর মুখজ্যোতি যুবকের মুখ মণ্ডলে পড়িয়াছে যেন গঙ্গাজলে স্বর্ণ প্রতিমার ছায়া টল্ টল্ করিতেছে; পুণ্যের হৃদয়ে শান্তির আলোক বিভাসিত হইয়াছে। গৃহের অপর পার্শ্বে একটি শিশু সন্তান নিদ্রিত আছে বলিয়া বোধ হইল। গৃহ ব্যবহার্য্য বস্তু অধিক না থাকিলেও গৃহটি পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন। করুণা, প্রেম, জ্ঞান ও ভক্তি রসোদ্দীপক কয়েক খানি চিত্র দ্বারা গৃহটি সুশোভিত।

যখন বনবাসী নলরাজা স্বীয় সহধর্ম্মিণী দময়ন্তীকে সুষুপ্তাবস্থায় পরিত্যাগ পূর্ব্বক, পলায়নের সঙ্কল্প করিতেছেন ও নিজ ভাগ্যের প্রতি আক্ষেপ করিয়া বিমর্ষ চিত্তে উরুদেশ হইতে তাঁহার মস্তক ভূমিতে বিন্যস্ত করিয়া উভয়ের পরিধেয় এক মাত্র বসন অস্ত্রদ্বারা দ্বিখণ্ডিত করতঃ "আমি কি করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছি—এই সরলহৃদয়া পতি প্রাণাকে বিজন অরণ্যে পরিত্যাগ করিয়া যাইলে ইহার উপায় কি হইবে" ইত্যাদি ভাবিতে ভাবিতে একবার অগ্রসর ও একবার পশ্চাৎপদ হইতেছেন। দময়ন্তী ধূলায় পতিতা, ঘোর নিদ্রিতা; জানিতে পারিতেছেন না তাঁহার অদৃষ্টে কি বিষময় ফল ফলিয়াছে।

মহাদেব, গৌরীকে বাম উরুদেশে বসাইয়া পঞ্চতন্ত্র ব্যাখ্যা করিতেছেন।

দানে বলীরাজার অন্তঃকরণে আত্মগরিমা উপস্থিত হওয়াতে বামনরূপী ভগবান্ তাঁহার দর্প খর্ব্ব করিতেছেন।

মহারাজা যুধিষ্ঠিরের রাজসূয় যজ্ঞে ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ স্বহস্তে ব্রাহ্মণগণের পদধৌত করিয়া দিতেছেন।

সীতার অশোক কাননে অবস্থিতি সময়ে রক্ষঃরাজ চেড়ীগণ সমভিব্যাহারে তথায় সমাগত হইয়া রামপ্রিয়ার গাত্রে বেত্রারতি করিতে উদ্যত হইলে তিনি যখন হা নাথ! হা রাম! ইত্যাকার চীৎকারে গগন বিদীর্ণ করতঃ ভূতলে পতিতা ও মূর্চ্ছিতা হইতেছেন।

বনমধ্যে একাকী, সাবিত্রী সত্যবানকে ক্রোড়ে করিয়া ক্রন্দন করিতেছেন, যম সত্যবানের প্রাণবায়ু লইবার জন্ত তাঁহাকে বিনয় করিতেছেন।

দুর্জ্জয় মেঘনাদ লক্ষণ কর্ত্তৃক অন্যায় সময়ে নিহত হইলে তদীয় সহধর্ম্মিণী প্রমিলাসুন্দরী তাঁহার সহিত চিতানলে ভস্মীভূত হইতেছেন।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ।

যুবতীর কণ্ঠদেশে বন ফুল মালা দুল দুল করিয়া দুলিতেছে। তাঁহার বাহু, হস্ত, কর্ণ ক্ষীণ কটিতট ও কবরী ফুলাভরণে সজ্জিত হওয়াতে তিনি যেন অনঙ্গ-মহিষী রতির ন্যায় শোভা পাইতেছেন। যুবকের কণ্ঠেও এক ছড়া মনোহর মালা অবমান আছে। যুবতীর শান্তমূর্ত্তি ও গাম্ভীর্য্য অবলোকন করিয়া মনে করিলাম এরূপ অসামান্য রূপ-মাধুরী ও পবিত্রতা দেবতা ভিন্ন মনুষ্যে সম্ভবে না। ইনি কি বনদেবী! না—মহেশ্বরী মহাশক্তি প্রকৃতি সতী! স্বর্গসুখ তুচ্ছ করিয়া মর্ত্ত্যে কুটির বাসের

প্রাধান্য জানাইতেছেন। আমি ইঁহাদের চরণ-কমলে কোটী ২ প্রণাম করি। ধন্য হইলাম—আমার নয়নচকোর এমন পূর্ণ-চন্দ্রের রূপসুধা-পানে কৃতার্থতা লাভ করিল।

যুবতী, যুবকের গাত্রে হস্তাবর্ত্তন করিয়া দিতেছেন, যুবক অবিচলিত নয়নে তাঁহার মুখের দিকে দৃষ্টিনিক্ষেপ করিয়া আছেন, ক্ষণকাল পরে যুবক একটি দীর্ঘনিশ্বাস পরিত্যাগ করিয়া যুবতীকে সাদর সম্ভাষণে কহিলেন, প্রিয়ে! আর থাক্। তোমার কষ্ট হইতেছে—নিদ্রা যাও। তুমি এমন হতভাগ্যকে আশ্রয় করিয়াছিলে যে, এক মুহূর্ত্তের জন্য সুখী হইলে না। রাজকন্যারা প্রায় রাজরাণীই হইয়া থাকে কিন্তু কে কোথায় তোমার ন্যায় বনবাসিনী ও কুটিরবাসিনী হইয়াছে। হায়! সকলই অদৃষ্টের ফল। আজি কোথায় সুরম্য অট্টালিকায় স্বর্ণ পর্য্যঙ্কোপরি শয়ন করিবে; মহারাজাধিরাজ রাজচক্রবর্ত্তীর সহধর্ম্মিণী বলিয়া সম্মানিত হইবে,সকলের সহিত মনের আনন্দে কালহরণ করিবে; মনে যখন যে অভিলাষ করিবে, তৎক্ষণাৎ সম্পাদিত হইবে; পিতা, মাতা, ভ্রাতা, ভগি, বন্ধু, বান্ধব, আত্মীয় স্বজন সকলেরই আনন্দ বর্দ্ধন করিবে; তাহা না হইয়া ভাগ্যের দোষে এই নিঃসহায় পরান্নভোজী চির দরিদ্রের গলায় মাল্য দিয়া পিতামাতা, আত্মীয় স্বজন কর্ত্তৃক, পরিত্যক্ত হইয়া অনাথিনীর ন্যায় এই বিজন প্রান্তরে কুটীর বাস সার হইয়াছে। ভবিষ্যতে আরও কি অদৃষ্টে আছে, কে বলিতে পারে, এই বলিয়া যুবক নিঃশব্দে অশ্রু বিসর্জ্জন করিতে লাগিলেন।

প্রিয়তমের এরূপ অমানুষিক খেদোক্তি শ্রবণ করিয়া যুবতী

ব্যথিত হৃদয়ে অঞ্চল দ্বারা তাঁহার নয়ন জল মুছাইয়া কম্পিত ও কাতরস্বরে ধীরে ধীরে কহিলেন, দেব! আপনার বচন পরম্পরায় আমি যারপরনাই মর্ম্মাহত হইলাম। আমি আপনার সহবাসে পরম সুখে আছি। সতী রমণীর সকল সুখ পতি। আপনি সন্তোষ পাদপ—শান্তিদেবী নিয়ত আপনার পরিচর্য্যা করিতেছে। আমি সেই সুধাক্ষরিত তরুতলে আশ্রয় লইয়াছি, শোক, তাপ, ক্লেশ, দুঃখ মলিনতা, বিমর্ষতা ইহাদিগের কাহারও আমাকে অভিভূত করিবার সামর্থ্য নাই। আপনি আমাকে প্রিয়তমা বলিয়া সমাদর করেন ও হৃদয়ে স্থান দেন ইহাই আমার সৌভাগ্যের বিষয়। নতুবা আমি আপনার সঙ্গিনী হইবার কোন অংশে উপযুক্তা নহি।

ইন্দ্রাণী কি আমার ন্যায় সুখিনী! না,—তাঁহাকে স্বামী বিরহ বেদনা সহ্য করিতে হইয়াছিল ও দুর্দ্দশার একশেষ হইয়াছিল। তবে কি শিবানী! না, তাহাও না; পতিনিন্দা শ্রবণ করিয়া তাঁহাকে দক্ষালয়ে প্রাণত্যাগ করিতে হইয়াছিল। যিনি বৈকুণ্ঠেশ্বরের পূর্ণমনোরমা লক্ষ্মী, তিনিও বোধ হয় আমার মত সুখিনী নহেন; কেন না, তাঁহাকেও মধ্যে মধ্যে পতি বিরহ বেদনা সহ্য করিতে হয়। মন্মথ মহিষী রতি সর্ব্বসুখে সুখিনী ছিলেন বটে, হর কোপানলে তাঁহার পতির দেহ ভস্মীভূত হওয়া অবধি তিনি সদা শঙ্কিত চিত্তে কালযাপন করিতেছেন।

প্রভো! জগতে আপনার সমকক্ষ কে আছে? রাজাই বলুন, রাজচক্রবর্ত্তীই বলুন, সকলই আপনার দাস—আপনি সকলের প্রভু। আমি সকলের প্রভুপত্নী হইয়াছি ইহা অপেক্ষা আমার

অধিক গৌরব আর কি হইতে পারে। এ আমার কুটির নয়, —পবিত্রতার আবাসভূমি স্বর্গ, সংযমী মহাত্মারাই এই কুটিরের একাধিপত্য লাভ করিয়া থাকেন। বিষয় লোলুপ ব্যক্তিরা সুরম্য হর্ম্ম্যকে প্রিয় আবাসভূমি বলিয়া জ্ঞান করে। বিলাস, অবিদ্যা ও অশান্তি লগুড় দ্বারা উহাদের আত্মজ্ঞান হরণ করিয়া লয়।

আমার অট্টালিকার প্রয়োজন কি? নাথ! আপনিত অট্টালিকায় পদার্পণ করেন না। আমি জানি বিষয় আপনার বিষ। উহা পান করিলে আপনাকে বঞ্চিত হইতে হইত সুতরাং প্রাণত্যাগ ঘটিত। আপনি জানিয়া শুনিয়া কেন আমাকে বাক্যবাণে বিদ্ধ করিতেছেন। আপনি কি আমার মন পরীক্ষা করিতেছেন? হায়! জগতে আপনার অবিদিত কি আছে? আপনি অন্তর্যামী—আমার অন্তঃকরণে যখন যে অভিলাষের উদয় হয়, আপনি অকাতরে সম্পাদন করিয়া থাকেন। সর্ব্বতোভাবে আপনার পরিচর্য্যা করাই আমার প্রধান ধর্ম্ম। জগতে যদি কিছু সার ও অভিলষিত বস্তু থাকে তাহা আপনি,—এই বলিয়া যুবতী যুবকের বদনোপরি আপন বদন রাখিয়া নিস্তব্ধে রহিলেন এবং যুবক স্বীয় বাহু দ্বয় দ্বারা প্রিয়তমার গলদেশ বেষ্টন করিলেন। কে জানে তখন উভয়ের প্রাণে কি সুধাধারা বর্ষণ হইতেছিল।

ক্ষণকাল পরে যুবক প্রণয়িনীকে কহিলেন, আমার অত্যন্ত পিপাসা পাইতেছে কিঞ্চিৎ জল দাও। যুবতী শয্যাত্যাগ করিয়া তাঁহাকে জলপান করাইলেন এবং বলিলেন এখন শরীর কেমন আছে, আর কোন অসুখ বোধ হইতেছে না ত? তিনি

কহিলেন, হাঁ—শরীরে আর কোন যাতনা নাই বটে কিন্তু আমার প্রাণের ভিতর কেমন একরূপ হইতেছে, তাহাতে আমি সুস্থ হইতে পারিতেছি না। তুমি আমার গাত্রে হাত বুলাইয়া দাও যদি কিয়ৎ পরিমাণে সুস্থ হইতে পারি। যুবতী তদ্রূপ করিতে লাগিলেন।

উভয়ে নিস্তব্ধ, কোন সাড়া শব্দ নাই। প্রদীপ মিট্ মিট্ করিয়া জ্বলিতেছে; শিশুটি নিদ্রাভিভূত।

আমি সেই ক্ষুদ্র বাতায়নে মুখ রাখিয়া একদৃষ্টে দাঁড়াইয়া আছি। দেখিলাম, যুবতী যুবকের মুখের প্রতি স্থির ভাবে চাহিয়া আছেন ও মধ্যে ২ দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগ করিতেছেন, যেন কোন ভাবী অমঙ্গল আশঙ্কা তাঁহার হৃদয়কে ব্যথিত করিতেছে, যুবতী মনে মনে কি ভাবিয়া যুবকের অঙ্গপ্রত্যঙ্গ সকল স্পর্শ করিতেছেন আর চমকে চমকে হতাশ নয়নে ঊর্দ্ধ দিকে নিরীক্ষণ করিতেছেন।

যুবতীর অবস্থা দেখিয়া বোধ হইতেছে যেন তিনি কোন অনির্ব্বচনীয় মর্ম্মযাতনা ভোগ করিতেছেন এবং বিকলচিত্ত হইয়া স্বীয় অঙ্গ প্রত্যঙ্গাদি সঞ্চালন ও বিকৃত মুখ করিতেছেন। তিনি আর স্থির থাকিতে না পারিয়া কাঁদিয়া ফেলিলেন। শ্রাবণের ধারার ন্যায় অশ্রুজল তাঁহার গণ্ডদেশ বহিয়া যুবকের বক্ষঃস্থল প্লাবিত করিল। উন্মাদিনীর ন্যায় এলোথেলো বেশে যুবকের পদদ্বয় ধারণ পূর্ব্বক কাতর স্বরে ক্রন্দন করিতে লাগিলেন। পরে উচ্ছলিত শোকাবেগ সম্বরণ করিতে না পারিয়া হা নাথ! আমার কি হইল, সত্য সত্যই কি আমি অনাথিনী হইলাম? হা জীবিতেশ্বর! আপনি না

বলিয়াছিলেন প্রিয়ে!, তোমা ভিন্ন আমি, একদণ্ড কোথায় থাকি না—সে কথা কি আজি স্বপ্নে পরিণত হইল। প্রাণবল্লভ! এ কি হইল, যথার্থই কি আমাকে পরিত্যাগ করিয়া চলিয়া গেলেন? কেন, আমিত আপনাকে কোন অপ্রিয় কথা বলি নাই? আপনার সেবায় কোন ত্রুটি হইয়াছে কি? সেই অভিমানে কথা কহিতেছেন না? আমি আপনার দাসী,—দাসী কি কখন প্রভু আজ্ঞা লঙ্ঘন করিতে পারে? জীবন সর্ব্বস্ব! কি হইয়াছে বলুন, যদি কোন অপরাধ করিয়া থাকি, আপনার সম্মুখে অবলীলাক্রমে এ প্রাণ বিসর্জ্জন দিব। আমিত আপনার চিরানুগতা, আমার সহিত এরূপ ছলনা করিতেছেন কেন? একবার আমাকে প্রাণেশ্বরী বলিয়া সম্বোধন করুন তাহা হইলে আমার সকল যন্ত্রণা দূর হইবে।

হায়! যাঁহাকে আমি পথের সম্বল করিয়া বাটী হইতে বহির্গত হইয়াছিলাম, সে ধন জন্মের মত অপহৃত হইল। ভাল নাথ! একটি কথা জিজ্ঞাসা করি রাগ করিবেন না। আমি না হয় চিরাপরাধিনী কিন্তু আপনার এই পঞ্চম বর্ষীয় শিশু কি অপরাধ করিয়াছে? ইহাকে কাহার হস্তে সমর্পণ করিলেন? যাহা হউক আপনি অতি নির্দ্দয়;, বৎসের মুখ দেখিয়া কি দয়া হইল না? হা বিধাতঃ! তোর মনে কি এই ছিল,—তুই কি লোকের সুখ দেখিতে পারিস্ না—সতীর হৃদয়ের ধন লইয়া তুই কি এতই সন্তুষ্ট হইলি? যাঁহার জন্য আমি পিতা মাতা—আত্মীয় স্বজন সমস্ত ত্যাগ করিলাম, আজি তিনি আমাকে ত্যাগ করিলেন। হৃদয়! ভাবিস্ কি, যে কৌস্তভমণি এত দিন তোর আনন্দ বর্দ্ধন করিতেছিল, দুরন্ত দস্যুতে তাহা অপহরণ করিয়াছে।

হা পিতঃ! হা মাতঃ! তোমরা এখন কোথায়? অভা-গিনীর দুর্দ্দশা একবার দেখিয়া যাও, তোমাদের কঠিন প্রাণও বিদীর্ণ হইবে। আমার কি হইল গো! কে কোথায় আছ গো! ইত্যাকার চীৎকার করিতে করিতে অর্গলোন্মোচন পূর্ব্বক গৃহ হইতে নিক্রান্তা হইয়া ভূতলে পতিতা ও হতচেতনা হইলেন। তাঁহার আর্ত্তস্বরে পাষাণও দ্রবীভূত হয়।

ঈদৃশ আকস্মিক ঘটনায় কর্ত্তব্যবোধ শূন্য হইয়া আমি কাষ্ঠপুত্তলিকার ন্যায় নিশ্চল ও নিস্পন্দভাবে দণ্ডায়মান রহিলাম। প্রকৃতিস্থ হইবার পর মুখমণ্ডলে বারি সেচন ও বায়ু বীজন দ্বারা (অপরিচিত হইলেও এরূপ বিপদে নিশ্চিন্ত থাকা অনুচিত বিধায়) তাঁহার চৈতন্য লাভ করিলাম। তাঁহার সংজ্ঞালাভ হইলে অতি ক্ষীণ ও করুণ স্বরে কহিলেন, কে রে! আমার এমন সুখের নিদ্রা ভঙ্গ করিলি? আমি যে প্রাণেশ্বরের পদসেবা করিতেছিলাম। আমি ভীত ও লজ্জিত হইয়া নম্রস্বরে কহিলাম, দেবি! এই হতভাগ্যই আপনার অসন্তোষের কারণ। স্বীয় উদারতা গুণে এ দাসের অপরাধ মার্জ্জনা করুন।

দয়াবতী আর কি থাকিতে পারেন—কহিলেন, এ ঘোর প্রান্তরে তুমি একাকী কে বাপু? রজনীতে এ দুর্গম স্থানে মনুষ্যের যাতায়াত সম্ভবে না। আমি কহিলাম, মাতঃ! ইতি পূর্ব্বে যে দৈব দুর্ঘটনা ঘটিয়াছে তাহাতে আমি অনন্যোপায় হইয়া আপনার কুটীরে আশ্রয় লইয়াছি। আপনি আশ্রয়-দাত্রী—দয়াময়ী মাতা। ইহাতে তিনি অতিশয় সন্তুষ্ট হইয়া কহিলেন, বৎস! অদ্য যে আমার কি দুর্দ্দিন তাহা আর কি

বলিব। আমার জীবন,সর্ব্বা জন্মের মত আমাকে এই অবস্থায় পরিত্যাগ করিয়া চলিয়া গিয়াছেন। এক্ষণে আমি নিরাশ্রয়া, আর আমার কেহই নাই, পিতা, মাতা, জ্ঞাতি, কুটুম্ব সকলেই বিমুখ; এক শিশুমাত্র অবলম্বন।

তাঁহার এবম্প্রকার করুণাব্যঞ্জক কাতরোক্তি শুনিয়া অনুনয়-বচনে ধীরে ধীরে কহিলাম দেখিু বৃথা শোক করিয়া আমাকে বিচলিত করিবেন না, দেখুন, এ সংসারে কিছুই চিরস্থায়ী নহে। এই যে জগৎ ইহারও এককালে লয় আছে জগতের যে ক্ষুদ্র প্রদেশে আমরা বাস করিতেছি ইহা এক কালে সাগর গর্ভে লীন ছিল। পঞ্চভূত লইয়াই জগৎ। ইহাদিগের পরস্পর রাসায়নিক সংযোগে এই জগতের ক্রিয়ার উৎপত্তি এবং ইহাদিগের পরস্পর বিয়োগে লয় হইতেছে। সংযোজক ও বিয়োজক এই দুই ক্রিয়াই জগতের স্বাভাবিক লক্ষণ। এই ভৌতিক জগতের কার্য্যে সুখ, দুঃখ বোধ করা জ্ঞানী ব্যক্তির উচিত নয়।

আমাদিগের এই ভৌতিক দেহে আত্মা নামা এক মহা-পুরুষ আছেন। তিনি নিরাকার, নিরবলম্ব ভাবে অবস্থিত। তিনি জীবনের আলোক স্বরূপ। যেমন দেহের আলোক জীবন তদ্রূপ জীবনের আলোক আত্মা। তিনি স্বপ্রকাশ। দয়া, মায়া, ভক্তি, শ্রদ্ধা সারল্য, সৌজন্য, শিষ্টাচার প্রভৃতি এতদ্ সংশ্লিষ্ট গুণ গুলি তাঁহার প্রতিভা বলে দীপ্তিমান্ হইয়া অন্তঃকরণের উন্নতি সাধন করে। কারণ আত্মা হইতে বিবেকের উৎপত্তি পুনরায় ঐ বিবেক হইতেই আত্মার উপ-লব্ধি হয়। যেমন গৃহে আলোক থাকিলে দস্যুরা প্রবেশ

করিতে সঙ্কুচিত হয়, সেইরূপ আত্মপরায়ণ ব্যক্তিদিগের হৃদয় কাম ক্রোধাদি রিপুগণের অধিকার করিবার সামর্থ্য থাকে না। আত্মাহীন জীবন পশুদিগের জীবনের ন্যায় অন্ধকারময়, সুতরাং রিপুগণের বাসভূমি। একারণ সকল ব্যক্তিরই আত্মার উৎকর্ষ সাধন বিষয়ে মনোযোগী হওয়া উচিত।

এই পরিবর্তনশীল জগতে অভাব, শোক তাপ, মোহ, ব্যাধি প্রভৃতি দ্বারা অভিভূত হইয়া আত্মাকে ব্যাকুলিত করা কোন মতেই বিধেয় নহে। আপনি কাতরা হইবেন না; একবার অন্তর্দৃষ্টি দ্বারা আত্মার অনুভব করিলে সকলই বুঝিতে পারিবেন। আপনার ন্যায় জ্ঞানবতী ধর্ম্মশীলাকে উপদেশ দেওয়া আমার ন্যায় অজ্ঞলোকের প্রগল্‌ভতা মাত্র। আমি আপনাদিগের পরস্পরের কথোপকথন শুনিয়া বিস্মিত ও পরিতৃপ্ত হইয়াছি। মর্ত্ত্যে এরূপ নিস্বার্থ প্রণয় অতি বিরল। আপনি নরাকারে দেবী। না জানি, কোন বংশ আপনার জন্মগ্রহণ দ্বারা পবিত্রীকৃত হইয়াছে, ধন্য সেই নরকুল! যে বংশে সত্যব্রতা, পতিরতা সরলা প্রতিমার আবির্ভাব হইতে পারে।

এতচ্ছ্রবণে তিনি কথঞ্চিত লজ্জিতা হইয়া স্নেহসম্ভাষণে কহিলেন বৎস! আমি দেবী নহি দেববংশে জন্মগ্রহণ করি নাই। আমি নীচ জাতীয় মানবী—চণ্ডালকন্যা—চণ্ডালগৃহে আমার জন্ম। আমার ছায়া স্পর্শ করিলে শরীর অপবিত্র হয়, দেব-সহবাসে কিছুকাল সুখে ছিলাম বটে, কিন্তু কালের কঠোর অস্ত্রাঘাতে আজি সে সুখলতা বিচ্ছিন্ন হইয়াছে এই বলিয়া তিনি অবিরল ধারায় অশ্রুবিসর্জ্জন করিতে লাগিলেন। পরে

আমাকে উদ্দেশ করিয়া কহিলেন তোমার আগমনে কিয়ৎ পরিমাণে সুস্থ হইয়াছি, নচেৎ এই মরুভূমিতে আমি কি করিতাম ভাবিয়া স্থির করিতে হৃৎকম্প হয়। আমার পঞ্চম বর্ষীয় শিশু—তাঁহার বাক্য সমাপন হইতে না হইতে আমি ত্র্যস্তভাবে বলিলাম, মাতঃ! করুণাময় আপনার আসন্ন বিপদ জানিতে পারিয়া আমাকে প্রেরণ করিয়াছেন, নতুবা এ স্থানে আমারইবা আগমন সম্ভব কিসে! হায় মা? আর বৃথা ক্রন্দন করিলে কি হইবে? ত্রিগুণাত্মিকা প্রকৃতির কার্য্যই এইরূপ, এতৎ প্রণোদিত ক্রিয়ায় হর্ষ বিষাদ পরিত্যাগ করিয়া ধৈর্য্যাবলম্বন পূর্ব্বক আত্মমুক্তির জন্য কর্ত্তব্য বিষয় চিন্তা করুন।

তিনি কহিলেন, বৎস! তুমি যাহা কহিলে সত্য বটে, কিন্তু প্রাণি মাত্রেই মায়া ও মোহের এত বশীভূত যে অন্তঃকরণ স্থির রাখিতে পারে না। যেমন মরুভূমিতে প্রবল বায়ু উত্থিত হইলে বালুকাকণাসকল উৎক্ষিপ্ত হইয়া গগনমণ্ডল আচ্ছন্ন করিয়া ফেলে, তদ্রূপ আমাদিগের জীবনে অকস্মাৎ কোন দুর্ঘটনা উপস্থিত হইলে শোক, তাপ, মায়া, মোহ প্রভৃতি আসিয়া অন্তঃকরণ বিচলিত করিয়া দেয়। চিত্তের স্থৈর্য্য সম্পাদন করিতে পারা যায় না; শতসহস্র উপদেশ এবং প্রত্যক্ষ প্রমাণও অন্তঃতমোরাশির উচ্ছেদ সাধনে অসমর্থ হয়। অজ্ঞানের ত কথাই নাই। জ্ঞানীরাও এই অখণ্ডনীয় নিয়মের অধীন। পুত্র! যদিও আমি তোমার জ্ঞানগর্ভসার রচনে চিত্তকে বিবেকের পথে লইয়া যাইবার চেষ্টা করিতেছি, কিন্তু হায়! আমার সেই প্রাণের প্রাণ বিবেক কোথায়? আমিত বিবেক হারা হইয়াছি। বিবেকহীন ব্যক্তি পশুর তুল্য। তাহার কি

আত্মসংযমের ক্ষমতা থাকে, না প্রবৃত্তি জন্মে, বৎস রে! কি পরিতাপের বিষয়— আমার জীবন এক্ষণে ভারবোধ হইতেছে।

তাঁহার এবম্প্রকার কাতরতায় আমি অত্যন্ত ক্ষুব্ধ হইয়া মৃদুবচনে কহিলাম দেবি! আপনি যে সরলা, সাধ্বী এবং এই বিশ্বমধ্যে পতিই যে আপনার একমাত্র আরাধ্য ধন তাহা আমি বুঝিয়াছি। জগদীশ্বরের নিকট কায়মনবাক্যে প্রার্থনা করি যেন তাঁহার সৃষ্ট জগতের প্রত্যেক গৃহে আপনার ন্যায় (এরূপ অনির্ব্বচনীয় অতুলনীয়) অন্তর্শক্তিবিশিষ্টা স্ত্রীজাতি জন্মগ্রহণ করিয়া সংসারকে সুখের আলয় করে।

শোক ও বিলাপে সময়াতিপাত করা অনাবশ্যক বিবেচনা করিয়া আমি তাঁহাকে বলিলাম মা! রজনী ক্রমে গভীরা হইতেছে, উপস্থিত বিপদের এক্ষণে প্রতিকার করা কর্ত্তব্য। আপনি স্ত্রীজাতি, তাহাতে শোকে মৃতকল্পা। অতএব দেখিতেছি আমাকেই ইহাঁর ঔর্দ্ধদেহিক কার্য্য করিতে হইবে ভাগীরথীতীরে এ কার্য্য সম্পন্ন করিলে ভাল হয় না? তিনি নিস্পন্দ, নির্ব্বাক্, দৃষ্টিরহিত। আমি ধীরে ধীরে পুনরায় ঐ কথা জিজ্ঞাসা করিলাম। দেখিলাম পূর্ব্ববৎ উপবিষ্ট আছেন— কোন প্রত্যুত্তর নাই! বস্তুতঃ আমি ভীত ও বিস্মিত হইলাম। কি হইল, কি করিব কিছুই নির্ণয় করিতে পারিলাম না। অবশেষে উপায়ান্তর না দেখিয়া তাঁহার পদদ্বয় ধারণ পূর্ব্বক বলিলাম, জননি! অধম সন্তানের প্রতি এই মহাত্মার অন্ত্যেষ্টি-ক্রিয়া করিতে অনুমতি দিন।

তিনি বাক্য স্ফূর্ত্তি করিতে চেষ্টা করিলেন কিন্তু পারিলেন না; বাৎসল্য ভাবে আমার মুখের দিকে চাহিয়া রহিলেন,

আর গণ্ড বহিয়া দর দর ধারায় অশ্রুজল পড়িতে লাগিল। কালবিলম্ব না করিয়া যেমন আমি হরি হরি শব্দে স্কন্ধদেশে শব তুলিলাম, সুষুপ্ত পুত্রটি অকস্মাৎ জাগরিত ও চকিত হইয়া মা, মা বলিয়া কুটির হইতে প্রাঙ্গণে আসিল—বলিল মা! উনি কে? পিতাকে স্কন্ধে করিলেন কেন? তিনি কহিলেন, বাবা জ্ঞানচন্দ্র? উনি তোমার জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা; উঁহাকে প্রণাম কর। জ্ঞানচন্দ্র বলিলেন, মা! তবে তুমি আমায় ক্রোড়ে কর এই বলিয়া পুত্র মাতার ক্রোড় অধিকার করিলেন।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ।

রজনী প্রায় দুই প্রহর। জগৎ নিস্তব্ধ। এই বনমধ্যে মনুষ্যের আবাস নাই—বন্য প্রাণীদিগের শব্দও শুনা যাইতেছে না। বনসখা বায়ু আর স্বীয় প্রণয়িনীদিগের সহিত প্রিয় সম্ভাষণ করিতেছেন না। স্বভাবের এরূপ পরিবর্ত্তনের কারণ কি? ক্ষণপূর্ব্বে যে স্থানে প্রলয় ঘটিবার আশঙ্কা ছিল তাহা এক্ষণে স্থিরভাব ধারণ করিয়াছে। শুধু ইহাই নহে ইতিপূর্ব্বে আমার অন্তঃকরণ কি যেন এক অভাবনীয় ভাবনায় আলোড়িত হইতেছিল ক্রমে তাহা শান্ত হইয়া আসিতেছে। ওঃ বুঝিয়াছি কোন বিপদ ঘটিবার পূর্ব্বে অমঙ্গলসূচক চিহ্ন সকল প্রকাশ পায় পরে কিছুই থাকে না, যেমন মৃত্যুর পূর্ব্বে শরীরে নানা যাতনা উপস্থিত হয়, বুঝি এই মহাপ্রলয় (মহাত্মার মৃত্যু) ঘটিবে বলিয়াই—বনভূমি ও আমার মন এতক্ষণ বিপর্য্যস্ত হইতেছিল।

ক্রমে নভোমণ্ডল পরিষ্কার হইল। চন্দ্রদেব এতক্ষণ

অন্ধকার পাশে বদ্ধ ছিলেন, এখন লজ্জিতভাবে গগনে দেখা দিলেন। তাঁহার আগমনে জগৎ যেন নবকলেবর ধারণ করিল। সেই—গভীর নিশাকালে আমি শবস্কন্ধে করিয়া চন্দ্রালোক সাহায্যে—ভাগীরথী অভিমুখে অগ্রসর হইলাম। জগদারাধ্যা স্নেহময়ী জননী পুত্রসহ আমার অনুগমন করিলেন। নানাস্থান অতিক্রম করিয়া নিশাবসানে ভাগীরথীতীরস্থ নির্দ্দিষ্ট শ্মশান ক্ষেত্রে উপনীত হইলাম। স্কন্ধ হইতে শব নামাইয়া আমি উহার মস্তক সন্নিধানে ও তিনি পদপ্রান্তে বসিলেন।

পরোপকারের কি আশ্চর্য্য মহিমা! আমি ক্ষীণকায় দুর্ব্বল হইলেও ভারবহন ক্লেশ আমার কিঞ্চিন্মাত্র অনুভব হয় নাই, বরঞ্চ হৃদয়ক্ষেত্রে অভূত অনাস্বাদিত আনন্দের উৎস উঠিতে লাগিল। চিতাপ্রস্তুতের জন্য কাষ্ঠাহরণ পূর্ব্বক পরে চিতা সজ্জিত করিয়া তাঁহাকে কহিলাম, দেবি! চিতা প্রজ্বলিত করিতে অনুমতি করুন। তিনি ব্যস্ত সহকারে কহিলেন, পুত্র! ক্ষণকাল অপেক্ষা কর; জ্ঞানচন্দ্রকে তোমার করে সমর্পণ করিয়া আমি ইঁহার অনুগমন করিব। পার্থিব সুখ লালসায় তৃপ্ত হইয়াছি—ভোগস্পৃহা আর নাই। আমি ছায়া মাত্র, ছায়া কায়ার অনুগমন করিয়া থাকে, যাঁহার সুখে সুখিনী ও যাঁহার প্রণয়ে প্রণয়িনী ছিলাম, তিনি যখন দেহত্যাগ করিলেন তখন আমার আর এ অসার দেহ রাখিবার প্রয়োজন নাই। আশীর্ব্বাদ করিতেছি তোমার মনোভিলাষ পূর্ণ হউক—আমার জ্ঞানচন্দ্র তোমার আজ্ঞাকারী ভৃত্য হউক। আমার জ্ঞানকে কনিষ্ঠ ভ্রাতার ন্যায় ভাল বাসিবে এবং আপন আত্মা হইতে অভেদ জ্ঞান করিবে। তাহা হইলেই তোমাদের দ্বারা

জগতের মহোপকার সাধিত হইবে এবং অন্তিমে তোমাদের সদগতিলাভ হইবে।

তাঁহার এরূপ অচিন্তনীয় অসম্ভবনীয় বচনাবলী শ্রবণ করিয়া আমি নির্ব্বাক্ ও স্তম্ভিত হইলাম। আমায় ঈদৃশ-ভাবাপন্ন দেখিয়া তিনি সস্নেহে বলিলেন বৎস! তুমি আমা-দিগের গূঢ় বিষয় অবগত নহ বলিয়াই বিস্ময়াবিষ্ট হইয়াছ। বুদ্ধিমান পুত্রের নিকট পিতামাতার কোন বিষয় গোপনীয় রাখা উচিত নহে। আমি আদ্যোপান্ত বলিতেছি তুমি চিত্ত সংযত কর।

"আমি রাজকন্যা,—নাম সুমতি। আমার পিতার নাম রাজা "অজ্ঞানচন্দ্র" জাতিতে চণ্ডাল। তিনি যে রাজ্যের অধিপতি তাহা চণ্ডাল রাজ্য। পিতার ভ্রম নামা এক মন্ত্রী আছেন। তিনি উঁহার দক্ষিণ হস্তস্বরূপ। তাঁহার পরামর্শানুসারে রাজ্যের সমস্ত কার্য্যই হইয়া থাকে। এতদ্ভিন্ন বিলাস, কুকর্ম্ম, দ্বেষ, অসৌহৃদ্য, অনার্জ্জব প্রভৃতি পারিষদবর্গ ও উপদ্রব, অত্যাচার, অন্যায়, উৎপীড়ন প্রভৃতি সৈন্যগণ আছেন। পিতার অধীনস্থ রাজগণের মধ্যে কাম, ক্রোধ, লোভ, মোহ, মদ, মাৎসর্য্য ইঁহারাই সমধিক প্রতিষ্ঠা সম্পন্ন।

আমার মাতার নাম দুর্ব্বলতা, তিনি পিতার একান্ত অনুগতা। পিতার কোন কার্য্যে বিভিন্নমত প্রকাশ বা তাঁহার বাক্যের প্রতিবাদ করেন না। পিতা যাহা করেন, তিনি তাহাই সুখকর মনে করেন। পিতা তাঁহাকে তদনুরূপ স্নেহ ও যত্ন করেন। হিংসা, কুৎসা, ঘৃণা, কুটিলতা, পরশ্রীকাতরতা তাঁহার পরিচারিকা।

একদা মন্ত্রণাগৃহে বসিয়া মন্ত্রী ভ্রম পিতাকে কহিতেছেন, মহারাজ! একণে আপনার ন্যায় দুর্দ্দান্ত ও প্রতাপশালী রাজা আর দ্বিতীয় নাই বলিলেই হয়। কিন্তু আপনার রাজ্যের অনতিদূরে "মহারাজা সত্যচন্দ্র" নামা অতি তেজস্বী সুধীর নরপতি আছেন, আমি অনুসন্ধান দ্বারা জানিয়াছি—প্রজারা সম্মুখে আপনার সমুচিত প্রশংসা করিয়া থাকে, কিন্তু তাহারা সচরাচর কহিয়া থাকে এ রাজ্যে বাস করিয়া আমরা সুখী নহি—অভাব, শোক, তাপ, সন্দেহ, ক্ষুণ্ণতা সর্ব্বদা ভোগ করিতে হয়। যাঁহারা সত্যরাজ্যে বাস করেন, তাঁহারা কেমন সন্তুষ্টচিত্ত! কোন যন্ত্রণাই তাঁহাদের ভোগ করিতে হয় না। তজ্জন্য বলিতেছি আপনার রাজ্যের কণ্টকস্বরূপ মহারাজা সত্যকে পরাজিত করিয়া তাঁহার রাজ্য আপনার রাজ্যভুক্ত করিয়া লউন।

পিতা কহিলেন সত্যের মন্ত্রী কে? পারিষদবর্গ কাহারা এবং সৈনাধ্যক্ষই বা কে? মন্ত্রী করযোড়ে বলিলেন, রাজন্! মহারাজা সত্যের মন্ত্রীর নাম "বিনয়"। সৌজন্য, শিষ্টাচার, পরোপকার, পরদুঃখবিমোচন, আত্মোৎসর্গ প্রভৃতি ইঁহার পারিষদবর্গ আর "সামঞ্জস্য" সেনানায়ক। তিনি যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইবেন না, কেননা তিনি জীবহিংসায় বিরত। আমরা সসৈন্যে উপস্থিত হইয়া যুদ্ধার্থে তাঁহাকে আহ্বান করিলে তিনি আত্ম-সমর্পণ করিবেন।

মন্ত্রীর পরামর্শ পিতা অনুমোদন করিলেন, এইরূপে সত্যকে স্বজনবর্গ—প্রমত্তব্যাহারে কারারুদ্ধ করিয়া তদীয় পত্নী সরলতা ও তাঁহার দয়া, মায়া, শ্রদ্ধা, ভক্তি, পরিচারিকাদিগকে অন্তঃপুরে আমার মাতার সেবিকারূপে নিযুক্ত করা হইল। সত্যের

একমাত্র পুত্র "বিবেক" অল্পবয়স্কবশতঃ তাঁহার মাতার নিকটেই রহিলেন।

বৎস! তুমি যাঁহাকে স্কন্ধে করিয়া এই শ্মশানভূমিতে আসিয়াছ, যাঁহাকে আমি জন্মের মত জীবন্ত সমর্পণ করিয়াছি, এক্ষণে পদপ্রান্তে বসিয়া যাঁহার মূর্ত্তি ধ্যান করিতেছি, সেই মহাপুরুষই ইনি সত্যপুত্র বিবেক। যাহা হউক বিবেক অন্তঃপুরেই প্রতিপালিত হইতে লাগিলেন। ক্রমে তাঁহার বয়োবৃদ্ধি হইতে লাগিল, আমি অষ্টম বর্ষে পদার্পণ করিলে পিতা আমার পাঠের জন্য এক শিক্ষয়িত্রী নিযুক্ত করিলেন। আমি ও বিবেক উভয়ে তাঁহার নিকট পাঠাভ্যাস করিতে লাগিলাম, আমাদের একত্র ক্রীড়ন, ভোজন, শয়ন ও পঠনে অত্যন্ত প্রণয় জন্মিয়াছিল। বাল্যসখ্যতানিবন্ধন আমরা পরস্পর বিচ্ছেদ যাতনা সহ্য করিতে পারিতাম না।

আমার চতুর্দ্দশ বর্ষ বয়ঃক্রম হইলে পিতা মাতা বিবাহের জন্য উৎকণ্ঠিত হইলেন। রাজাদিগের চিরপ্রচলিত নিয়মানুসারে স্বয়ম্বরের উদ্যোগ হইল। জ্যোতিষীদিগের গণনায় শুভলগ্ন স্থির হইলে পিতা চতুর্দ্দিকস্থ নৃপতিবর্গকে নিমন্ত্রণ পত্র এবং স্বীয় রাজ্যমধ্যে বিবাহ দিবস নির্দ্দিষ্ট করিয়া ঘোষণা করিয়া দিলেন।

সময় কাহারও হাত ধরা নয়। ক্রমে শুভ পরিণয় দিবস আসিয়া উপস্থিত হইল। দিগ্‌দিগন্তর হইতে রাজগণ আসিয়া সমবেত হইতে লাগিলেন, আর চারিদিক হইতে সাধারণ লোকে নগর পরিপূর্ণ হইয়া গেল। কলরবে কেহ কাহারও কথা বুঝিতে পারে না। বিবাহোপলক্ষে দ্রব্য সামগ্রীরও

যথেষ্ট আয়োজন হইয়াছিল। কোন দ্রব্যেরই অভাব ছিল না, সকলেই নিজ নিজ কার্য্যে ব্যস্ত। স্বয়ম্বরসভা প্রস্তুত হইলে রাজগণ একে একে আসিয়া স্ব স্ব আসন অধিকার করিলেন। অপরাপর নিমন্ত্রিত ব্যক্তিগণ ও সাধারণ প্রজাবর্গ উক্ত রাজগণকে বেষ্টন করিয়া সভামধ্যে উপবিষ্ট হইলেন। তৎকালীন সভার শোভা দেখিয়া বোধ হইতে লাগিল, যেন নীল নভোস্থলে অসংখ্য তারকারাজি অথবা জলাশয়ের নীল জলে রক্ত পদ্ম ফুটিয়াছে।

সভাস্থল নিস্তব্ধ; একটি মক্ষিকারও শব্দ শুনা যাইতেছে না। সভাস্থলে আমাকে আনয়ন করিবার জন্য অন্তঃপুরে সংবাদ গেল। আমি বিবাহোচিত রাজ বেশ-ভূষায় সজ্জিত হইয়া লজ্জা * ও বুদ্ধি নাম্নী দুইটি সখী সমভিব্যাহারে স্বয়ম্বর সভায় উপস্থিত হইলাম। সভান্তরণে আমার পদ-বিক্ষেপে রাজগণের মুখ-কমল প্রফুল্ল হইল ও সভাস্থ ব্যক্তিগণ উৎসুক-চিত্ত হইলেন। লজ্জা নাম্নী সখী পথ প্রদর্শক হইয়া আমার অগ্রে অগ্রে গমন করিতে লাগিলেন, আর বুদ্ধি রাজগণের প্রত্যেকের নাম, ধাম, রীতি, চরিত্র ইত্যাদি পরিচয় দিতে লাগিলেন।

অনন্তর কাম, ক্রোধ, লোভ, মোহ, মদ, মাৎসর্য্য, দ্বেষ, অহঙ্কার প্রভৃতি রাজগণের প্রত্যেকের পরিচয় দিয়া বুদ্ধি আমাকে কহিলেন, সখি! এ সভায় তোমার উপযুক্ত পতি দেখিতে পাইতেছি না, মায়া কি কখন নিষ্ঠুরের ভার্য্যা হইতে

---

* দয়া, মায়া, শ্রদ্ধা, ভক্তি, সরলতা, শিষ্টতা, ধীরতা প্রভৃত উৎকর্ষগুলির সমষ্টি।

পারে? দয়া কি কখন স্বার্থপরের পরিণীতা হইতে পারে? ভক্তি কি কখন অপ্রেমিকের সহধর্ম্মিণী হইতে পারে! ঐ যে সভার এক পার্শ্বে উপবিষ্ট তোমার বাল্যসহচর বিবেক তোমার প্রতি সতৃষ্ণনয়নে চাহিয়া আছেন—যাঁহার গলদেশে বৈরাগ্যমাল্য শোভা পাইতেছে—যাহাকে তুমি প্রাণের সহিত ভালবাসিয়াছ—তিনিই তোমার জীবন-সহচর হইবার একমাত্র উপযুক্ত পাত্র।

লজ্জা কহিলেন, ভাবিছ কি সখি! বুদ্ধি যাহা বলিলেন তাহা যথার্থ। বিবেক ব্যতীত সুমতি কি কাম, ক্রোধ, লোভ প্রভৃতি রিপুগণের বশীভূতা হইতে পারেন? এস সখি! আমার সঙ্গে এস, বিবেকের গলায় মাল্য দিয়া জীবন চরিতার্থ কর। আমাদিগের মনোভিলাষ পূর্ণ হউক।

আমি তাঁহাদিগকে সঙ্গিনী করিয়া সভার যে স্থান বিবেক পবিত্র করিতেছিলেন, সেই দিকাভিমুখে গমন করিতে লাগিলাম। রাজগণকে অতিক্রম করাতে সভাস্থ সকলে বিস্ময়ান্বিত হইলেন এবং মনে মনে নানা সন্দেহ ও আশঙ্কা করিতে লাগিলেন। আমি বিবেকের গলদেশে বরমাল্য প্রদান করিলে তিনি তাঁহার গলদেশস্থ বৈরাগ্য মাল্য দ্বারা আমার কণ্ঠদেশ সুশোভিত করিয়া দিলেন। এই সময় সভামধ্যে মহা হুলস্থূল পড়িয়া গেল। রাজগণ উন্মত্তের ন্যায় আমাদের প্রতি ধাবমান হইলেন।

পিতা এরূপ অচিন্তনীয় ব্যাপার দর্শন করিয়া বিস্মিত ও বিকলচিত্ত হইয়া আমাকে ভর্ৎসনা করিতে লাগিলেন। "পাপিয়সি! তুই আমার কন্যা হইয়া আমার শত্রু পুত্রের গলায়

মাল্য দিয়া রাজকুলে কলঙ্ক দিলি! আমি দুগ্ধ দিয়া কাল সর্পিণীকে পালন করিয়াছি! তুই আমার একমাত্র কন্যা, ভাবিয়াছিলাম, উপযুক্ত পাত্রে সমর্পণ করিতে পারিলে সুখী হইব, তুই সে সুখের কণ্টক হইলি? এই সকল প্রধান প্রধান রাজগুণ উপস্থিত থাকিতে মদয়ে পালিত নিরাশ্রয় বিবেককে পতিত্বে বরণ করিলি! ধিক্ তোকে? কেন তোর নাম "সুমতি" রাখিয়াছিলাম। যদ্যপি আমি অপুত্রক হইতাম তাহা হইলে এত অপমান, এত লাঞ্ছনা, ভোগ করিতে হইতনা। আমি তোর মুখ দর্শন করিতে ইচ্ছা করি না, আমার সম্মুখ হইতে দূরীভূতা হও।

আমার প্রতি পিতার ক্রোধ ও রাজগণের উন্মত্তভাব দেখিয়া বুদ্ধি আমাকে কহিলেন সখি? সর্ব্বনাশ উপস্থিত। এখন তোমাদের উভয়ের আত্মরক্ষা করা কঠিন। আমার পরামর্শ শুন এখান হইতে অন্তর্হিতা হও। আমি বসন ভূষণ বুদ্ধির হস্তে সমর্পণ করিয়া বিবেককে কহিলাম নাথ? আসুন আমরা এ স্থান হইতে অন্তর্দ্ধান হই—নতুবা আমাদের প্রাণ-রক্ষা করা ভার হইবে।

বৎস! যে অরণ্যে তুমি উপস্থিত হইয়া আমাদের কুটীরে আশ্রয় লইয়াছিলে—উহা ধর্ম্মারণ্য; আর ঐ কুটীর ধার্ম্মিক দিগের শরীর। আমরা পাপপুরী পরিত্যাগ করিয়া উক্ত অরণ্যে কুটীরমধ্যে মনের সুখে বাস করিতে লাগিলাম। কিয়ৎকাল পরে (জ্ঞানচন্দ্রের মুখ চুম্বন করিয়া) এই পুত্র রত্ন জন্মিল। এক্ষণে আমার যে দশা উপস্থিত তাহা তুমি জানিতে পারিতেছ।

হায়! এ সময় আমার সখীরা কোথায়! তাহারা আমার জীবন সহচরী তাহাদের মুখ দেখিয়া সুখে মরিতে পারিতাম।

তৎক্ষণাৎ লজ্জা ও বুদ্ধি আবির্ভূতা হইয়া তাঁহাকে কহিলেন সখি! এতদিনের পর কি এ অভাগিনীদের মনে পড়িয়াছে। একি! তোমার জীবনকান্ত ধরাশয্যায় শায়িত কেন? তিনি কি দেহত্যাগ করিয়াছেন—আমাদিগকে পরিত্যাগ করিয়া চলিয়াগিয়াছেন? তবে আমরা কি জন্য দেহভার বহন করিব। সুমতি তাঁহাদিগকে জিজ্ঞাসা করিলেন, তোমরা এতদিন কোথায় ছিলে, তাঁহারা কহিলেন স্বয়ম্বরের পর তুমি বসন ভূষণ আমাদের হস্তে সমর্পন করিয়া অদৃশ্য হইলে আমরা অলক্ষিতভাবে তোমার হৃদয় মধ্যে বাস করিতে লাগিলাম। এতদিন তুমি আমাদের স্মরণ কর নাই এবং আমাদেরও তোমার সহিত সাক্ষাৎ করিবার আবশ্যক হয় নাই। এস সখি! বসন ভূষণে তোমাকে সাজাইয়া জনমের সাধ পূর্ণ করি।

অনন্তর তিনি জ্ঞানচন্দ্রকে আমার হস্তে সমর্পন করিয়া কহিলেন পুত্র! জ্ঞানকে অবলম্বন করিয়া পিতার কঠিন হস্ত হইতে আমার শ্বশুরকুল উদ্ধার করিবে। আমার পিতা মাতাকে কহিবে যে, তাঁহাদের সুমতি পতি সহগামিনী হইয়াছেন একণে আমরা চলিলাম।

তখন লজ্জা ও বুদ্ধি তাঁহাকে বলিলেন সখি! আমাদিগকে কাহার নিকট রাখিয়া গেলে? তুমি ব্যতীত আমরা আর কাহারও আশ্রয়ে বাস করিব না, আমরা তোমার অনুগমন করিব। এই বলিয়া তাঁহারা সকলে চিতাশায়ী হইলেন। চিতা ধূ ধূ করিয়া জ্বলিতে লাগিল। অগ্নিস্ফুলিঙ্গ সকল যেন

স্তম্ভাকার ধারণ করিয়া গগণদেশ পর্য্যন্ত উত্থিত হইল। বিবেক কল্প বৃক্ষে যে জ্ঞানফল জন্মিয়াছিল—সুমতি প্রদত্ত সেই ফল প্রাপ্ত হইয়া মহানন্দে বাটীতে প্রত্যাগমন করিলাম।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ।

গতরাত্রে আমি বাটী না যাওয়াতে সকলে উৎকণ্ঠিত হইয়াছিলেন। বাটীতে পদার্পণ করিবামাত্র মামা মামীরা আমার বিষয় জিজ্ঞাসা করিতে লাগিলেন। গত রজনীতে যাহা যাহা ঘটিয়াছিল তাঁহাদিগের নিকট যথাযথ বর্ণনা করিলাম। তাঁহারা শুনিয়া বিস্মিত ও স্তম্ভিত হইলেন এবং আমার "বায়ুরোগ হইয়াছে" স্থির করিয়া ওঝা ও চিকিৎসক আনাইতে লোক পাঠাইলেন। আমার পিতার নিকট লোক প্রেরিত হইল। ওঝাদিগের মধ্যে কেহ বলিলেন যেরূপ শুনিতেছি—তাহাতে অনুমান হয় ইহাকে পেত্নী আশ্রয় করিয়াছে। কারণ, ইহার নবীন বয়স, সুন্দর গঠন; এরূপ বয়সে রাত্রিতে মাঠে, ঘাটে বিপাকে পড়িলে উপদেবতা আশ্রয় করা অসম্ভব নহে। কেহ বলিলেন অমুক মাঠে একটী অতি পুরাতন অশ্বথ বৃক্ষ আছে, তথায় এক ব্রহ্মদৈত্য বাস করেন। বোধ হয়, তিনি আশ্রয় করিয়া থাকিবেন, কেননা ইহার মুখে জ্ঞানের কথা শুনিতেছি। এইরূপ নানাজনে নানাকথা বলিতে লাগিল চিকিৎসকেরা উপদেবতা স্বীকার করেন না। তাঁহারা আমার আপাদমস্তক নিরীক্ষণ করিয়া ও নাড়ী টিপিয়া বলিলেন—অন্য কিছুই নহে, ইহা চিন্তার কার্য্য। চিন্তাশীল ব্যক্তিদিগের

প্রায় এরূপ হইয়া থাকে। সংচিন্তা হইতে সত্য, জ্ঞান উৎপত্তি হয়। সত্য জ্ঞানের কল্পনানাম্নী এক শক্তি আছেন; চিন্তাশীল ব্যক্তিরা উহা প্রকাশিত করিতে কুণ্ঠিত হয়েন না। সাধারণের বোধগম্য নহে বলিয়া উপহাসাস্পদ হইতে হয়।

তাঁহারা আরও বলিলেন ইঁহাকে কেহ ব্যস্ত করিবেন না, ব্যস্ত করিলে অন্তঃকরণ উত্ত্যক্ত হয়, ইহাতে চিন্তার ব্যাঘাত ঘটে। চিন্তার ব্যাঘাত ঘটিলে গ্লানি জন্মে, গ্লানিতে স্বাস্থ্য ভঙ্গ হয়। স্বাস্থ্যভঙ্গ হইলে মৃত্যু ঘটে। এই বলিয়া তাঁহারা স্ব স্ব স্থানে প্রস্থান করিলেন।

আমার অসুস্থ সংবাদ নায়েব মহাশয়ের নিকট পৌঁছিল। আমি নিয়মিত সময়ে আহারাদি সমাপন পূর্ব্বক চিন্তা সখীকে সঙ্গিনী করিয়া বিশ্রাম সুখলাভ করিতে লাগিলাম। ক্রমে রজনী আইল। গভীর চিন্তা বশতঃ নিদ্রা হইল না। সুশীতল সমীরণ সেবনে দেহ, মন স্নিগ্ধ হইলে নিদ্রা যাইলাম। নিদ্রিতাবস্থায় স্বপ্নে দেখিলাম—যেন আমার মাতা আসিয়া আমাকে বলিতেছেন, বাছা! আজি কত দিন তোর চাঁদমুখ দেখি নাই। কেমন আছিস্ বাপ্? ভাল আছিস্ ত? না, সংসার মায়াজালে জড়িত হইয়া আমাকে কষ্ট দিতেছিস! আমার চক্ষু দিয়া দর দর করিয়া জল পড়িতে লাগিল। আমি তাঁহার চরণে সাষ্টাঙ্গ প্রণাম করিয়া কহিলাম, মা? এত দিন কোথায় ছিলি গো? তুই যে অনেক দিন আমাদের পরিত্যাগ করিয়া গিয়াছিস। হতভাগ্য সন্তানের প্রতি কি এত দিনের পর দয়া হইল!

দেখিলাম, মা নাই—মাতা সুমতি সাষ্টাঙ্গে প্রণাম করিয়া

তাহাকে কহিলাম, মাগো! আমার গর্ভধারিণী মাতা কোথায় গেলেন? তিনি কহিলেন বাছারে! তিনিইত আমি। আমার স্নেহের পুতলি; নয়নতারা! আমি যেখানে আছি—যাইবি বাপ্?' আমি বলিলাম, না মা, এখন আমি যাইব না, আমার বৃদ্ধ পিতা আছেন—আমি তাঁহার জ্যেষ্ঠ পুত্র। এতদ্ব্যতীত আমার কনিষ্ঠ ভ্রাতা ও ভগ্নি আছে; তাঁহাদের এরূপ অবস্থায় রাখিয়া, কেমন করিয়া যাইব মা?

দেখিলাম, মাতা 'সুমতি নাই'—মহিষমর্দ্দিনী সিংহবাহিনী দশভূজা মূর্ত্তি। দুর্গা মূর্ত্তি দেখিয়া সাষ্টাঙ্গে প্রণাম করিয়া বলিলাম মাতঃ দুর্গতি নাশিনী দুর্গে! 'এ অধমের প্রতি কি এত দিনের পর সদয়া হইলে? মাতা সুমতি কোথায় গেলেন মা! তিনি কহিলেন বৎস! আমিই সমস্ত। আমিই তোমার গর্ভধারিণী—আমিই তোমার সুমতি মাতা এই ব্রহ্মাণ্ড আমা হইতে উৎপন্ন হইয়াছে এবং আমাতেই লয় পাইবে। আমি পরম পুরুষে লীন হইবে। আমি সেই অনন্ত, অক্ষয়, অব্যয় পুরুষের শক্তি—প্রকৃতি। তোমরা যাহাকে আদ্যাশক্তি বলিয়া অর্চ্চনা কর—আমি সেই ব্রহ্মাণ্ড প্রসবিনী-আদ্যাশক্তি প্রকৃতি। আমি ব্রহ্মা, বিষ্ণু, মহেশ্বরকে প্রসব করিয়াছি পুনরায় আমিই মহেশ্বরকে পতিত্বে বরণ করিয়া তোমাদিগের নিকট আদ্যাশক্তি নাম ধারণ করিয়াছি।

এস, বৎস! আমার সঙ্গে আইস। তোমাকে আমার ও পরম পুরুষের (প্রকৃতি ও ব্রহ্ম) তত্ত্বজ্ঞান দিব। আমি কোকনদ বিনিন্দিত রাঙ্গা চরণে পতিত হইয়া কাঁদিতে কাঁদিতে কৃতাঞ্জলিপুটে বলিলাম, মাতঃ কৈবল্যদায়িনী, দয়াময়ী দুর্গে!

এখন ক্ষমা কর মা? যদি এ দীনের প্রতি দয়া করিয়াছেন— এই আশীর্ব্বাদ করুন যেন ধ্যান করিলে আপনার বিরিঞ্চি-বাঞ্ছিত, শিবসেবিত অভয় চরণ দেখিতে পাই। তিনি "তথাস্তু" বলিয়া অন্তর্দ্ধান হইলেন।

তৃতীয় অধ্যায়।

প্রেম বা ভক্তিতত্ত্ব।

কঠিন পীড়া হইতে আরোগ্যলাভ করিলে পীড়িত ব্যক্তির হৃদয়ে যেমন প্রভূত আনন্দোদ্রেক হয়; দুস্তর মরুভূমি অতি-ক্রম কালে মেঘোদয় দর্শনে পথিক যেরূপ আনন্দানুভব করে; বিদেশস্থ পুত্রের আগমন সংবাদে মাতার অন্তঃকরণ যেরূপ হর্ষিত হয়; পতির সম্মিলনে সতীর চিত্ত যে রূপ পুলকিত হয়; কঠোর শীতাবসানে দক্ষিণ বায়ু বহিলে জীবগণ যেরূপ প্রফুল্লিত হয়; তাঁহার শ্রীমুখ হইতে জ্ঞানতত্ত্ব কাহিনী—শ্রবণ করিয়া আমার হৃদয় তদ্রূপ পুলকিত হইল।

এখন দুরন্ত শীতের প্রভাব দূর হইয়াছে। দক্ষিণ বাতাস পুষ্পের সুগন্ধ হরণ করিয়া, বৃক্ষপত্র কাঁপাইয়া ধীরে ধীরে বহিতে আরম্ভ হইয়াছে। বৃক্ষলতাদি উদ্ভিদ সকল এতদিন শীতের কঠোর শাসনে ম্রিয়মান হইয়াছিল এখন নবজীবন লাভ করিয়া নব পুষ্প ও ফল দ্বারা কৃতজ্ঞতা সহকারে বসন্ত রাজার পূজা করিতে লাগিল। পক্ষীগণ যেন সুললিত স্বরে "মহারাজের জয় হউক, মহারাজ! চিরজীবী হউন" বলিয়া মনের আনন্দে

রাজার গুণকীর্ত্তন ও জয়ঘোষণা করিতে লাগিল। এতদ্ভিন্ন সকল প্রাণীই বসন্ত আগমনে বিপুল হর্ষ লাভ করিয়া আপন আপন অভিলষিত কার্য্যে (দ্বিগুণ উৎসাহ ও বলের সহিত) প্রবৃত্ত হইল। জলাশয় সকল কঠোর শৈত পরিত্যাগ করিয়া স্নিগ্ধভাব ধারণ করিল। দিবাভাগ বর্দ্ধিত ও রাত্রিভাগ হ্রাসযুক্ত হইতে লাগিল। চন্দ্রদেব এতদিন আপনার সুধা বৃথা ব্যয় করিয়াছেন এখন তাঁহার গৌরব বৃদ্ধি হইল। স্বভাব সুন্দরী নব নায়কের মন ভুলাইতে নানা সাজে সজ্জিত হইয়া জগদস্থ জীবের হৃদয়ে আনন্দবারি দান করিতে লাগিলেন।

অনন্তর তিনি কহিলেন "বস্তুত প্রকৃতির কি রমনীয় শোভা। যে দিকে দৃষ্টিপাত করা যায় সেই দিকেই বিশ্বপাতার বিশ্বরাজ্যের বিচিত্র কৌশল দেখিয়া মন আনন্দ রসে অভিষিক্ত ও নয়ন চরিতার্থ হয়। মনে এক অনির্ব্বচনীয় ভাবের উদয় হয়। চিন্তা, শোক, তাপ, অভাব কিছুই থাকে না, কোথায় আছি অনুভব করিতে পারা যায় না; উদ্দেশ্য কি ভুলিয়া যাওয়া যায়; শরীরে তাড়িতবেগ প্রবল হয়, নদীর কল কল শব্দ বায়ুর শন্ শন্ শব্দ, মেঘের গুড় গুড় শব্দ বৃক্ষপত্রের শর শর শব্দ ও পতিত শুষ্ক পত্রের খস্ খস্ শব্দ ইহারা এক একটী আনন্দের প্রস্রবণ স্বরূপ। ভাবুক ব্যক্তিরাই ইহার যথার্থ মর্ম্ম গ্রহণ করিতে সক্ষম, মেঘোদয়ে ময়ূর ময়ূরীর পেকম ধরিয়া নৃত্য কি সুন্দর দৃশ্য! মেঘমালায় বিদ্যুৎ প্রকাশ—কি আশ্চর্য্য ব্যাপার! এই যে মৃদু মন্দ বাতাস বহিতেছিল ইহার মধ্যে কি কারণে উহা প্রবল হইয়া বৃক্ষ লতাদি উৎপাটন; মনুষ্যের বাসগৃহ ভগ্ন; এবং স্থলচর, জলচর ও খেচর প্রাণীদিগের আর্ত্ত-

নাদে জগৎ মাতাইতেছে। এই ত দিবাকর মনের সাধে আপন রশ্মি বিতরণ করিতেছিলেন অকস্মাৎ কোথা হইতে কতকগুলি ধূম্রবর্ণ প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড চাপ আসিয়া তাঁহাকে আচ্ছাদিত করিল। জগৎ অন্ধকার হইল আর কিছু দেখা যায় না। অল্পক্ষণ পরে চাহিয়া দেখি—ঐ—ধূম্রবর্ণ চাপ গুলি জল হইয়া সহস্র ধারায় পৃথিবীতে পড়িতেছে। ক্রমে আকাশ পরিষ্কার হইল। সূর্য্যদেব লজ্জিতভাবে পুনরায় দেখা দিলেন। ওকি! ঐ যে সূর্য্যের বিপরীতভাগে নানা বর্ণের চিত্রিত, ধনুর ন্যায় বক্র কি এক খান দেখা দিল। ইহাত আমি কিছুই বুঝিতে পারিলাম না। এই যে রাত্রিকালে মস্তকের উপরিভাগে নীলগগনে অসংখ্য জ্যোতির্ম্ময় হীরকখণ্ডের মত ঝক্ ঝক্ করিতেছে উহারা কি? কোথা হইতে আসিল, ঐ স্থানে ওরূপ ভাবে থাকিবার আবশ্যকতা কি? ও আবার কি? উল্কাপাত! ওহো! জগৎপাতা জগদীশ্বরের এ সকল গূঢ় রহস্য আমার মত অজ্ঞ ব্যক্তির বুঝিবার সামর্থ্য নাই।

হে দেব! হে পিতঃ! হে করুণাময়! আমি অজ্ঞান, মূঢ়, কেমন করিয়া তোমার অপার মহিমা বুঝিতে সক্ষম হইব। দয়াময়! তবে যদি তোমার অজ্ঞান সন্তানে কণামাত্র অনুগ্রহ প্রদান কর, তাহা হইলে তোমার অধম সন্তান কৃতার্থ হইয়া যায়। নাথ! তুমি যাহাদের প্রতি সদয় তাহারাই জগতে বিদ্বান, যশস্বী ও জ্ঞানী; তোমার তত্ত্ব অবগত হইয়া তোমার মহিমা প্রচার দ্বারা জনসমাজে "ভাবুক" খ্যাতি প্রাপ্ত হয়। তাহাদের জীবন ধন্য! তাহাদের কার্য্য ধন্য! তাহারা তোমার অনন্ত কার্য্য পর্য্যালোচনাপূর্ব্বক অন্তঃকরণে স্বর্গীয়

সুখ অনুভব করে। জগতে তাহারাই প্রকৃত জ্ঞানী ও সুখী, তাহারা অসার সংসার সুখে লিপ্ত হইতে ইচ্ছা করে না। তাহারা সূক্ষ্মদর্শী, জগতস্থ প্রত্যেক বস্তু হইতে জ্ঞান দণ্ড দ্বারা শান্তি সুধা মন্থন পূর্ব্বক আপনারা পান করে ও সানন্দিত চিত্তে সাধারণকে বিতরণ করে। তাহারা সরল, সত্যবাদী, জিতেন্দ্রিয়, বিনয়ী, সকল সদ্গুণের আকর, হিংসা, দ্বেষ, পরচর্চ্চা প্রভৃতি কুপ্রবৃত্তি গুলি তাহাদের হৃদয়ে স্থান পায় না! তাহারা স্বর্গীয় পুরুষ; জ্ঞান শিক্ষা দিবার জন্যই যেন মানবরূপে জগতে জন্মগ্রহণ করিয়াছে। জগৎ তাঁহাদিগের নিকট চিরঋণী"। তাঁহার কথা শেষ হইলে আমি বিনীত ভাবে জিজ্ঞাসা করিলাম, দেব! আপনি এই মাত্র কহিলেন যে ভাবুক ব্যক্তিরা সংসারে লিপ্ত থাকিতে ইচ্ছা করেন না—ইহার কারণ কি? সংসারে লিপ্ত থাকিয়া কি প্রকৃত ভাবুক হওয়া যায় না? ইহাতে আমার বিষম সংশয় উপস্থিত হইয়াছে। তিনি ঈষৎ হাসিয়া উত্তর করিলেন, বৎস! তোমার অল্প বয়সে যে বুদ্ধির এত প্রাখর্য্য হইয়াছে ইহাতে আমি অত্যন্ত সুখী হইলাম এবং তুমি যে প্রশ্ন করিয়াছ তাহা জিজ্ঞাস্য বিষয় বটে। আমি বিশেষরূপে কহিতেছি শ্রবণ কর।

প্রথমতঃ দেখিতে হইবে "ভাবুক" শব্দের অর্থ কি, যাহারা কোন বিষয়ের ভাব গ্রহণ করিতে সমর্থ হয় বা চেষ্টা করে তাহাদিগকে ভাবুক বলে। জ্ঞান ব্যতিরেকে কোন বিষয়ের সম্যক মর্ম্ম বুঝিতে পারা যায় না। জ্ঞান কাহাকে বলে? কোন বিষয়ের পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে তত্ত্ব অবগত হওয়ার নাম জ্ঞান, তাহা হইলে এ স্থলে ভাবুক শব্দের অর্থ জ্ঞানী বুঝাইল।

ক্রিয়াভেদে জ্ঞান চারি প্রকার—পঠিত জ্ঞান, সাংসারিক জ্ঞান, প্রাকৃতিক জ্ঞান, আত্মজ্ঞান বা ব্রহ্মজ্ঞান। আমাদিগের আর্য্য ঋষিরা যে চতুর্ব্বিধ আশ্রমের উল্লেখ করিয়াছেন তাহার উদ্দেশ্য—চারি আশ্রমে থাকিয়া চতুর্ব্বিধ জ্ঞানোপার্জ্জন পূর্ব্বক আত্মোন্নতি ও আত্মসুখ লাভ। পূর্ণ জ্ঞানী না হইলে প্রকৃত সুখী হওয়া যায় না। জগতে সকলেই শান্তির জন্য লালায়িত; কিন্তু জ্ঞানের জন্য কয় জন লালায়িত হন? জ্ঞান যে শান্তির মূল ভিত্তি বোধ হয়, ইহা সকলেই অজ্ঞাত আছেন।

প্রথমতঃ, ব্রহ্মচর্য্যাশ্রমে থাকিয়া ঋষিদিগের নিদর্শিত গ্রন্থ সকল (যাহাতে গার্হস্থ্য তত্ত্ব, প্রকৃতি তত্ত্ব, আত্মতত্ত্ব বা ব্রহ্মতত্ত্ব এই ত্রিবিধ জ্ঞানের উক্তি সন্নিবেশিত আছে) গুরু সন্নিধানে পাঠ করিয়া যে জ্ঞান লাভ হয় তাহাকে পঠিত জ্ঞান কহে।

দ্বিতীয়তঃ, বিবাহ করিয়া সংসারাশ্রমে গার্হস্থ্যতত্ত্ব জ্ঞান লাভ করাকে সাংসারিক জ্ঞান কহে। অর্থাৎ কি উপায়ে গৃহস্থাশ্রমে সুখী হওয়া যায়—সংসারের সুশৃঙ্খলতা সাধন, সুনিয়মে পরিবার প্রতিপালন, সহানুভূতি, একতা, একাগ্রতা ধৈর্য্য, দয়া, মায়া, পরোপকার, (হিংসা, দ্বেষ, ক্রোধ প্রভৃতি কুপ্রবৃত্তিগুলির পরিবর্জ্জন) শ্রদ্ধা, ভক্তি, স্নেহ, প্রণয়, সদুপদেশ এই গুলির সম্যক্ আলোচনা পূর্ব্বক সংসারযাত্রা নির্ব্বাহ করিলে সংসারে সুখের পথ পরিষ্কার হয় এবং প্রকৃষ্টরূপ জ্ঞানার্জ্জন হয়।

তৃতীয়তঃ, সংসারাশ্রম পরিত্যাগ পূর্ব্বক বানপ্রস্থাশ্রমে প্রকৃতি তত্ত্ব অবগত হওয়ার নাম প্রাকৃতিক জ্ঞান। গিরি, নদী হ্রদ প্রভৃতির উৎপত্তি নিরাকরণ; চন্দ্র, সূর্য্য প্রভৃতির গতিবিধি

স্থিরীকরণ, জোয়ার ভাঁটার কারণ কি; গ্রহণ হয় কেন; বাষ্প, মেঘ, জল, কুজ্ঝটিকা কিরূপে উৎপন্ন হয় এই সকলের কারণ অনুসন্ধানে প্রাকৃতিক জ্ঞান জন্মে।

চতুর্থতঃ, সন্ন্যাসাশ্রমে আত্মতত্ত্ব বা ব্রহ্মতত্ত্ব জ্ঞান হয়। অর্থাৎ আমি কে, কোথা হইতে আসিয়াছি, আমার জীবনান্তে কোথায় যাইব। আমি কেন আসিয়াছি, কে আমাকে পাঠাইয়াছেন, তাঁহার উদ্দেশ্য কি এইরূপ আপনার বিষয় পর্য্যালোচনায় যে জ্ঞান—তাহা আত্মজ্ঞান। ব্রহ্ম কি পদার্থ! তিনি কি এই জগৎ এবং জগদস্থ সমস্ত বস্তুর সৃষ্টি করিয়াছেন! এরূপ সৃষ্টির উদ্দেশ্য কি! তিনি কোথায়! তিনি সাকার কি নিরাকার! তিনি নাকি জীবের মুক্তিদাতা! কোথায় যাইলে তাঁহার দর্শন পাইব। ব্রহ্মবিষয়ে এরূপ পর্য্যালোচনা করিলে যে জ্ঞান উপলব্ধি হয় তাহা ব্রহ্মজ্ঞান।

আত্মজ্ঞানী পুরুষেরাই প্রকৃত ভাবুক, প্রকৃত সুখী, প্রকৃত জ্ঞানী ও প্রকৃত জীবন্মুক্ত পুরুষ! এই অবস্থাকেই প্রকৃত মোক্ষ বা নির্ব্বাণ কহে।

অনন্তর তিনি আমাকে কহিলেন বৎস! আত্মজ্ঞান লাভ করা কত দুরূহ তাহাত শুনিলে? প্রথমতঃ, সংসারাশ্রমে থাকিয়া সাংসারিক জ্ঞান লাভ; দ্বিতীয়তঃ, সংসারাশ্রমে অনিলিপ্তভাবে থাকিয়াই হউক অথবা সংসার পরিত্যাগ করিয়াই হউক প্রাকৃতিক জ্ঞানলাভ; তৎপরে আত্মজ্ঞান লাভ? আত্মজ্ঞান লাভ হইলেই ব্রহ্মজ্ঞান লাভ হয়। শান্তিলাভেচ্ছা জীবের স্বভাব, কারণ শান্তি মুক্তির সোপান। এই বলিয়া তিনি নীরব হইলেন।

দেখিলাম তাঁহার নয়নদ্বয় হইতে অশ্রুধারা দর দর নিপতিত হইতে লাগিল। আমি তাঁহার এতাদৃশ ভাব দর্শনে ভয়ে ও বিস্ময়ে কহিলাম, প্রভো! আমায় ক্ষমা করুন, আমি অজ্ঞান। যে মহাপুরুষদিগের হৃদয় পর্ব্বতের ন্যায় স্থির, সমুদ্রের ন্যায় গভীর, পৃথিবীর ন্যায় সহিষ্ণু, আকাশের ন্যায় উচ্চ, যাঁহারা শোক, তাপ, ভয় ও মোহে বিচলিত হন না; যাঁহারা অকিঞ্চিৎকর ঐহিক সুখ পরিত্যাগ পূর্ব্বক পারত্রিক পরম সুখের প্রত্যাশায় শারীরিক নানা ক্লেশ সহ্য করিয়া থাকেন আমি সেই পুরুষশ্রেষ্ঠ উন্নতহৃদয় সাধুপুরুষের আকস্মিক অশ্রুনিপাতের কারণ হইলাম! ধিক্ আমাকে!

আমার এই আত্মভর্ৎসনায় তিনি কিঞ্চিৎ অপ্রতিভ হইয়া কহিলেন নির্ব্বোধ! তুমি বৃথা কুণ্ঠিত হইতেছ কেন? ভগবৎ-পরায়ণ ব্যক্তিরা তাঁহার কিম্বা তাঁহার প্রকৃতির গুণানুকীর্ত্তনে অশ্রুপাত না করিয়া কি থাকিতে পারে। ইহা শোকাশ্রু নয় —ইহার নাম আনন্দাশ্রু বা প্রেমাশ্রু। আমরা গিরি, নদী, হ্রদ, বন, উপবন, সর্ব্বত্র পরিভ্রমণ করি; বনের সুমিষ্ট ফল আস্বাদনে জিহ্বার তৃপ্তিসাধন করি; ঝরণার জলপানে কণ্ঠ সুশীতল করি; বিশ্বপতির বিশ্বমোহিনী স্বভাবের শোভা দেখিয়া নয়ন চরিতার্থ করি; বিহঙ্গমগণের মনোহর সঙ্গীত শ্রবণে ও সুশীতল সমীরণ সেবনে কর্ণ ও দেহ পবিত্র করি; আর পরম ব্রহ্মের প্রতি লক্ষ্য রাখিয়া মনকে প্রকৃতি তত্ত্বসাধনে নিযুক্ত করি।

প্রকৃতি আমাদিগের মাতা; পরম পুরুষ আমাদিগের পিতা, কল্পনা আমাদিগের শক্তি; এই বিশ্বের প্রত্যেক বস্তুই আমা-

দের বন্ধু; তত্ত্বজ্ঞানলাভেচ্ছুক ব্যক্তিগণ আমাদের ভ্রাতা; পরম পুরুষ প্রদত্ত বিবেক শক্তিই আমাদের গুরু; আর আমাদিগের শক্তিস্ফুরিত রচিত বা উপদেষ্টব্য বিষয়গুলিই আমাদের সন্তান; শরীর আমাদের সম্পত্তি; তত্ত্ব বধানই আমাদের কার্য্য; পরমব্রহ্মের গুণগুলিই আমাদের লক্ষ্য বস্তু।

আমরা সচরাচর লোকালয়ে আগমন করি না; অধুনা ভারতে পাপ, তাপ, শোক, হিংসা, দ্বেষ, প্রবঞ্চণা এত প্রবল হইয়াছে যে সরল, সচ্চরিত্র, ধীমান্, সত্যবাদী, জিতেন্দ্রিয় পুরুষদিগের বাসের অযোগ্য হইয়াছে। ভারতের সেই আর্য্যস্বাধীনতা গিয়াছে। আমরা এখন পরপদানীত; যবন রাজা ইংরাজদিগের দ্বারে মুষ্টি ভিক্ষার জন্য লালায়িত। আমাদের সমাজবল ক্রমে হ্রাস পাইতেছে। যিনি যেরূপ রুচি ও প্রবৃত্তির পরিপোষক—তিনি সেইরূপ মত প্রকাশ করিতেছেন। একারণ হিন্দুধর্ম্ম নানা সম্প্রদায়ে বিভক্ত হইয়া অতি হীনাবস্থা ধারণ করিয়াছে। হিন্দুধর্ম্মের দুরবস্থা দেখিয়া সহজেই প্রতীয়মান হইতেছে যে ইহা ক্রমে লয়প্রাপ্ত হইবে। যদি জগৎপতি জগদীশ্বরের কৃপায় কোন অসামান্য মেধাবী সর্ব্বভাষাজ্ঞ, সর্ব্ব শাস্ত্র বিশারদ, সর্ব্বগুণান্বিত, সাহসী—মহাত্মা ভারতের বর্ত্তমান অবস্থা ও প্রবৃত্তি অনুযায়ী সমাজ সংস্করণ ও ধর্ম্মের দৃঢ়তা সম্পাদনে যত্নবান হন, তবেই মঙ্গল নচেৎ ভারত শ্মশানরূপে পরিণত হইবে; এবং ভূত, প্রেত, শৃগাল কুকুরের বাসভূমি হইবে। ভাষা, সমাজ, ধর্ম্ম, সাহস, বল, বুদ্ধি, গৌরব, স্বাধীনতার অঙ্গ প্রত্যঙ্গ স্বরূপ। স্বাধীনতা হীন হইলে এ সকলের যে বিপর্য্যয় ঘটিবে তাহা আশ্চর্য্য কি?

যে দিন হইতে দুরন্ত যবনেরা আমাদের হস্ত হইতে স্বাধীনতা রত্ন কাড়িয়া লইয়াছে সেই ভয়ানক দিন হইতেই আমাদের সমাজই বল, ধর্ম্মই বল, আর ভাষাই বল তৎসঙ্গে সকলেই গিয়াছে। আমরা জীবন্মৃত হইয়া আছি। এখন আর উপায় কি! যদি সেই নিরুপায়ের উপায়, দুর্ব্বলের বল, অসহায়ের সহায়, অনাথের নাথ, নিরাশ্রয়ের আশ্রয়, ষড়ৈশ্বর্য্যশালী, পরম কারুণিক ভগবান এই হতভাগ্য ভারতসন্তানদিগের প্রতি কিঞ্চিৎ কৃপাবিতরণ করেন, তাহা হইলে ভারতের মৃতদেহে জীবন সঞ্চারের উপায় হয়—নতুবা আমাদের পূজ্য সনাতন হিন্দুধর্ম্ম, যাহার বলে (বলীয়ান হইয়া) আমরা আর্য্যসন্তান বলিয়া শ্লাঘা করিয়া থাকি কালের অনন্ত গর্ভে লীন হইবে। ভারতের (হিন্দুধর্ম্ম) গৌরব সূর্য্য চিরদিনের নিমিত্ত অস্তমিত হইবে। এইরূপ তিনি বিস্তর আক্ষেপ করিয়া নিরস্ত হইলেন!

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ।

দিবাকর সমস্ত দিবস পরিশ্রম করিয়া বিশ্রামভবনে যাইবার উপক্রম করিতেছেন। দিবা অবসান প্রায়। গোবৎসেরা সারাদিন মাঠে আনন্দলাভ করিয়া ধীরে ধীরে বিমর্ষ চিত্তে স্বগৃহাভিমুখে যাইতে লাগিল। তৎপরিচালক রাখালেরা সন্ধ্যার স্নিগ্ধ সমীরণে প্রফুল্লিত হইয়া আপন আপন সুরাগে প্রান্তর প্রতিধ্বনিত করতঃ উহাদিগের পশ্চাৎ পশ্চাৎ আসিতে লাগিল। পক্ষীগণ দিবা অবসান জানিয়া "কিচির মিচির"

শব্দে সকলকে আহ্বান পূর্ব্বক ঝাঁকে ঝাঁকে স্ব স্ব কুলায়ে প্রত্যাগমন করিতে লাগিল। অন্যান্য গৃহপালিত পশু যে যেখানে ছিল প্রায় সকলেই (কেবল দুই একটী পথভ্রষ্ট বা কোন প্রকার বিপদাপন্ন ভিন্ন) নির্দ্দিষ্ট আবাসে আসিয়া জুটিল। মনুষ্যেরা সমস্ত দিন আপন আপন কর্ম্মে বিব্রত ছিল, এক্ষণে সন্ধ্যাগতা দেখিয়া অকস্মাৎ মনমধ্যে—স্ত্রী, পুত্র, আত্মীয় স্বজনের প্রতিমূর্ত্তি উদিত হওয়াতে উৎসুকচিত্তে, শশব্যস্তে গৃহাভিমুখে প্রতিগমন করিতে লাগিল।

সূর্য্যদেব অস্তাচলচূড়াবলম্বী হইলে পশ্চিম গগনে প্রকৃতি রমনীয় বেশ দেখা দিলেন। পুষ্প কলিকা সকল এতক্ষণ অবনতমস্তকে ছিল, এখন সময় পাইয়া আপনাদের মুখোত্তলন করিল। স্নিগ্ধ সন্ধ্যাসমীরণ নির্ভয়চিত্তে ইহাদিগের মুখচুম্বন করিয়া হাসাইতে লাগিল। সন্ধ্যা সমাগতা দেখিয়া তিনি প্রশান্তভাবে আমাকে বলিলেন, বৎস! ইহা জনশূন্য প্রান্তর নিশাচর প্রাণীদিগের বাসভূমি। একে কৃষ্ণপক্ষ—আবার মেঘ উঠিতেছে বলিয়া বোধ হয়। নিকটস্থ কোন গ্রামে অদ্য রজনী যাপন করিয়া কল্য প্রভাতে আমার নিকটে আসিও; এরূপ অনাবৃত স্থানে অবস্থান করা তোমাদিগের অভ্যাস নাই। বন্য-জন্তুদিগের চীৎকারে ভীত হইবে। ভয়ে নিদ্রা হইবে না, অত্যন্ত কষ্ট হইবে।

তাঁহার এই ভাবপূর্ণ বাক্য আমি বিস্মিত ও দুঃখিত হইয়া কহিলাম, দেব! অধমের প্রতি এরূপ নিষ্ঠুর বাক্য প্রয়োগ করিবেন না, যখন আপনার শ্রীচরণ দর্শন পাইয়াছি, তখন জীবন থাকিতে ত্যাগ করিব না স্থির করিয়াছি। আমি

আপনার চরণকমলে মন প্রাণ সমর্পণ করিয়া কতদূর নির্ভর চিত্ত ও কৃতার্থ হইয়াছি, তাহা এক মুখে বলিতে পারি না। আমার ক্লেশ, ভয়, চিন্তা, শোক, তাপ, সব দূর হইয়াছে, আমি যেন অমৃত-সাগরে ভাসিতেছি। আপনি চিন্তিত হইবেন না, আমি নিঃশঙ্কচিত্তে বলিতেছি, আমার কোন কষ্ট হইবে না। সর্ব্বক্লেশহারী শান্তিদাতা ভগবানের অংশকলা সম্মুখে উপস্থিত থাকিতে আমার ভয় কি?

তিনি এতক্ষণ অবনত মস্তকে ছিলেন, ক্ষণেক পরে "হাঁ বুঝিয়াছি"—বলিয়া একটি দীর্ঘনিশ্বাস পরিত্যাগ পূর্ব্বক আমাকে বলিলেন, বৎস! তুমি এই বৃক্ষতলে উপবেশন কর, আমি ঐ সরোবর হইতে স্নান করিয়া আসি। তাঁহার বাক্য শেষ হইতে না হইতে আমি আগ্রহসহকারে ও বিনীত বচনে কহিলাম, দেব! স্নানের ইচ্ছা আমারও বলবতী হইয়াছে, যদি অনুমতি দেন আপনার অনুগমন করি। পরে কাষ্ঠাহরণ করিয়া অবগাহনার্থ সরোবরে অবতরণ করিলাম। অবগাহনে শরীর স্নিগ্ধ হইল ও এক অঞ্জলি জলপানে পিপাসিত কণ্ঠ শীতল হইল। অবগাহনান্তর তাঁহার প্রদত্ত উত্তরীয় পরিধান করিয়া নির্দ্দিষ্ট স্থানে আসিলাম। তিনি নয়ন মুদ্রিত করিয়া যোগাসনে বসিলেন। আমিও সায়ংক্রিয়া সমাপন করিয়া বিশ্বেশ্বরকে হৃদয়মধ্যে ধ্যান করিতে লাগিলাম।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ।

ক্রমে নিশাদেবী তিমিরজালে জগৎ আবৃত করিলেন। ক্ষণপূর্ব্বে যে সকল বস্তু দৃষ্টিগোচর হইতেছিল, গাঢ় অন্ধকার

বশতঃ এক্ষণে তাহা দুর্লক্ষ্য হইল। একটি, দুইটি করিয়া অসংখ্য তারকাবলী গগনে উদয় হইল। খদ্যোৎকুল ঝাঁকে ঝাঁকে বৃক্ষ ও ঝোপের মধ্যে হীরকখণ্ডের মত ঝক্ ঝক্ করিয়া জ্বলিতে লাগিল ও দুই একটি এদিক ওদিক উড়িয়া বেড়াইতে লাগিল। নিশাগমনে জগৎ নিস্তব্ধতা ধারণ করিল। রজনী প্রায় দুই প্রহরের সময় তাঁহার যোগ ভঙ্গ হইল। তিনি চক্ষুরুন্মিলন করিয়া দেখিলেন, রাত্রি অনেক হইয়াছে, নিবিড়ান্ধকার। ঝুলি হইতে একটী সুপক্ক ফল * বাহির করিয়া আমার হস্তে দিলেন। ফলাস্বাদনে তৃপ্তিলাভ করিলাম।

রজনী গভীরা, কোন শব্দ শ্রুতিগোচর হইতেছে না। পেচকের কর্কশ রব, মধ্যে মধ্যে দুই একটি বন্যজন্তুর বিকট চীৎকার ধ্বনি ও পতিত শুষ্ক পত্রের উপর উহাদের পদবিক্ষেপ শব্দ, ইহারাই কেবল রজনীর শান্তিভঙ্গের পরিচয় দিতেছে। জগৎপতির কি আশ্চর্য্য মহিমা! তিনি জীবগণের বিশ্রাম ও শান্তির জন্য রাত্রিকাল নির্দ্ধারণ করিয়াছেন। দিবসে জীবগণ আপন আপন কর্ম্মে বিব্রত থাকিয়া রজনীতে বিশ্রাম ও শান্তিসুখ ভোগ করিবে এই অভিপ্রায়ে তিনি নিদ্রাদেবীকে সৃষ্টি করিয়াছেন। দেখ! ঐ শ্রমার্ত্ত ঘর্ম্মাক্ত কলেবর কৃষক, সমস্ত দিবস পরিশ্রমের পর অপরিচ্ছন্ন স্থানে শয়ন করিয়া কেমন বিশ্রামসুখ লাভ করিতেছে। ওদিকে দেখ! ঐ প্রেম-পিপাসু দিবসে লজ্জাবশতঃ আপনার সহধর্ম্মিণীর সহিত বাক্যালাপও করিতে পারে নাই; এখন নির্ভয়ে প্রণয়িনীকে বক্ষে রাখিয়া প্রেমসুধা পান করিতেছে। সাধ্বীর লজ্জা, ভয় সব দূরে গিয়াছে। জগতে পতিপ্রেম-রসে কে না সুখী? উভ-

* প্রেম।

য়ের পরিধেয় বসন কোথায় পড়িয়া আছে, দৃক্‌পাত নাই। সতীর দুইটি কর তাঁহার প্রাণেশ্বরের গলদেশ বেষ্টন করিয়া আছে। পতি প্রিয়তমার ভালবাসায় গদ্‌গদচিত্ত হইয়া এক হস্তে তাঁহার চিবুক ধরিয়া অপর হস্তে তালবৃন্ত ব্যজন করিতেছে। উভয়ে শান্তি-সুখ-ভরে নিদ্রিত—হস্ত হইতে তালবৃন্ত পড়িয়া গিয়াছে।

সরলা পতিপ্রাণা স্বপ্নে দেখিলেন, যেন তিনি স্বামীর ক্রোড়ে বসিয়া আছেন—তাঁহার প্রাণসখা এক হস্তে তাঁহার কটিদেশ, অপর হস্তে গলদেশ ধারণ করিয়া অধর চুম্বন পূর্ব্বক সাদর সম্ভাষণে কহিলেন, হৃদয়ানন্দদায়িনি! তোমাকে একটি কথা জিজ্ঞাসা করিব বলিবে কি? পতিসোহাগিনী দুই হস্ত স্বামীর গলদেশে দিয়া গদ্‌গদভাবে কহিলেন, জীবিতেশ্বর! জগতে এমন কি পদার্থ আছে তোমাকে না দিয়া এবং এমন কি বিষয় আছে তোমাকে না বলিয়া সুস্থচিত্ত হইতে পারি। আমি যে দিন হইতে তোমার গলায় মাল্য ও তোমার হস্তে আমার হস্ত দিয়াছি, সেই দিন হইতেই আমার মন, প্রাণ, ভালবাসা, লজ্জা ভয়, যা কিছু সম্পত্তি ছিল, সকলই তোমাকে দিয়াছি। তোমার সহাস্য বদন দেখিলে আমি প্রফুল্লিত হই; তোমার মলিন বয়ান দেখিলে মর্ম্মাহত হই। তুমি ব্যতীত আমার প্রণয়ের পাত্র কে আছে; আমার যত্নের সামগ্রীই বা কি আছে। কাহার মুখ দেখিয়া আমি সন্তোষলাভ করিব; কাহাকে প্রাণনাথ বলিয়া মনের জ্বালা দূর করিব। কে আমাকে হৃদয়ে তুলিয়া হৃদয়েশ্বরী বলিয়া সম্বোধন করিবে। তুমি আমার হৃদয়ের ধন—জীবনের জীবন, আমার পদনখাগ্র হইতে মস্ত-

কের কেশাগ্র পর্য্যন্ত তোমার প্রণয় রসে সিক্তিত। আমার মন তোমার মনে লীন হইয়াছে—কেবল দেহ মাত্র বিভিন্ন, এই বলিয়া সরলা সতী প্রাণপতির গণ্ডদেশে আপনার বদন বিন্যস্ত করিয়া অশ্রুপাত করিতে লাগিলেন। গণ্ডদেশ অশ্রু-জলে প্লাবিত হইয়া গেল।

প্রণয়তরু মাধবীলতার এরূপ প্রণয়তাপ দেখিয়া তাঁহাকে আপন হৃদয়োপরি তুলিয়া লইলেন এবং হস্ত দ্বারা তাঁহার বক্ষ-স্থল ও জঘন দ্বারা তাঁহার জঘনদেশ বদ্ধ করিয়া নিশ্চিন্তভাবে শয়ন করিলেন। সতীর চক্ষের জল শুকাইল। পতি প্রণয়ি-নীর কর্ণে আপন বদন রাখিয়া ধীরে ধীরে কহিলেন, প্রেয়সি! আমার অন্তঃকরণে এক নূতন অভিলাষ জন্মিয়াছে, পূর্ণ করিতে পারিবে কি? প্রেমবিহ্বলা তৎক্ষণাৎ শশব্যস্তে বলিলেন নাথ! কি অভিলাষ বলুন, শীঘ্র বলুন; আপনার প্রার্থনা পূরণ করিতে আমি কি কখন অসম্মত আছি? আমার মাথা খান্, শীঘ্র বলুন—বিলম্ব করিবেন না।

পতি পত্নীর কৌতুহল দর্শনে আনন্দিত হইয়া কহিলেন, আমার ইচ্ছা—আমরা দুইজনে কিছুদিন দেশে দেশে, নগরে, নগরে, গ্রামে২, পর্ব্বতে২, বনে, উপবনে, নদীতীরে সর্ব্বত্র পরিভ্রমণ করিয়া সেই সর্ব্বসুখদাতা, প্রেমের আকর পরম প্রেমিকের প্রেমে আত্মসমর্পণ করিয়া আমাদের প্রেম-ব্রত উদ্‌যাপন করি। আমরা অনিত্য, অকিঞ্চিৎকর ভৌতিক প্রেমে মুগ্ধ হইয়া আপনাদিগকে ভাগ্যবান্ মনে করি। যাঁহারা সেই নিত্যপ্রেমে আত্ম বিসর্জ্জন করিয়াছেন, তাঁহারা যে কতদূর ভাগ্যবান্ ও সুখী, তাহা বর্ণনায় শেষ করা যায় না।

পতির কথায় সতী উৎসুক হইয়া কহিলেন, দেব! উত্তম কল্পনা করিয়াছেন, আমার অন্তঃকরণে এইরূপ অভিলাষ হইয়াছে; স্ত্রীলোক বলিয়া সাহস করিয়া বলিতে পারি নাই। কোন্ দিবস যাইতে হইবে? তিনি কহিলেন এই ত মধুমাস উত্তম দিন, চল অদ্য নিশিতে যাওয়া যাউক।

এই স্থির করিয়া প্রেমের শুক শারী শুক্লপক্ষীয় নিশীথে পরিধেয় বস্ত্র ও অলঙ্কার গাত্র হইতে উন্মোচন পূর্ব্বক গৈরিক বসন পরিধান ও রুদ্রাক্ষ মালা কণ্ঠে ধারণ করিয়া বিরবকী বেশে বাটী হইতে বহির্গত হইলেন। সমস্ত রাত্রি পদব্রজে চলিয়া প্রভাতে এক নদীতীরে উপস্থিত হইলেন এবং তাহাতে অবগাহন করিয়া প্রাতঃকৃত্য সমাপনানন্তর বিশ্বকারের সৃজন-সৌন্দর্য্য দেখিতে দেখিতে আপনাদিগের প্রেম-পিপাসা মিটাইতে লাগিলেন।

এইরূপ বনে, উপবনে, কুঞ্জে, পর্ব্বতে, নদীতীরে, গিরি-গহ্বরে সর্ব্বত্র ভ্রমণ পূর্ব্বক পরম করুণাময় জগদীশ্বরের গুণগান ও তাঁহাতে অচলা ভক্তি ও প্রেম উৎসর্গ করিয়া জীবন সার্থক করিতে লাগিলেন। উভয়ের এক মন, এক প্রাণ, ও এক কার্য্য; কেবল কায়া মাত্র বিভিন্ন; তাহাও সময়ে সময়ে এক বলিয়া ভ্রম হয়। পতি পত্নীর হৃদয়োপরি অথবা পত্নী পতির হৃদয়ে শয়ন করিলে দুই দেহ যেন এক হইয়া মিলিয়া যায়—উভয়ের পরিধেয় গৈরিক বস্ত্র, কণ্ঠে অক্ষমালা, উভয়ের দেহ ক্ষীণ, একটির মস্তক অপরের মস্তকের পার্শ্বে।

কখন কুঞ্জবনে, কখন লতামণ্ডপে, কখন বা গিরিগহ্বরে শয়নে, ঝরণার জলপানে, সুপক্ক বনফল ভক্ষণে, সুঘ্রাণ-

যুক্ত বনপুষ্প আহরণে আপনাদিগের বাহ্যেন্দ্রিয় ও অন্তরেন্দ্রিয়ের তৃপ্তিসাধন করতঃ সর্ব্বভয়হারী ভগবানে আত্মসমর্পণ পূর্ব্বক পবিত্র অন্তঃকরণে পবিত্র প্রণয়-ব্রতের উদ্‌যাপন করিতে লাগিলেন।

বেলা তৃতীয় প্রহর অতীতপ্রায়, এমন সময়ে এক জনশূন্য প্রান্তরে ভয়ঙ্কর কোলাহল তাঁহাদিগের শ্রুতিগোচর হইল। প্রেমলতা ভয়ব্যাকুলিতচিত্তে প্রণয়সহকারকে আলিঙ্গন পূর্ব্বক কহিলেন নাথ! ওদিকে কিসের কলরব শুনা যাইতেছে! ইহা ত নির্জ্জন প্রান্তর—একটি প্রাণীও দেখিতেছি না। আমার ভয় ও বিস্ময় জন্মিয়াছে; যদি দাসীর প্রতি প্রসন্ন থাকেন, আমার কৌতূহল নিবারণ করুন, এই আমার একান্ত প্রার্থনা।

সারল্যের আধার, বিনয়ের আকর, প্রেমের আদর্শ, পরম পতি প্রাণসখীর এবম্বিধ বাক্যে ঈষৎ হাস্য করিয়া, আনন্দাশ্রু বিসর্জ্জন পূর্ব্বক আপন প্রণয়িনীর কর্ণে ধীরে ধীরে কহিলেন, অয়ি মুগ্ধস্বভাবা সরলে! তুমি কি বুঝিতে পারিতেছ না— এ যে সংসারাতিক্রম্য স্থান *। এখানে হিংসা, দ্বেষ, পরশ্রীকাতরতা প্রভৃতি অজ্ঞানের অনুচরদিগের অধিকার নাই। দয়া, দাক্ষিণ্য, সারল্য প্রভৃতি ধর্ম্মের শান্তিরক্ষকেরা সর্ব্বদা বিচরণ করিতেছে। ঐ যে অদূরে কোলাহল শুনিতেছ—সংসার বিমুক্ত পুরুষেরা শান্তিনগরে যাইবার জন্য ব্যগ্রতা প্রকাশ করিতেছে, বিচ্ছেদ সমুদ্র † ব্যবধান আছে, তাহার অপর পারেই শান্তি-

* মোক্ষাভিলাষ প্রান্তর।

† বিচ্ছেদ সমুদ্র=কর্ম্মকাণ্ড হইতে বিচ্ছেদ, যোগ সাধন।

নগর। এই সমুদ্রে তরী নাই, নাবিক নাই, সন্তরণ দ্বারা উত্তীর্ণ হইতে হইবে। যদিও সকলে স্ব স্ব কর্ম্মবলে * বলীয়ান্ স্থির করিয়া আপনাদিগকে দৃঢ় করিয়াছেন, তথাপি এই সমুদ্রের বিপুল তরঙ্গের প্রতিঘাতে যদ্যপি তাঁহাদের কর্ম্ম-বন্ধন শিথিল হইয়া হীনবল করিয়া দেয়—তাহা হইলে তাঁহাদের শান্তিনগরে যাইবার আর আশা থাকে না, সমুদ্রের গভীর তলদেশে নিমগ্ন হইতে হয়।

ভাল, আইস—দেখা যাউক; সকল সন্দেহ দূর হইবে। এই বলিয়া, যে স্থান হইতে কলরব আসিতেছিল উভয়ে সেই দিকাভিমুখে গমন করিলেন—দেখিলেন, অসংখ্য মুক্ত পুরুষ, কেহ বা স্বয়ং কেহ কেহ বা সহধর্ম্মিণীর সহিত সমুদ্র তীরে দণ্ডায়মান হইয়া কৃতাঞ্জলিপুটে শান্তিরাজ্যের রাজার স্তব ও গুণানুবাদ করিতেছেন।

কেহ কহিতেছেন দেব! সংসারচক্রে পড়িয়া অজ্ঞানতা বশতঃ ভবদীয় আদেশ লঙ্ঘন পূর্ব্বক অশেষ কুকর্ম্ম করিয়াছি। এক্ষণে আপনার করুণা জ্যোতিঃপ্রকাশে আমার হৃদয়ান্ধকার দূর হইয়া জ্ঞানালোক সঞ্চার হইয়াছে; তজ্জন্য অন্তঃকরণ অনুতাপানলে অনবরত দগ্ধ হইতেছে। যতদিন জীবিত থাকিতে হইবে, মর্ম্ম যাতনা ভোগ করিতে হইবে। জীবন ভারবোধ হইতেছে। হে প্রভো! হে করুণানিধান! আপনি বিশ্বব্যাপী ও সর্ব্বান্তর্যামী; আপনি সর্ব্ব কারণের মূল ও সর্ব্ব কারণের আদর্শ; জগতের উৎপত্তি, স্থিতি ও

---

* কর্ম্মবল=যোগ সাধনোপযোগী ক্ষমতা।

প্রলয়কারী; সর্ব্বগুণের আধার ও অনাদি, অনন্ত, অক্ষয়, অব্যয়। আমি কীটানুকীট, ভবতত্ত্ব কি বুঝিব। দয়াময়! শুনিয়াছি যে একবার কায়মনোচিত্তে পূর্ব্বকৃত পাপ স্মরণ পূর্ব্বক অনুতপ্ত হৃদয়ে আপনাতে আত্মসমর্পণ করে তার নাকি আর ভবযন্ত্রণা ভোগ করিতে হয় না। নাথ! আমি নরাধম, ঘোর নারকী আপনার অভয় চরণে শরণ লইতেছি, কৃপা করিয়া শ্রীচরণের শান্তি সুধা দ্বারা আমার সন্তপ্ত হৃদয়কে সান্ত্বনা করুন।

কোন মুক্তাত্মা কাতর স্বরে দর দর অশ্রুবিগলিত নয়নে ঊর্দ্ধদিকে দৃষ্টি নিক্ষেপ করতঃ কহিতেছেন, হে আদিকারণ! আমি অজ্ঞান, মূঢ়, অতি হতভাগ্য। শৈশবে পিতামাতার স্নেহে ও যত্নে পালিত হইয়া বাল্যকালে বিদ্যালোচনায় প্রবৃত্ত হইলাম। লেখাপড়া বিষয়ে আমার প্রতি পিতামাতার ঐকান্তিক যত্ন সত্বেও দুর্ব্বুদ্ধিতা বশতঃ পাঠানুরাগ ক্রমে শিথিল হইয়া আসিতে লাগিল। প্রকৃত জ্ঞানোপার্জ্জনে অসমর্থ হইয়া শারীরিক ও মানসিক নানা ক্লেশ ভোগ করতঃ অবশেষে সংসার মায়ায় মুগ্ধ হইয়া (জালবদ্ধ বিহঙ্গের ন্যায় অযথা চীৎকার করিয়া) অন্তরের সৎপ্রবৃত্তিগুলিকে হারাইয়া চক্রহীন রথের ন্যায় পতিত আছি। হে পতিতপাবন! আপনি নাকি চরণাশ্রিত জনের উদ্ধারসাধন করেন, এ কারণ ভক্তেরা আপনার পতিতপাবন নাম দিয়াছে। দয়াময়! আমি আপনার চরণ পতিত অভাজন।

ওহে দয়াময়, রাখ এ সময়, অধম পতিত জনে।
নাহি জানি ধর্ম্ম, নাহি মানি কর্ম্ম, সদা রত ও চরণে॥

ভ্রমিয়া সংসারে, কহিব কাহারে, কত যে ভুগিনু আমি।
পাপ প্রলোভনে, এ নব জীবনে, রোপিছি কণ্টক শমী॥
এ কণ্টক হানা, সহা কি যাতনা, যে পেয়েছে সেই জানে।
বিষে জর জর, অঙ্গ থর থর, অস্থির হতেছি প্রাণে॥
বিচ্ছেদ সাগর, কিসে হব পার, ভাবি তাই মনে ২।
ওহে কৃপাময়, রাখ এ সময়, অবোধ তব সন্তানে॥
সৃজিয়াছ দেব! এ বিশ্ব সংসার, তব লীলা প্রকাশিতে।
আপনি অন্তরে, থাকিয়া সবার, করি খেলা বিধিমতে॥
জীবের জনম, স্থিতি বা মরণ, সকলি তোমারি কল।
হয়ে জ্ঞানরূপী চালাইছ সবে, তুমি সকলের বল॥

এইরূপ প্রত্যেকে পূর্ব্বকৃত পাপ স্মরণ পূর্ব্বক অনুতপ্ত হৃদয়ে ভূভভাবন ভগবানের স্তব করিতেছেন।—এমন সময়ে গগনমার্গ হইতে অকস্মাৎ এই বাক্য প্রতিধ্বনিত হইল, হে সংসারবিমুগ্ধ মানবগণ! তোমরা যদিও মোহবশতঃ প্রকৃতি বিরুদ্ধ অন্যায় কর্ম্ম করিয়াছ, তত্রাচ এক্ষণে তোমাদের অন্তঃকরণে বিবেক শক্তির সঞ্চার হওয়াতে, অজ্ঞানকৃত দুষ্কর্ম্মের লাঘব হইবে সন্দেহ নাই। বিচ্ছেদ সমুদ্র উত্তীর্ণ হইলেই ফলাফল নির্ণীত হইবে। এই পরম বাক্যে প্রোৎসাহিত হইয়া সকলেই সরোবর তীরস্থ ভেকের ন্যায় সেই সর্ব্বতাপ নাশক সমুদ্রে জয় জয় শব্দে ঝম্প প্রদান করিলেন। কেহ অল্প দূর যাইয়া অবসন্ন হইয়া মুহূর্ত্তের মধ্যে জলমগ্ন হইলেন। কেহ বা অর্দ্ধপথে, কেহ বা অল্প পথ অবশিষ্ট থাকিতে অদৃশ্য হইলেন। আবার কেহ কেহ বা অনায়াসে সমুদ্র পার হইয়া দিব্যরথে আরোহণ পূর্ব্বক জয় জয় শব্দে হৃষ্টচিত্তে শান্তিনগরী গমন করিলেন।

এই সকল দেখিয়া শুনিয়া অভিমানিনী প্রেমিকা তাঁহার প্রেমময়ের চরণযুগল ধারণপূর্ব্বক অশ্রুপূর্ণলোচনে কহিলেন, জীবনাধিক! আপনার নিকট আমার একটী বক্তব্য আছে। আপনি চিরকাল এ দাসীর কামনা পূর্ণ করিয়া আসিতেছেন অদ্য আমার একটী অভিলাষ পূর্ণ করিতে হইবে। যদি আপনি অসম্মত হন তাহা হইলে এই মুহূর্ত্তে আপনার পাদপদ্মে এ অসার জীবন বিসর্জ্জন দিব। কান্তার এ প্রকার কাতরোক্তি শুনিয়া কান্ত ব্যগ্রতার সহিত জিজ্ঞাসা করিলেন, বল বল কি হইয়াছে? সহসা তোমার মনের ভাব এরূপ পরিবর্ত্তিত হইল কেন? আমি কি তোমায় কিছু অন্যায় কথা বলিয়াছি, না আর কেহ তোমার প্রতি বিরুদ্ধাচরণ করিয়াছে? কি হইয়াছে শীঘ্র বল, আমি অতিশয় উৎকণ্ঠিত হইয়াছি।

ক্ষণেক নিস্তব্ধতার পর দয়াবতী ঈষৎ হর্ষিত হইয়া কহিলেন, নাথ! দেখিলেন ত? সাধুপুরুষদিগের কার্য্য দেখিলেন ত? তাঁহারা নিজ কর্ম্মবলে জীবন সমুদ্র অনায়াসে পার হইয়া জনন মরণাদি রহিত কৈবল্যধাম অনন্তকালের জন্য আশ্রয় করিলেন। আমার একান্ত ইচ্ছা আপনি চিরদাসীরে সঙ্গে লইয়া এই মহান্ সমুদ্রে ভাসমান্ হন্। আমাদের ইহ জন্মের সকল যন্ত্রণার অবসান হইবে ও স্বর্গ পথের পথিক হইতে পারিব।

প্রিয়তমার এবম্বিধ সরল বাক্য শ্রবণ করিয়া তিনি কহিলেন, অয়ি সর্ব্বগুণসম্পন্নে! তুমি যে বিষয়ের প্রস্তাব করিলে— কর্ত্তব্য বিষয় বটে, কিন্তু অতি দুরূহ। আমরা অজ্ঞান, মূঢ়; আমাদের কর্ম্মবল নাই! যাঁহারা জ্ঞানী, সাধু নামের উপযোগী;

যাঁহাদের কর্ম্মবল আছে—তাঁহারাই যখন এ পথে অগ্রসর হইতে কুণ্ঠিত হন তখন আমরা কি সাহসে এই দুঃসাহসিক অচিন্তনীয় কার্য্যে প্রবৃত্ত হইব।

তাঁহার নিরাশ বাক্যে পত্নী অত্যন্ত ক্ষুব্ধ হইয়া কহিতে লাগিলেন নাথ! আপনি এত বিমর্ষ হইতেছেন কেন? আপনি কি জানেন না, যে সৎকর্ম্মে আত্মত্যাগ করাই জীবের প্রধান ধর্ম্ম। আমরা সংসার ভোগ বাসনায় জলাঞ্জলি দিয়া সাধুজন পথাবলম্বী হইয়াছি অতএব এই পন্থার চরম সীমায় উপস্থিত হইয়া যাহাতে আত্মার নির্ব্বাণ লাভ করিতে পারি, সেইরূপ চেষ্টা করাই বিধেয়। নতুবা অসার সংসার মায়ায় পুনরায় মুগ্ধ হইবার প্রয়োজন কি! যদিও আমরা ভ্রান্ত, আমাদের কর্ম্ম-বল নাই, চিত্তের একাগ্রতাই আমাদের সকল অভাব পূরণ করিবে ও মুক্তির সোপান হইবে এই বলিয়া তিনি তাঁহার প্রাণেশ্বরের পদদ্বয় ধারণপূর্ব্বক অশ্রুবিসর্জ্জন করিতে লাগিলেন।

সহধর্ম্মিনীর মর্ম্মবেদনায় তিনি অত্যন্ত ব্যথিত হইয়া সান্ত-নাসূচক বাক্যে কহিলেন, অয়ি মুগ্ধে! নিরাশ হইও না—এখনই তোমার অভিলাষ পূর্ণ করিব।

এস প্রাণেশ্বরী, মম হৃদোপরি, চল ত্বরাকরি, ঐ শান্তি নগরী। এই বলিয়া প্রাণপুতলিকে হৃদয়ে তুলিয়া সমুদ্রে ঝাঁপ দিলেন। প্রায় অর্দ্ধপথ অতিক্রম করিয়াছেন এমন সময়ে তাঁহারা দেখিতে পাইলেন, যেন গগনে এক খানি কৃষ্ণবর্ণ মেঘ উঠিয়া এরূপ ঝটিকা উৎপন্ন করিল যে সমুদ্রের জল আলোড়িত হইয়া তাঁহাদের দেহ কম্পিত ও জলমগ্ন প্রায় করিল। তিনি

জীবন বিষয়ে হতাশ হইয়া সবলে পত্নীকে বক্ষে চাপিয়া কহিলেন, প্রিয়তমে! বোধ করি, আমরা কৃতকার্য্য হইতে পারিলাম না। তাঁহার বাক্য সমাপন হইতেই না হইতে সাধ্বী উচ্চৈঃস্বরে কাঁদিতে কাঁদিতে কহিলেন, হায় নাথ! কি হইল, কি করিতে কি করিলাম! সেই লোচন বিনিঃসৃত জল গণ্ডদেশ বহিয়া তাঁহার স্বামীর বক্ষঃস্থল প্লাবিত করিল। তিনি অকাতরে নিদ্রা যাইতেছিলেন বক্ষে অশ্রুজল পতিত হওয়াতে অকস্মাৎ জাগরিত হইয়া সচকিত ও ভীতচিত্তে শয্যা হইতে গাত্রোত্থান করিয়া কহিলেন কি সর্ব্বনাশ! প্রিয়তমে! কাঁদিতেছ কেন? কোন দুঃস্বপ্ন দেখিয়াছ কি? পত্নী তখন লজ্জিত হইয়া স্বপ্ন বৃত্তান্ত আদ্যোপান্ত বলিতে লাগিলেন—হাস্য পরিহাসের ধূম পড়িয়া গেল।

টীকা। যখন ঈশ্বরের শক্তি প্রকৃতি দ্বারা জীবের (মানব) হৃদয়ে প্রেমবীজ (সম্মিলনী শক্তি) অঙ্কুরিত হয়, তখন এই ব্রহ্মাণ্ডস্থ সকল বস্তুরই স্বরূপ আত্মায় প্রতিফলিত হয় অর্থাৎ বিশ্ব আত্মবৎ প্রতীয়মান হয়। (ইহাই বিশ্বপ্রেম)

যাঁহারা দার পরিগ্রহ করিয়া সংসার যাত্রা নির্ব্বাহ করেন তাঁহাদিগের মধ্যে দাম্পত্য প্রেমই শ্রেষ্ঠ-কারণ দাম্পত্য প্রেম হইতে ও বিশ্বপ্রেম উৎপত্তি হয়। গ্রন্থকার এ স্থলে দাম্পত্য প্রেম হইতে বিশ্ব প্রেম দেখাইতেছেন।

নিশাকাল চিন্তার প্রশস্ত সময়; কবিগণ কল্পনাবলে অপ্রত্যক্ষীভূত বিষয় সকল যেন সম্মুখে দেখিতেছেন। বৈজ্ঞানি-

কেরা প্রশান্তভাবে অভীষ্ট বিষয়ের পর্য্যালোচনা করিতেছেন। জ্যোতির্ব্বিদেরা নভোমণ্ডল নিরীক্ষণ পূর্ব্বক গ্রহ, উপগ্রহ ও নক্ষত্র প্রভৃতির উপরিস্থ পদার্থের আকার গতি আবির্ভাব ও অন্তর্দ্ধান ইত্যাদি বিষয়ের তারতম্য বিবেচনা করিতেছেন। এ দিকে দস্যু ও চোরেরা সুযোগ বুঝিয়া আপনাদিগের অভিলষিত কার্য্যে নিযুক্ত হইতেছে। দুষ্ক্রিয়াশীল ব্যক্তিরা বিশ্বাসঘাতকতার অবসর খুঁজিতেছে। লম্পটেরা রজনী আগতা দেখিয়া হর্ষিত হইতেছে। আর নিশাচর ও হিংস্রক জন্তুরা অসঙ্কুচিত চিত্তে হিংসাসাধনে প্রবৃত্ত হইতেছে। এ হেন ঘোরা রজনীতে আমি তাঁহার পার্শ্বে মৃগ-চর্ম্মে বসিয়া মুদ্রিত নয়নে বিশ্বেশ্বরের বিশ্ব মহিমা চিন্তা করিতেছি—নিদ্রা সহচরী তন্দ্রা আসিয়া আমার দেহ অধিকার করিল। আমি নিদ্রাভিভূত হইলাম। নিদ্রাভঙ্গে দেখি, প্রাতঃসমীরণ ধীরে ধীরে বহিতেছে। বায়স সকল কা কা শব্দে জগৎ মাতাইতেছে। গাত্রোত্থান পূর্ব্বক প্রাতঃক্রিয়া সমাপনান্তর তাঁহার নিকট উপবিষ্ট হইয়া আত্মবিবরণ কহিতে তাঁহাকে অনুরোধ করিলাম। তিনি দ্বিরুক্তি না করিয়া বলিতে আরম্ভ করিলেন।

চতুর্থ অধ্যায়।

বৈরাগ্য-তত্ত্ব।

সাংসারিক বিষয়ে আমার এরূপ বিসদৃশ ভাব দেখিয়া এক দিন পিতা আমাকে কহিলেন, প্রিয়তম! নারায়ণী নবম বর্ষে

পদার্পণ করিয়াছে, এক্ষণে ইহাকে সুপাত্রে সমর্পণ করিতে পারিলে নিশ্চিন্ত হই। যদিও আমি তদ্রূপ সঙ্গতিপন্ন নহি, কিন্তু কন্যাকাল অতীত হওয়া হিন্দুধর্ম্ম বিরুদ্ধ। শাস্ত্রকারগণ কহিয়াছেন সপ্তম বর্ষে কন্যা সম্প্রদান করিলে গৌরী দানের ও নবম বর্ষে কন্যাদানের ফল হইয়া থাকে। পিতা মাতা সদ্বংশজ, সচ্চরিত্র, ধীমান, বিদ্বান্ (পরন্তু ধনবান্) তরুণবয়স্ক, রূপলাবণ্য-সম্পন্ন নির্ব্যাধি পাত্রে কন্যা সম্প্রদান করিবে। তিনি বলিলেন এতদ্ব্যতীত আর একটী অভিলাষ আমাকে দ্বিগুণ উৎসাহিত করিতেছে। তুমি এক্ষণে অষ্টাদশ বর্ষ অতিক্রম করিয়াছ এবং যাহা হউক উপার্জ্জনক্ষম হইয়াছ এ সময়ে সদ্বংশসম্ভূতা সুন্দরী, গুণবতী পাত্রী মনোনীত করিয়া তোমার শুভ পরিণয় কার্য্য সম্পন্ন করিতে ইচ্ছা করি। বিশেষতঃ স্ত্রীলোক গৃহের লক্ষ্মী স্বরূপা, আমাদিগকে স্বহস্তে পাক করিয়া আহার করিতে হয় পুরুষের পক্ষে ইহা কত কষ্টকর তাহা বোধ হয় তুমি বুঝিয়াছ।

এ বিষয়ে আমার কথঞ্চিৎ বক্তব্য থাকিলেও পিতার আগ্রহাতিশয্য দর্শনে নিস্তব্ধ রহিলাম। পরে তিনি কুলপুরোহিতের সহিত পরামর্শ করিয়া শুভলগ্নে নারায়ণীকে সুপাত্রে সমর্পণ পূর্ব্বক আমাকেও একটি সুলক্ষণা সুন্দরী কুমারীর সহিত উদ্বাহবন্ধনে বদ্ধ করিলেন। মনের সুখে সময় অতিবাহিত হইতে লাগিল।

কালের বিচিত্র গতি কে প্রতিরোধ করিতে পারে? কাল প্রকৃতি নির্দ্দিষ্ট পথে অনবরত ঘূর্ণায়মান হইতেছে। জীবগণ তাহার চক্রে পড়িয়া সুখ দুঃখ ভোগ করিয়া থাকে, এককালে

ভারতের যে রত্ন সিংহাসনে মান্ধাতা, দীলিপ, হরিশ্চন্দ্র প্রভৃতি ক্ষত্রিয় রাজগণ অধিরূঢ় হইয়া সগর্ব্বে স্বীয় বলে রাজ্যশাসন করিয়াছিলেন, এক্ষণে সেই সিংহাসনে যবন প্রতাপ দুর্দ্দণ্ডরূপে পরিচালিত হইতেছে। ভারতের যে অঙ্কে একতা, সহানুভূতি, প্রসন্নতা, শান্তি পূর্ণরূপে বিরাজ করিতেছিল এবং সরলতা অহিংসা, কর্ত্তব্যনিষ্ঠা যাহার ভূষণ ছিল, আর ধর্ম্ম যাহার অধীশ্বর ছিল; এক্ষণে সেই অঙ্কে পার্থক্য, হিংসা, দ্বেষ, পরশ্রী-কাতরতা, কাপট্য, কর্ত্তব্য বিহীনতা, মলিনতা, অশান্তি, অধর্ম্ম প্রভৃতি রাক্ষসগণ নির্ভয়ে বিচরণ করিতেছে। যে ভারত একদা স্বচিন্তা ও স্বাবলম্বন দ্বারা পরিচালিত হইত এবং অভাবের লেশ মাত্র ছিল না তাহা এখন পরপ্রত্যাশী হইয়া অভাবসাগরে ভাসিতেছে। যে ভারত এক সময়ে ব্রহ্মা, বিষ্ণু, মহেশ্বর প্রভৃতি দেবগণকে; ব্যাস বশিষ্ঠ পরাশর, জনক, যাজ্ঞবল্ক্য, বিশ্বামিত্র বাল্মিকী প্রভৃতি ঋষিদিগকে; কপিল, গৌতম, কণাদ, পতঞ্জলী, জৈমিনী, ব্যাস প্রভৃতি জ্ঞানীদিগকে; ব্রহ্মগুপ্ত, আর্য্য-ভট্ট, বরাহমিহির, মনু, ধন্বন্তরী, কালীদাস, বররুচি, ভবভূতি প্রভৃতি মহাত্মাগণকে; নারদ শুক ধ্রুব, প্রহ্লাদ, বুদ্ধ, চৈতন্য, জয়দেব প্রভৃতি প্রেমিকদিগকে উদ্ভূত করিয়াছেন, সেই ভারত এক্ষণে অধীনতা শৃঙ্খলে বদ্ধ হইয়া স্বচিন্তা হারাইয়া পরমুখে সুখভোগ করিতেছেন। এক কালে সংস্কৃত ভাষা যে ভারতের অঙ্কশায়িনী ছিলেন; তাঁহার সন্তানেরা সমস্বরে যাঁহার গুণ গান করিত, এখন তাহা লুপ্ত প্রায় হইয়া বিদেশীয় ভাষায় পরিশোভিতা হইয়াছে, আর তাঁহার সেই সন্তানগণ তাঁহাকে অবহেলা করিয়া বিদেশখণ্ডের গুণ কীর্ত্তনে পরিতৃপ্ত হইতেছে।

এককালে ভারতের যে প্রিয় সন্তানগণ (ব্রাহ্মণ) সংযমিতচিত্তে পরমব্রহ্মালোচনায় জীবনাতিবাহিত করিতেন; সকলের নিকট পূজনীয় ও সম্মানার্হ হইতেন; রাজদত্ত বৃত্তিতে পরিতুষ্ট থাকিতেন, এখন তদ্বংশোদ্ভবেরা বিলাস পরিপোষণের নিমিত্ত ঘৃণিত দাসত্বকার্য্যে আত্মোৎসর্গ করিতেছে। পরাধীনতার ইহাই অবশ্যম্ভাবী ফল তাহার সন্দেহ নাই। ধন্য কালের মাহাত্ম্য! এতদিনের পর আমরা ইহার ভীষণ চক্রে পতিত হইলাম। আমাদিগের হৃদয়ে বিষাদ কালিমার ছায়া পতিত হইল।

পিতামহাশয় পীড়িত হইয়া শয্যাগত হইলেন। চিকিৎসা হইতে লাগিল। পীড়ার উপশম না হইয়া ক্রমে বৃদ্ধি হইতে লাগিল। দিন দিন দেহ ক্ষীণ, বর্ণ বিবর্ণ হইয়া আসিল। দেহ অবশ, কর্ণ বধির ও নয়ন দৃষ্টিরহিত হইল। জীবনের আশা নিরাশায় পরিণত হইল। বন বিদগ্ধ প্রাণীর ন্যায় আমাদের চিত্ত অস্থির হইল। ভয়ে, মোহে, চিন্তায় প্রাণ ব্যাকুল হইল। ভাবী অমঙ্গল হৃদয়ের প্রতি গ্রন্থিতে যেন বিদ্ধ হইতে লাগিল। দেখিতে দেখিতে তাঁহার জীবনের শেষ সময় উপস্থিত হইল। শ্বাসক্রিয়া স্পষ্ট লক্ষিত হইতে লাগিল। কালবিলম্ব না করিয়া সর্ব্বদুঃখ বিনাশিনী, মোক্ষদায়িনী প্রসন্নসলিলা ভাগিরথীতীরে তাঁহাকে আনয়ন করা হইল। তিনি উত্তরনয়নে প্রাণ পরিত্যাগ করিলেন।

পিতঃ! পিতঃ! বলিয়া কত ডাকিলাম, কত কাঁদিলাম আমাদের কাতরতায় তিনি কর্ণপাতও করিলেন না। কথা কহিবেন কি? তিনি এখন শব—তাঁহার দেহ ভস্মীভূত করিতে হইবে। এ কেমন কথা? যে দেহে সামান্য কণ্টক বিদ্ধ

হইলে কত যন্ত্রণা অনুভব হইত—সুকোমল শয্যা না হইলে তৃপ্তি বোধ হইত না; যে দেহের আমরা কত যত্নের সহিত শুশ্রূষা করিয়াছি সেই দেহ ভস্মে পরিণত করিতে হইবে! সেই চরণযুগল—যে চরণ আমরা সর্ব্বদা বক্ষে রাখিয়া সেবা করিতাম সেই রক্তপদ্মাভ চরণযুগল! সেই হস্তদ্বয়—যে হস্ত সর্ব্বদা আমাদের গাত্রে অমৃতবর্ষণ করিত সেই অমৃতবর্ষী করযুগল! সেই বক্ষঃ—যে বক্ষোপরি শয়ন করিয়া আমরা কতই উৎফুল্লিত হইতাম, আমাদের সর্ব্বশরীর স্নিগ্ধ হইত সেই কমল সদৃশ বক্ষঃ! সেই মুখ—যে মুখ হইতে স্নেহপূরিত মধুর বাক্যধারা বিনির্গত হইয়া আমাদের সর্ব্বসন্তাপ নাশ করিত সেই নিষ্কলঙ্ক পূর্ণচন্দ্র সদৃশ মুখ ভস্মীভূত করিতে হইবে? না, না, তাহা পারিব না, ও কথা মুখে আনিলে প্রায়শ্চিত্ত করিতে হয়। ভাইত! পিতার মুখ এরূপ বিকৃত ও শরীর কঠিন হইল কেন? এঁ্যা! সত্য সত্যই কি তাঁহার প্রাণ বায়ু দেহে নাই? ভাল, নাসিকায় হাত দিয়া দেখি না কেন? একি! কিসে হাত পড়িল, শিলাখণ্ডে না অপর কোন পদার্থে? যাহা হউক আমার মনে কেন এরূপ অশুচি ভাবের উদয় হইল। হায়! তবে কি ইনি আমাদিগকে এরূপ নিঃসহায় অবস্থায় রাখিয়া ইহলোক পরিত্যাগ করিয়াছেন? যিনি পিতা হইয়া মাতার ন্যায় আমাদিগকে পালন করিতেন ও সস্নেহ মধুর-বচনে আমাদিগের কর্ণকুহর শীতল করিতেন তিনি এখন কোথায়? যিনি স্বহস্তে পাক করিয়া আমাদিগকে খাওয়াইতেন ও মাতার ন্যায় ক্রোড়ে করিয়া ঘুম পাড়াইতেন সেই পরম পূজ্য পিতা কোথায়? যিনি আমাদের জন্য সকল সাধে

বঞ্চিত হইয়া প্রাণ পর্য্যন্ত উৎসর্গ করিয়াছিলেন, সেই স্নেহময় পিতৃদেব এখন কোথায়? তাঁহার অদর্শন আমরা কেমন করিয়া সহ্য করিব ও তাঁহার বিচ্ছেদে কিরূপে প্রাণধারণ করিব।

যিনি দরিদ্রের পিতামাতা, পরোপকারী, ন্যায়বাদী, স্বার্থত্যাগী, সূক্ষ্মদর্শী তাঁহার মুখ না দেখিয়া চক্ষু কোন্ দিকে ফিরাইব। যিনি স্বল্পধনে দাতা—মিতব্যয়ী ছিলেন; সদুপদেশ দ্বারা সকলকে বশীভূত করিতে পারিতেন; সকলের শ্রদ্ধা ভক্তি আকর্ষণ করিতে পারিতেন; সকলে যাঁহাকে পিতার ন্যায় মান্য করিত, সেই উদারচেতা মহাপুরুষ কোথায়! যিনি বিনয়ী হইয়া গর্ব্বিতের গর্ব্ব খর্ব্ব, দাতা হইয়া কৃপণের কার্পিণ্যের হ্রাস, সচ্চরিত্র হইয়া অসতের চরিত্র সংশোধন, সরল হইয়া ক্রূরের চিত্তগ্লানির অপনয়ন, পরোপকারী হইয়া হিংস্রকের দুষ্প্রবৃত্তির মোচন, জ্ঞানী হইয়া অজ্ঞানের আত্মধিকার দান করিতে পারিতেন—তিনি কি আর এ জগতে নাই? আছেন, যাইবেন কোথায়—এ জগৎ ত্যাগ করিয়া কোথায় যাইবেন? রে অবোধ মন! তুই কি বুঝিতে পারিতেছিস না—আত্মার কি ধ্বংস আছে। তিনি বিশ্বব্যাপী, বিশ্বময়, তাঁহার জন্মও নাই মৃত্যুও নাই। তিনি নির্গুণ, নিরাকার; তিনি ভূতকে আশ্রয় করেন বলিয়াই তাঁহার নাম ভূতাত্মা— পুনরায় চৈতন্যরূপে উহার অন্তরে বাস করেন বলিয়া তিনি চৈতন্যপুরুষ।

তিনি জ্ঞানরূপে জ্ঞান, প্রেমরূপে প্রেম ও মায়ারূপে প্রকৃতি। তিনি ভূতের সৃষ্টিকর্ত্তা বলিয়া তাঁহার নাম ভূতনাথ আর ঐ

ভূতাত্মক পদার্থই জীব; কারণ ভূত জড়পদার্থ। তিনি নিরাকার হইয়াও সাকাররূপে জগতে বিচরণ করেন; নির্গুণ হইয়াও সগুণরূপে জীবের হৃদয়ে বাস করেন। তিনি অমর, কেবল ভূত হইতে পৃথক্ হইয়াছেন। আরও বিশেষ আমরা তাঁহার আত্মজ; যেমন সূর্য্যরশ্মি দ্বারা সূর্য্যের তীব্রতা ও স্থায়িত্ব এবং চন্দ্ররশ্মি দ্বারা চন্দ্রের শীতলতা ও স্থায়িত্ব অনুভূত হয়, সেইরূপ আত্মজ হইতে আত্মার গুণ ও স্থায়ীত্বের সম্যক্ উপলব্ধি হইতে পারে। যিনি মনোবৃত্তিগুলির সম্যক্ পরিমার্জ্জন দ্বারা আত্মার পুষ্টিসাধন করিতে পারেন, প্রকৃত প্রস্তাবে তিনিই আত্মপরায়ণ। তিনি গুণ-সমষ্টি—দোষ-সমষ্টি নহেন, এ কারণ তিনি অবিনশ্বর, কেবল ভূত নশ্বর পদার্থ।

হায়! লোকে এই নশ্বর ভূতের তৃপ্তির জন্য কত কুকর্ম্মই করিয়া থাকে। কাম, ক্রোধ, লোভ প্রভৃতি রিপুগণকে পরম মিত্র বলিয়া আলিঙ্গন করে। মিথ্যা, প্রবঞ্চনা, শঠতা, পরস্ত্রী-কাতরতা, হিংসা, ক্রুরতা, মলিনতা, ক্ষুদ্রতা প্রভৃতিকে প্রিয়সখী বলিয়া সম্বোধন করে। গর্ব্ব, দ্বেষ, অহঙ্কার, কাপট্য, অসৌজন্য প্রভৃতিকে পরিচারক বলিয়া যত্ন করে। অন্যায়, উৎপীড়ন, অত্যাচার লাম্পট্য প্রভৃতিকে ক্রীড়ার বস্তু মনে করিয়া আনন্দ লাভ করে, আর বিলাসকে পিতা ও কুক্রিয়াকে মাতা বলিয়া শ্রদ্ধা করে, তাহারা নিত্য পবিত্র আত্মার প্রতি একবারও দৃষ্টিপাত করে না। আত্মোন্নতি, আত্মসুখ, আত্ম-জ্ঞান ও আত্মপ্রেমের বিমল রশ্মি উহাদিগের কলুষিত চিত্তে অমৃত বর্ষণ করিতে পারে না। রে মূঢ়গণ! তোরা আত্মার প্রতি একবারও দৃষ্টিপাত না করিয়া কেবল দেহেরই পুষ্টিসাধন

করিতেছিস্? ওদিকে চেয়ে দেখ্, তোদের নশ্বর শরীর ভস্মীভূত হইবার জন্য চিতা প্রস্তুত হইতেছে। আর একবার আমার পিতার প্রতি নিরীক্ষণ কর্। যাঁর অমরত্ব বিশ্বের প্রত্যেক পরমাণুতে বিরাজ করিতেছে। যদি আত্মজ্ঞানী হইবার ইচ্ছা থাকে আয়—আমার সঙ্গে আয়। আমার পিতার পরিত্যক্ত দেহ স্কন্ধে উত্তোলন কর্; চল্, আমার সঙ্গে শ্মশানভূমিতে চল্, সকলে হরি হরি বল্।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ।

ও কি জ্বল্‌ছে? চিতা! হাঁ তাইত বটে, আমার হৃদয়ে যে চিতা জ্বল্‌ছে উহা কি তাই? চিতা ত শ্মশানে জ্বলে—আমার হৃদয় কি শ্মশান? যে শ্মশানে মহারাজা হরিশ্চন্দ্র সর্ব্ব-ত্যাগী হইয়া আশ্রয় লইয়াছিলেন, যে শ্মশানে পরমযোগী ত্রিপুরারির প্রিয় আবাসভূমি ছিল, ইহা কি সেই শ্মশান? শ্মশানে চিতা জ্বলে, নিবে; কিন্তু আমার হৃদয়-শ্মশানে চিতা অহঃরহ জ্বলিতেছে। সেই শ্মশানই উৎকৃষ্ট—যাহার চিতানল নির্ব্বাপিত হয় না, যেখানে পূতিগন্ধ নাই, শব অস্থি দ্বারা বিকৃত হইবার আশঙ্কা নাই; কেবল দহন—অবিশ্রান্তভাবে দহন। ভাগ্যক্রমে আমি এরূপ সাধনীয় শ্মশানের অধিকারী হইয়াছি।

ও দিকে ও কি? রোরুদ্যমানা, আলুলায়িতকেশা এক ষোড়শী যুবতী—যাঁহার সীমন্তে সিন্দূররেখা ও হস্তে শঙ্খ শোভা পাইতেছে না। ওঃ দেখিতে পারা যায় না, নিঃসন্দেহ কোন কুলবনিতা তাঁহার পতিধনে বঞ্চিতা হইয়াছেন! এ দিকে কি

হৃদয়বিদারক ব্যাপার! কন্দর্পসদৃশ এক যুবক হস্তে গণ্ডদেশ সংস্থাপন পূর্ব্বক ঘন ঘন দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগ করিতেছেন, আর অশ্রুজল গণ্ডদেশ বহিয়া উরুদেশে নিপতিত হইতেছে নিশ্চয়ই তাঁহার প্রেম-সাগরের সন্তরণশীলা রাজহংসী জন্মের মত তাঁহাকে পরিত্যাগ করিয়া চলিয়া গিয়াছেন। শ্মশানদৃশ্য আর দেখিতে পারা যায় না যে দিকে নয়ন ফিরাই সেই দিকেই দহন্—কেবল দহন্, দহন্, দহন্!

ভাল, এখানে আসিয়া আমি ঘুরিয়া বেড়াইতেছি কেন? মার মুখে শুনিয়াছি শ্মশানে ভূত, প্রেত, দানব, দৈত্য প্রভৃতি উপদ্রবকারা বাস করে আমি কি তাহাদিগের কুহকে পড়িয়াছি! এখনও আমার কত কাজ বাকী—চিতা সাজাইতে হইবে পিতাকে তদুপরি শয়ন করাইতে হইবে, তাহার পর মুখাগ্নি—না, না, আমি তাহা পারিব না—মনে করিলে আমার হৃদয় বিদীর্ণ হয়। যে মুখ হইতে অমৃতময় বাক্যসকল বিনির্গত হইত; যে সুধাপানে জ্ঞানীরা আত্ম-প্রসাদ ও অজ্ঞানেরা চিত্তোৎকর্ষ লাভ করিত; যে সুধা ক্ষরণে দয়া, মায়া, ভক্তি, শ্রদ্ধা সকলে যেন মূর্ত্তিমতী হইয়া তাঁহার স্তব করিত; সেই মুখে অগ্নি প্রদান! আমি অতি নরাধম, তাই আমার হৃদয়ে এ কল্পনা স্থান পাইয়াছে।

তাইত! দেখিতে দেখিতে দেহ ভস্মসাৎ হইল, তবে এ পবিত্র ভস্ম অঙ্গে লেপন করি না কেন? ভস্মের কি গুণ জানি না, ত্রিপুরারি সর্ব্বদা গাত্রে ভস্ম মাখিতেন। ভস্ম মাখিলাম, হৃদয়ের গ্লানি দূর হইল। ভস্ম মাখিয়া কেমন দেখাইতেছে—ভাগিরথীরজলে আপনার প্রতিবিম্ব দেখি না কেন? বলিলে

আত্মশ্লাঘা করা হয়,—আমার রাজবেশ হইয়াছে। আমি কি বিশ্বের রাজা! হো, হো, হো! আমি কি উন্মাদ! এ কি উৎপাত! আমার বাটী ফিরিয়া যাইতে ইচ্ছা হইতেছে না কেন—আমি কি শ্মশানে থাকিব? এখানে ত শৃগাল কুকুর বাস করে? উহারা পূতিগন্ধ ভালবাসে, গলিত মাংস ভক্ষণ করে, ভস্মের উপর শয়ন করে, মানুষ্য কি এখানে থাকিতে পারে? তাহাদের থাকিবার প্রয়োজনই বা কি; তাহারা শব মাংসও পাইবে না, ভস্মও মাখিবে না—পূতিগন্ধও সহ্য করিবে না। আমি কি শৃগাল—না কুকুর? ছি ছি মনুষ্যে ঘৃণা!

বাটী যাই, অনেকক্ষণ আসিয়াছি, মা কত ভাবিতেছেন। মা ত নাই, অনেক দিন তিনি গত হইয়াছেন, এই শ্মশানেই তাঁহার দেহ ভস্ম করিয়াছি। তবে কোথায় যাইব, কাহার নিকট যাইব। যেখানে পিতা মাতা রহিলেন, সেই স্থানে থাকিব—চিরদিন সেখানে থাকিব। তাঁহাদের স্নেহের কথা মনে করিয়া কাঁদিব, তাঁহাদের উপদেশ স্মরণ করিয়া হৃদয় পবিত্র করিব এবং যাহাতে তাঁহাদের আত্মায় মিলিতে পারি তাহার চেষ্টা করিব। বাটিতে ভ্রাতারা আছে,—ভাই, ভাই—ঠাঁই, ঠাঁই। ভগ্নীর ত বিবাহ হইয়াছে তবে একমাত্র পত্নী—তা পতি যেখানে, পত্নী সেখানে; অমুক বলপূর্ব্বক আমার হৃদয় অধিকার করুক। আমি তাহাতে অসন্তুষ্ট হইব না, বরং ইহাই আমার একান্ত প্রার্থনীয়। যদ্যপি আমি দেহরাজ্যের রাজা হই, হৃদয়শ্মশান আমার রাজধানী হয়,—সেও রাজেশ্বরী হইবে। দুই জনে অভেদাত্মা হইয়া পুরুষ প্রকৃতিরূপে রাজ্য শাসন করিব।

ওদিকে ও কি দেখা যাইতেছে—শৃগাল, কুকুর, শকুনি, গৃধিনী পরিবেষ্টিত একটী শবাকার নয়? দেখি দেখি—নিকটে যাই। বস্তুতঃ একটি শবের চতুর্দ্দিকে মাংশাসী জন্তুগণ বেড়িয়া আছে। শবটি সম্পূর্ণ রহিয়াছে, ইহার কোন স্থান ক্ষত, বা ইহাদের দ্বারা ভক্ষিত হয় নাই, যেন ইহারা কাহার আগমন প্রতীক্ষা করিতেছে। রহস্য কিছু বুঝিতে পারিলাম না। যষ্টি দ্বারা ইহাদিগকে তাড়াইয়া দেখি—ইহা কাহার শব, যদি চিনিতে পারি।

আমি যেমন যষ্টি উত্তোলন করিয়া উহাদিগের প্রতি ধাবমান হইলাম, তখনি এক বৃদ্ধ শকুনি গ্রীবা প্রসারণ পূর্ব্বক আমাকে ভৎর্সনা করিয়া কহিল রে নরপাংশুল! তোরা আবার মনুষ্য বলিয়া জগতে পরিচয় দিস; গর্ব্বে ধরা সরার মত দেখিস্; আত্মশ্লাঘার পথ দেখিতে পাস না; যাহারা হিংসা ও স্বার্থপরতার দাস, তাহারা আবার মনুষ্য। সৃষ্টির মধ্যে যদি কিছু হেয় ও অপদার্থ বস্তু থাকে তাহা উহারাই। বিষ্ঠার কৃমি কীটও উহাদের অপেক্ষা শতগুণে প্রকৃতির প্রিয় বস্তু। আমরা তোমার কি অনিষ্ট করিয়াছি যে তুমি আমাদের প্রতি নিষ্ঠুরাচরণ করিতে উদ্যত হইয়াছ। যদিও আমরা নিকৃষ্ট প্রাণী, মাংসই আমাদের আহার্য্য; তথাপি আমরা সজীবের হিংসা করি না। ওরে মূর্খ! জীব যে ব্রহ্ম—আমরা ব্রহ্মদ্বেষী নহি। যখন চৈতন্য পুরুষ ভূত হইতে অন্তর্হিত হন, তখন সেই অসার ভস্ম পদার্থই আমরা আহার করিয়া থাকি। আর তোরা প্রকৃতির পূর্ণ প্রসাদ লাভ করিয়া পরম ব্রহ্মের হিংসা করিস। ও পিশাচ! তুই ও ত জীব—ঈশ্বরের সৃষ্ট পদার্থ,

তবে জীব হইয়া জীবের হিংসা করিস? এ যে আত্মহিংসা—ব্রহ্মদ্বেষ। জগতে পর কে আছে, সকলেই সেই পরম পুরুষের ক্রীড়ার পুত্তলি। আত্মময় জগৎ। তুই কে এবং এই বিশ্বই বা কি; জানিস না, তোর কি এখনও আত্মজ্ঞান হয় নাই—তবে শ্মশানে কেন?

শকুনির তিরস্কার বাক্যে আমি যৎপরোনাস্তি ঘৃণিত লজ্জিত ও ক্ষুব্ধ হইয়া তাহাকে সম্বোধন করিয়া কহিলাম 'ও ভাই শ্মশানবিহারি'! বিশ্বের মধ্যে তোরাই ধন্য, আয় ভাই! তোদের সকলকে আলিঙ্গন করি। তোরাই যথার্থ আমার নয়ন প্রদান করিলি; আমি তোদের সঙ্গ পরিত্যাগ করিব না। তোরা যেখানে যাইবি আমি সেখানে যাইব; তোরা যা খাইবি আমিও তাই খাইব; তোরা আমাকে যা করিতে বলিবি আমি তাই করিব; তোরা যেখানে বাস করিবি, আমিও সেখানে বাস করিব। তোদের যা প্রিয়, আমারও তাই প্রিয়, তোদের যা অপ্রিয় আমার তাই অপ্রিয়। হায়! এইরূপ শ্মশানক্ষেত্রে মাতা সুমতি আমাকে যে জ্ঞান-রত্ন প্রদান করিয়াছিলেন, আজি তোরা ভাই সেই শ্মশানে জ্ঞানকে আমার আত্মায় সংযোজিত করিয়া দিলি—তোদের নিকট আমি চির দিনের নিমিত্ত বিক্রীত হইলাম।

আমার কথায় সকলে একবারে জ্ঞান! জ্ঞান! কে জ্ঞান—তুমি জ্ঞান—সুমতি পুত্র জ্ঞান। এস, এস হৃদয় পাতা আছে—উপবেশন কর। আমরা তোমারই জন্য এই সাধনোপযোগী শয়াসন যত্ন পূর্ব্বক রক্ষা করিতেছি। তাহাদিগের উল্লাসাতিশয্য দর্শনে আমি স্তম্ভিত ও বিস্মিত হইয়া জিজ্ঞাসিলাম, এ শব

কাহার? কি জন্য তোমরা যত্ন পূর্ব্বক রক্ষা করিতেছ এবং তোমরাই বা কে? তাহারা ব্যগ্রতার সহিত উত্তর করিল, এ চণ্ডাল শব—সাধনার উপযুক্ত আসন, দেবাদিদেব ত্রিপুরারি এই আসনে উপবিষ্ট হইয়া বিশ্বচিন্তায় ব্যাপৃত থাকিতেন, ইহা সুমতি-পুত্র জ্ঞানের জন্যই রক্ষা করিতেছি। তুমি সত্বর উপবেশন কর, আনুপূর্ব্বিক সমস্ত ঘটনা তোমাকে শুনাইতেছি।

আমি শবাসীন হইলে বৃদ্ধ শকুনি স্নেহ সম্ভাষণ পূর্ব্বক আমাকে কহিল, ভ্রাতঃ! তুমি যে শবোপরি উপবিষ্ট আছ উহা চণ্ডাল রাজা "অজ্ঞানের শব"—তোমার মাতামহ। আমি লজ্জিত হইয়া ভূমিতলে অবতীর্ণ হইতে উদ্যত হইলে সে কহিল ভাই, ক্ষান্ত হও নিঃসন্দিগ্ধচিত্তে উপবেশন কর। অনন্তর সে কহিল রাজা "অজ্ঞান চন্দ্র" সমস্ত স্বাধীন নৃপতিবর্গকে পরাজয় পূর্ব্বক এই অখণ্ড ভূমণ্ডলে একাধিপত্য লাভ করিয়া সুখে বাস করিতেছিলেন তন্মধ্যে সত্য নামা এক সুধীর নরপতিকে মন্ত্রী ভ্রমের কুপরামর্শানুযায়ী কৌশলে পরাজিত করিয়া স্ববলসহিত তাঁহাকে কারারুদ্ধ আর তাঁহার সহধর্ম্মিণীকে স্বীয় পত্নীর পরিচারিকা রূপে নিযুক্ত করিয়াছিলেন। সত্যের পুত্র বিবেক অল্প বয়স্ক বশতঃ অন্তঃপুরে প্রতিপালিত হইতেছিলেন। অনন্তর রাজার একমাত্র দুহিতা সুমতি বয়োপ্রাপ্ত হইলে তিনি তাঁহার বিবাহের জন্য স্বয়ম্বরের উদ্যোগ করিয়া অধীনস্থ রাজন্যবর্গকে নিমন্ত্রণ করিয়াছিলেন। সুমতি পিতার নিমন্ত্রিত ও মনোনীত পাত্রগণকে উপেক্ষা করিয়া বিবেককে প্রতিপক্ষে বরণ করাতে তিনি তাঁহাকে স্বরাজ্য হইতে দূরীভূত হইবার আদেশ

দিয়াছিলেন। তিনি সুমতিকে বিদায় দিয়া নিরানন্দচিত্তে কালযাপন করিতেছিলেন।

ক্রমে তাঁহার স্বাস্থ্যভঙ্গ হইতে লাগিল পরে যখন শুনিলেন সুমতি জ্ঞান নামে একটী পুত্র রাখিয়া বিবেক সহ ইহলোক পরিত্যাগ করিয়াছেন তখন তিনি শোকে ও বিষাদে মৃতকল্প হইয়া আমার দুইটী কর ধারণ পূর্ব্বক সবিনয়ে কহিলেন, বৈবাহিক! "আজি তোমার ও আমার এক অবস্থা হইয়াছে। তুমি পুত্রধনে ও আমি কন্যাধনে বঞ্চিত হইয়াছি। আমি তোমাদিগের গুণ গরিমা অবগত না হইয়া ভ্রমবশতঃ তোমাদিগকে অকারণ কারারুদ্ধ ও যৎপরোনাস্তি ক্লেশ দিয়াছি এখন আমি সেই দুষ্কর্ম্মের ফল ভোগ করিতেছি আমায় ক্ষমা করিবে।

আমার গুণবতী কন্যা সুমতি তোমার পুত্রকে পতিত্বে বরণ করিয়াছিল বলিয়া অযথা তিরস্কার পূর্ব্বক তাহাকে রাজ্য হইতে দূরীভূত করিয়াছি। মা আমার রাজলক্ষ্মী ছিলেন সেই অবধি আমার বিপদ ও রাজ্যের নানা বিঘ্ন ঘটিতেছে কিছুতেই শান্তি দেখিতেছি না। মার কত অনুসন্ধান করিয়াছি, মা মা বলিয়া কত কাঁদিয়াছি মা আর এ পাপপুরী প্রবেশ করিলেন না— পিতঃ বলিয়া সম্ভাষণ করিলেন না।

সুহৃদ্বর! প্রিয়তমা কন্যাবিরহে আমি বাঁচিব না, এখন আমি মৃত্যুশয্যায় শায়িত—অন্তিমকাল উপস্থিত। মনে বড় সাধ ছিল জীবিতাবস্থায় জ্ঞানকে হৃদি সিংহাসনে বসাইয়া সুমতির বিরহ যন্ত্রণা নিবারণ করিব কিন্তু তাহা হইল না"।

অনন্তর তিনি আমাকে শপথ করাইয়া কহিলেন বৈবা-

হিক! "আমার কয়েকটী বাক্য তোমায় প্রতিপালন করিতে হইবে। আমি অনেক দুষ্কর্ম্ম করিয়াছি তাহার এইরূপ প্রায়শ্চিত্ত করিব স্থির করিয়াছি। আমার জীবনাবসানে এই দেহ যত্ন পূর্ব্বক রক্ষা করিবে ও আমার হৃদয় সিংহাসনে জ্ঞানচন্দ্রকে বসাইয়া রাজপদে অভিষেক করিবে। আমি তোমাদিগের প্রতি অতি নৃশংসাচরণ করিয়াছি শারীরিক অনেক ক্লেশ দিয়াছি। তোমরা শৃগাল, কুকুর, শকুনি, গৃধিনীরূপে আমার গলিত মাংস ভক্ষণ করতঃ জগতের লোকদিগকে শিক্ষা দিবে যে, অজ্ঞানের অন্তিমে এইরূপ দুর্দ্দশাই হইয়া থাকে। আর আমার চক্ষু দুইটি মোহের আকর এবং আমার এই শিশ্ন শত শত সতীর সতীত্ব নষ্ট করিয়াছে তুমি ইহাদিগকে উৎপাটন করিয়া জ্ঞানের হস্তে অর্পণ করিবে। আমার জ্ঞানকে বলিবে যে তোমার মাতামহ অজ্ঞান অন্তিমকালে সুমতি—জ্ঞান বলিতে বলিতে প্রাণত্যাগ করিয়াছে"।

তাঁহার বাক্য কথন সমাপ্ত হইলে আমি তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলাম জ্ঞানের দর্শন কোথায় পাইব ও কি রূপেইবা তাঁহাকে চিনিতে পারিব। তাহাতে তিনি উত্তর করিলেন অজ্ঞান রাজ্যের অতিক্রম্য স্থান শ্মশান অথবা উহার অপর একটি নাম জ্ঞানভূমি তথায় তাঁহার সাক্ষাৎ পাইবে আর অবয়বে ও পরিচয়ে তাঁহাকে চিনিতে পারিবে। এই বলিয়া তিনি প্রাণত্যাগ করিলেন।

অতএব ভ্রাতঃ! এখন তুমি আমাকে এবং ইঁহাদিগকে কি চিনিতে পারিতেছ? আমি বলিলাম আপনি পিতামহ সত্য এবং ইঁহারা আপনার অনুচর-বর্গ। আপনাদিগের চরণে

কোটী কোটী প্রণাম করি। তাঁহারা "তোমার মনোভিলাষ পূর্ণ হউক" বলিয়া আশীর্ব্বাদ করিলেন। আমি পিতামহকে জিজ্ঞাসা করিলাম কাম, ক্রোধ, লোভ, প্রভৃতি দুর্বৃত্ত রাজগণের কি হইল। তিনি কহিলেন অজ্ঞানের ধ্বংসে তাহারা সকলে বশ্যতা স্বীকার করিয়াছে—আর মস্তকোত্তোলন করিবার সামর্থ্য নাই। অনন্তর তাঁহারা সকলে মহোৎসবের সহিত আমাকে রাজপদে বরণ করিলেন।

নেপথ্যে গীত।

কে, বাপ্ শ্মশানে, বসি শবাসনে, জপিছ বিশ্বনাম।
তুই কি জ্ঞান আমার! অঞ্চলের নিধি—নয়নের
তারা আনন্দ আমার! কিসের লাগিয়ে, বহে
দুনয়নে জলধারারে। চেয়ে দেখ্ বাপ্, পিতা সহ
তোর সুমতি মাতা দাঁড়ায়ে রে॥ আজি দিব তোর
গলে বৈরাগ্যের মালা আঁখি মিলরে। আমার
সাধের মাল্যে অযতন করো নারে—ও বাপ্ জ্ঞান!

দেখিলাম বিবেকসঙ্গিনী মাতা সুমতি তাঁহার কণ্ঠ হইতে শান্তিপ্রদ বৈরাগ্যমাল্য উন্মোচন করিয়া বিবেককে কহিতেছেন প্রাণনাথ! আসুন আমরা মালার দুই পার্শ্ব ধরিয়া জ্ঞানের কণ্ঠদেশে দুলাইয়া দিই। বিবেক কিঞ্চিৎ ক্ষুণ্ণ হইয়া কহিলেন, প্রিয়ে! এ মাল্য তোমার গলদেশে সদা শোভমানা দেখিতে ইচ্ছা করি তুমি জ্ঞানকে দিও না। সুমতি কহিলেন সে কি নাথ! পিতা মাতার ধনে কি পুত্র অধিকারী নয়? আপনি এ মালা কোথায় পাইয়াছিলেন। তিনি কহিলেন আমার পিতা সত্য আমার মাতা সরলতাকে দিয়াছিলেন। সুমতি

কহিলেন ভালই হইয়াছে! সেইরূপ তুমি আমাকে দিয়াছ আমি আমার জ্ঞানের গলায় দিতেছি, এখন বুঝিলেন ত? পুরুষ মানুষ কেমন এক রকম!

তৃতীয় পরিচ্ছেদ।

বৈরাগ্যে শান্তি কোথায়? মাতা সুমতি তাঁহার প্রিয়-মাল্য দ্বারা আমার গলদেশ সুশোভিত করিয়া দিলেন। কই সে মালার ত শান্তি দেখিতেছি না বরং আমার অন্তর্দাহ উপস্থিত হইয়াছে। শুনিয়াছি প্রেমমালা গলায় দিলে বিরহ হয়, তাহাতে অন্তর্দাহ হইয়া থাকে। তবে কি এ প্রেমমালা? হ্যাঁ, তাহাইত বটে। প্রেম পূর্ণতা প্রাপ্ত হইলে তাহারি বিকাশ হয়—ইহা বৈরাগ্য। আমার বিরহ কাহার জন্য? শান্তির জন্য, তবে শান্তি কোথায়?

ভাল, মালায় কি আছে, কি উপকরণ দ্বারা ইহা রচিত হইয়াছে দেখি না কেন? দেখিলাম, ইহার একপার্শ্বে সুমতি ও অপর পার্শ্বে বিবেক মধ্যস্থলে অহিংসা, ধৃতি, ক্ষমা, শ্রদ্ধা, দয়া, মায়া, ভক্তি, সরলতা, বুদ্ধি, চিন্তা, উপরতি, তীতিক্ষা, সত্য, শম, দম, সৌজন্য, ধৈর্য্য, বিনয়, ত্যাগ, উৎসর্গ ইত্যাদি। মালার প্রত্যেক বস্তুইত শান্তিপ্রদ—তবে ইহা অশান্তির কারণ হইতেছে কেন? আমার অবিমৃষ্যকারিতা বুঝিয়া কে যেন আমার হৃদয়ে আঘাত করিয়া বলিল রে অবোধ! তুমি কি জান না যে ইক্ষুতে মিষ্টরস আছে, তিলে তৈল আছে, দুগ্ধে ননী আছে। কিন্তু পেষণ ব্যতীত কে কোথায় উহাদিগকে

পাইয়াছে। বৈরাগ্যেও শান্তি আছে—আলোচনা কর লাভ করিবে।

কবে আমি শত্রুকে আমার পরমমিত্র বলিয়া আলিঙ্গন করিতে শিখিব। কবে আমি পরসুখে সুখী ও পরদুঃখে দুঃখী হইতে শিখিব। কবে আমি পূজনীয় ব্যক্তিদিগের প্রতি ভক্তি ও সকলের প্রীতি স্নেহ প্রদর্শন করিতে শিখিব। কবে আমি ইন্দ্রিয় সংযমন করিতে ও রিপুগণকে বশীভূত করিতে শিখিব। কবে আমি হিংসাকে ত্যাগ ও অহিংসাকে হৃদয় মধ্যে স্থান প্রদান করিতে শিখিব। কবে আমি বিপদে ধৈর্য্য ও সম্পদে ক্ষমা অবলম্বন করিতে শিখিব। কবে সত্য, বিনয়, সরলতা আমার অঙ্গের ভূষণ হইবে। কবে আমি সৎবুদ্ধির আজ্ঞাধীন হইয়া সচ্চিন্তাকে হৃদয়ের সঙ্গিনী করিতে শিখিব। কবে আমার শত্রু, মিত্র; হর্ষ, বিষাদ; সুখ, দুঃখ; সন্তোষ, অসন্তোষ; মান, অপমান; সমজ্ঞান হইবে। কবে আমি আপনাকে বিস্মৃত হইয়া পরার্থে জীবনোৎসর্গ করিতে শিখিব। কবে আমি দরিদ্রদিগকে ভ্রাতঃ সম্বোধন করিয়া তাহাদিগের আক্ষেপ নিবারণ করিতে পারিব। কবে আমি শোকজর্জ্জরিত হইয়া শোকার্ত্তদিগকে সান্ত্বনা প্রদান করিতে পারিব। কবে আমি দ্বারে দ্বারে ভিক্ষা করিয়া ভিক্ষুকদিগকে; ব্যাধিগ্রস্ত হইয়া ব্যাধিপ্রপীড়িত ব্যক্তিদিগকে; নয়নহীন হইয়া অন্ধের ও বিকলাঙ্গ হইয়া খঞ্জের আমার সহানুভূতি প্রকাশ করিতে পারিব। কবে আমি এই বিশ্ব আত্মময় বোধ করিয়া অজ্ঞানকে জ্ঞান ও সাধারণকে উপদেশ প্রদান করিতে পারিব এবং বিশ্বচিন্তায় ব্যাপৃত হইব। যেমন রত্নাকর দস্যু স্বীয় দেহে বল্মীককে

আশ্রয় দিয়া ভগবান গুণগান পূর্ব্বক মুক্তিলাভ করিয়াছেন, সেইরূপ কবে আমি আমার এই নশ্বর দেহ বিশ্বকে অর্পণ করিয়া তন্মহিমা প্রচার করিতে পারিব। এমন দিন কি আমার হবে?

কই শান্তিত পাইলাম না? কোথায় শান্তি! শান্তি কি তবে নাই—ইহা কেবল কথামাত্র। কে যেন আমার হৃদয়-কপাট উদঘাটন পূর্ব্বক সম্মুখে আবির্ভূতা হইয়া কহিল, নাথ! কি জন্য আমাকে আহ্বান করিতেছেন? আমি উৎফুল্লিত হইয়া কহিলাম কে ও শান্তি! এস প্রিয়ে এস! এই দেখ তোমাকে পাইবার জন্য আমি শ্মশানে আসিয়াছি—গাত্রে ভস্মলেপন করিয়াছি—বৈরাগ্যমালা কণ্ঠে ধারণ করিয়াছি। আজি আমি শবোপরি উপবিষ্ট হইয়া বিশ্বচিন্তায় নিমগ্ন আছি। চিন্তার পূর্ণতা সাধন করিতে হইলে শক্তির আবশ্যক, এ কারণ তোমাকে আহ্বান করিতেছি।

তুমি আমার যোনীরূপা আত্মশক্তি, আমার জ্ঞান-লিঙ্গের দ্বারা তোমার সহিত রমণ করিব। আত্মশক্তিতে আত্মোৎকর্ষ দ্বারা রমণ করিলে যে সুখ হয়, তাহা আত্মসুখ, আর এই রতি হইতে যে ফল উৎপন্ন হয় তাহা ব্রহ্ম। আত্মজ আত্মার প্রত্যক্ষ দর্শন অর্থাৎ আত্মজ দ্বারা আত্মার সাক্ষাৎ দর্শন হইয়া থাকে। অতএব আত্মজ ব্রহ্মপদবাচ্য। এই কারণ বস্তুতঃ সংসারী লোকেরা আত্মাকেপুত্ররূপে দর্শন করিয়া মুক্তিলাভ করে। আমি ব্রহ্মদর্শন করিব বলিয়া তোমার সাধনা করিতেছি। শান্তি ঈষৎ হাসিয়া কহিল আত্মশক্তি কিরূপে উৎপন্ন হয় আমি কহিলাম ইন্দ্রিয় সংযমন দ্বারা।

পুনরায় শান্তি কিঞ্চিৎ চকিত ও বিস্মিত হইয়া জিজ্ঞাসা করিল আপনার হস্তে ও কি? আমি কহিলাম "অজ্ঞান লিঙ্গ" ইহা দ্বারা প্রথমতঃ তোমার ভবানীপণ পরীক্ষা করিব কেননা তুমি আমার প্রকৃত শক্তি কি না এবং তোমার দৃঢ়তা ও স্থায়ীত্বই বা কিরূপ নির্ণীত হইবে। যদ্যপি তুমি অসম্পূর্ণা হও তাহা হইলে তুমি আমার শক্তি নয়—অজ্ঞানের বশীভূতা জানিব অকারণ রতিতে কোন ফল হইবে না। সেই কারণ তোমার পরীক্ষা গ্রহণ করিব।

শান্তির মুখ ভার হইল; চক্ষু ছল ছল হইল; চক্ষে জল আসিল। বিষণ্ণ ও লজ্জিত হইয়া অপর দিকে মুখ ফিরাইল। আমি তাহার মনের ভাব বুঝিতে পারিয়া সান্ত্বনাসূচক বাক্যে কহিলাম, না শান্তি—আমি তোমাকে রহস্যচ্ছলে বলিয়াছি দুষ্য-ভাব গ্রহণ করিও না! ইনি আমার মাতামহ সেই সম্বন্ধে তুমি ইঁহার নাতিবউ হইলে তাই তোমাকে লইয়া আমোদ করিতেছিলাম। তুমিই আমার প্রকৃত শক্তি সে বিষয়ে আমার কোন সংশয় নাই। এখন আমার হৃদয়োপরি আইস।

দেখিলাম শান্তির মান ভাঙ্গিয়াছে মৃদু এবং মধুর স্বরে আমাকে কহিল আপনি ত উপবিষ্ট তবে কি রূপে—। আমি তাহাকে আমার ক্রোড়ে বসাইয়া তাহার চরণদ্বয় দ্বারা আমার কটিদেশ বেষ্টন করিয়া দিলাম আর তাহার মস্তক আমার স্কন্ধদেশে বিন্যস্ত করিয়া দৃঢ় আলিঙ্গন করিয়া রহিলাম। দেখো শান্তি—অতি সাবধানে যেন—আসন টলে না।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ।

আমি ব্রহ্ম দর্শন করিব বলিয়া উন্মত্ত হইয়াছি। বস্তুতঃ ব্রহ্ম কি পদার্থ এবং তাঁহার স্বরূপই বা কি, তাহা ত জানি না। বৈজ্ঞানিকেরা বলেন তিনি এক, নিরাকার, নির্গুণ, নির্ব্বিকার, বিশ্বস্রষ্টা, বিশ্বপাতা; তিনি ইচ্ছাময়, অনন্ত, অক্ষয়, শান্তিময়, বাক্যাতীত ও মনের অগোচর; তিনি লীলাময়, এই কারণ তিনি সাকার এবং সগুণ। ইহাই কি যথার্থ? না, না, ব্রহ্ম নাই ইহা কেবল মানবান্তঃকরণের কল্পনা মাত্র। যিনি এক, তাঁহার আবার বহু ভাব কেন? তাঁহার বাসনা কি জন্য—অভাব কিসের? যিনি নিরাকার, তাঁহার জগৎ সাকার হইল কেন? যিনি গুণাতীত তাঁহার আবার লীলা কি? যিনি নির্ব্বিকার, তিনি বিশ্বরূপে সাকার হইলেন কেন? যিনি সৃজনকর্ত্তা, তাঁহার জগৎ তবে বিনশ্বর কেন? যিনি অনন্ত, তিনি আবার সীমাবিশিষ্টের মধ্যে পরিগণিত কেন? যিনি অক্ষয়, তাঁহার জগৎ পরিবর্ত্তনশীল কেন? যিনি শান্তিময়, তাঁহার জগতে অশান্তির স্রোত প্রবাহিত কেন? যিনি বাক্যাতীত ও মনের অগোচর, তবে আমরা তাঁহার মহিমা প্রকাশ ও সত্তা উপলব্ধি করিতেছি কিরূপে?

কোন কোন বৈজ্ঞানিক ব্রহ্মের অস্তিত্ব সম্বন্ধে কিছুই নিরাকরণ করেন নাই—তাঁহারা কহিয়াছেন, অণু হইতে এই জড়-জগৎ ও চৈতন্য-জগতের উৎপত্তি হইয়াছে, (চৈতন্য জগৎ জড়-জগতের অন্তর্গত।) জগৎ অণুর নামান্তর মাত্র। অণু সমষ্টিতে পদার্থের উৎপত্তি ও তাহাদিগের বিয়োগে পদার্থের ধ্বংস হয় বস্তুতঃ পদার্থের উৎপত্তি ও ধ্বংস অণুর বিকৃতাবস্থা

মাত্র। এই জগৎ অণুময়। অণুর ধ্বংস নাই, কারণ উহা নিত্য। অণুসমষ্টি পদার্থের ধ্বংস আছে বলিয়া জগৎ পরিবর্ত্তনশীল। যে অননুভূত শক্তি দ্বারা অণুদিগের পরস্পর সংযোগে পদার্থের উৎপত্তি ও উহাদিগের বিয়োগে পদার্থের ধ্বংস হয় তাহা প্রকৃতি এবং অণু সত্য বস্তু পুরুষ। এই প্রকৃতি পুরুষ হইতে জড়জগৎ ও চৈতন্য জগতের উৎপত্তি ও লয় হইতেছে।

বস্তুতঃ প্রত্যক্ষ সিদ্ধান্ত করা যাইতে পারে যে এই জগতে নিত্য কত অভিনব বস্তুর আবির্ভাব ও তিরোভাব হইতেছে, চন্দ্র, সূর্য্য, গ্রহ, উপগ্রহ, বায়ু, জল, পর্ব্বত, উদ্ভিদ ও জীব সকলই অণুর লীলা বলিয়া বোধ হয় এবং ইহার অভ্যন্তরে পরমা প্রকৃতি আদ্যাশক্তি থাকিয়া অণুর কার্য্য দেখাইতেছে। অত্যুচ্চ অচল হইতে সমতল ভূমি, গগনভেদী বৃক্ষ হইতে পদদলিত তৃণ, গভীর সমুদ্র হইতে কূপ, জীবশ্রেষ্ঠ মানব হইতে কীটানুকীট পর্য্যন্ত সকলই যেন প্রকৃতির নিয়মের অধীন হইয়া কার্য্য করিতেছে। জীবসকল পরস্পর ভক্ষ্য ভুক্তরূপে অবস্থিত। উদ্ভিদ সকল জীবের কল্যাণের নিমিত্ত উদ্ভূত হইয়া প্রকৃতির শোভা বর্দ্ধন করিতেছে। এইরূপ জগতের প্রত্যেক বস্তুই প্রকৃতির প্রয়োজনীয়তা ও সৌন্দর্য্য প্রদর্শন করিতেছে।

প্রকৃতি সৃজনকারিণী, পালনকারিণী, লয়কারিণী—তিনি জগৎ শক্তি—তাঁহার বিকাশই জগৎ, সঙ্কোচই লয়। তিনি ইচ্ছাময়ী ও বহুরূপা—তাঁহার ইচ্ছানুসারেই বিবিধ পদার্থের উৎপত্তি স্থিতি ও লয় হইয়া থাকে। তিনি জ্ঞানদায়িনী ও চৈতন্যরূপিণী,—জগদারাধ্যা জগৎময়ী জগজ্জননী। তিনিই অণুর

শক্তি—অণু জড়। যে শক্তিবলে চন্দ্র, সূর্য্য, নক্ষত্রগণ নিয়মিতরূপে পরিচালিত হইয়া আলোক প্রদান করিতেছে। যে শক্তিবলে উদ্ভিদসকল সরস ফল প্রদান করিতেছে। যে শক্তিবলে কোটী কোটী জীব (জলবিম্বের ন্যায়) উদ্ভূত হইয়া জগতের শোভা সম্বর্দ্ধণ করিতেছে। যে শক্তিবলে আমরা মনোযন্ত্র সঞ্চালন দ্বারা তাঁহার শক্তি উপলব্ধি করিতেছি। যিনি অনলের দাহশক্তি, বায়ুর গতি শক্তি, জলের স্নিগ্ধ শক্তি; যিনি আমাদের জীবন শক্তি, সেই সর্ব্বশক্তিময়ী পরমাত্মিকাকে নমস্কার করি।

তবে কি ব্রহ্ম নাই?, প্রকৃতিই কি অনন্ত জগতের একমাত্র কর্ত্রী? যখন আমরা অসহনীয় ব্যাধির যন্ত্রণায় ছট্‌ফট্ করি, তখন মনে মনে কাহার শরণাপন্ন হই। যখন আমরা স্বজন-বিয়োগে কাতর হইয়া উন্মত্তবৎ হই, তখন কাহার নাম করিয়া সান্ত্বনা লাভ করি। যখন আমরা মানসিক তাপে দগ্ধ হইয়া ভস্মীভূত প্রায় হই, তখন কে আমাদিগকে আশ্বাস প্রদান করে। যখন সংসার প্রলোভনে মুগ্ধ হইয়া নিরাশসাগরে ভাসিতে থাকি, তখন কে আমাদিগের অন্তঃকরণে সেই সত্য নামটি জাগাইয়া দেয়। যখন হুতাশ, দারিদ্র্য শোক, তাপ, অপমান, ব্যাধি একত্র আসিয়া আমাদিগকে আক্রমণ করে, তখন কে আমাদিগকে তাঁহার সেই প্রেমময় নামটী স্মরণ করিতে বলে। কে আমাদিগকে পরস্পরের প্রতি সহানুভূতি প্রকাশ করিতে শিখাইল। কাহার প্রেমে মুগ্ধ হইয়া আমরা জগৎকে শান্তিময় জ্ঞান করি। কাহার করুণায় আমরা জ্ঞানী, প্রেমিক বুদ্ধিমান ও সকল জীবের শ্রেষ্ঠ বলিয়া অহঙ্কার

করি। কাহার শক্তিতে আমরা বিশ্বত আলোচনায় অগ্রসর হই।

বল, বল, কে বলিতে পারে, কে এই বিশ্বকে সুনিয়মে চালাইতেছে? কে দুষ্টের দমন শিষ্টের পালন করিতেছে? বল, বল, কে বলিতে পার, কেন আমরা পরদুঃখে কাতর হই—শোক-সন্তপ্ত ব্যক্তিকে দেখিলে কেন আমাদিগের চক্ষে জল আইসে; অন্ধ, খঞ্জ, ব্যাধিগ্রস্তকে দেখিলে কেন আমরা মর্ম্মে ব্যথা পাই—দারিদ্র্য প্রপীড়িতকে দেখিলে কেন আমরা দুঃখিত হই—কাহাকে অপমানিত হইতে দেখিলে কেন আমরা লজ্জিত হই। কে আমাদিগকে অসৎকে ঘৃণা ও সৎকে আশ্রয় করিতে বলে—কে প্রতিপদে আমাদিগের কর্ণে "সত্য সত্য, অহিংসা পরম ধর্ম্ম" শিক্ষা দেয়। বল বল, কে বলিতে পার এ সকলের আদি কে? কে যেন আমার হৃদয়ে আঘাত করিয়া বলিল, অজ্ঞান! এ সকলের কারণ সেই মহাকারণ কিম্বা তাঁহার শক্তি ভিন্ন অপর কে শিক্ষা দিতে পারে? সেই বিজ্ঞানমাতা ব্রহ্মশক্তি প্রকৃতিই তোমাকে শিক্ষা দিবে।

পঞ্চম অধ্যায়।

প্রকৃতি-তত্ত্ব।

বৎস! এইরূপে শ্মশানভূমি হইতে বিমর্ষচিত্তে বাটী প্রত্যাগত হইলাম। শোকে ও চিন্তায় শরীর জর্জ্জরীভূত হইল। চিন্তার উপর চিন্তা—এখন আমিই আমার অভিভাবক। পিতা মাতা নাই—এখন সংসারের ভার আমার উপর। কনিষ্ঠ ভ্রাতা ভগিনীদিগকে যত্ন ও পালন করা আমার কার্য্য। উহাদিগের শুষ্ক মুখ দেখিলে আমার প্রাণ কেন কাঁদিয়া উঠে; উহাদিগের আহার করিতে বিলম্ব হইলে আমি কেন অস্থির হই; উঁহাদিগের শরীর অসুস্থ হইলে আমার প্রাণে কেন যাতনা হয়। সংসার করা কি বিড়ম্বনা—অভাব, অস্বচ্ছন্দতা, শোক, তাপ কত কষ্ট কত যন্ত্রণাই সহ্য করিতে হয়। প্রাণ সদাই সশঙ্কিত—কখন কি বিপদ উপস্থিত হয়।

হায়! আমরা এত ক্লেশে থাকিয়াও একতা রাখিতে পারি না। পরস্পর গ্লানি, হিংসা, কুৎসা করিয়া থাকি। কাহার উন্নতি দেখিলে বক্ষঃস্থল যেন বিদীর্ণ হয়; আত্মশ্লাঘায় মন উন্মত্ত হয়; ধনগর্ব্বে লোক চিনিতে পারি না; "পরোপকার পরম ধর্ম্ম" এই মহৎ বাক্য পরশ্রী-কাতরতার কুহকজালে পড়িয়া বিস্মৃত হই; দীন দরিদ্র দেখিলে ঘৃণা করি; রুগ্ন দেখিলে বিকৃত মুখ করি; ভিক্ষুক দেখিলে তাড়না করি; বিকলাঙ্গ দেখিলে উপহাস করি। কাহারও প্রতি অত্যাচার করিতে কুণ্ঠিত হই না—মর্ম্মপীড়া দিয়া আনন্দ লাভ করি। আত্মোন্নতি অভিমুখে কেহ অগ্রসর হয় না—আত্মসুখলাভ করিতে কেহ চেষ্টা করে

না। এইরূপ সংসারের অসারতা, মানবান্তঃকরণের বিশৃঙ্খলতা পর্য্যালোচনা করিতে করিতে তন্দ্রাভিভূত হইলাম। দেখিলাম যেন দুইটি দেবাঙ্গনা সদৃশ অতুল রূপসম্পন্না ষোড়শী যুবতী আমার কর্ণকুহরে মধুবর্ষণ করিয়া কহিতেছেন সখে! উঠুন উঠুন। আমি চমকিত হইয়া তাঁহাদিগকে জিজ্ঞাসা করিলাম আপনারা কে এবং কি নিমিত্তই বা আমাকে আহ্বান করিতেছেন? তন্মধ্যে এক ললনা মধুর হাস্য করিয়া প্রণয় বচনে কহিলেন, স্বামিন্! "আমার নাম চিন্তা ও ইঁহার নাম (তাঁহার দিকে অঙ্গুলি-নির্দ্দেশ করিয়া) কল্পনা। আমাদিগের মহারাজ্ঞী প্রকৃতি দেবী আপনাকে তাঁহার সমীপে লইয়া যাইতে আমাদিগকে আজ্ঞা করিয়াছেন। অতএব আমাদের সমভিব্যাহারে আসুন।

তখন আমার পূর্ব্ব কথা স্মরণ হইল। প্রকৃতির স্নেহ মনে পড়িল। অনন্তর আমি চিন্তা ও কল্পনা সহ প্রকৃতি পদ দর্শনে গমন করিলাম। নগর, গ্রাম, উপগ্রাম বহু জনাকীর্ণ স্থান অতিক্রম করিয়া অবশেষে প্রকৃতি নিকেতনের দৃশ্য আমার নয়ন পথে পতিত হইল। বোধ হইতে লাগিল যেন একখণ্ড ঘনীভূত কৃষ্ণবর্ণ মেঘ মহীতল ও গগনমার্গ রুদ্ধ করিয়া রাখিয়াছে। প্রথমতঃ মেঘ বলিয়া আমার ভ্রম হইয়াছিল কল্পনাকে জিজ্ঞাসা করিলে তিনি কহিলেন উহা পর্ব্বতশ্রেণী—প্রকৃতি নিকেতনের সীমা।

আমি উৎফুল্লচিত্তে প্রকৃতি নিকেতনের দ্বারদেশে উপস্থিত হইলাম। চিন্তা ও কল্পনা সঙ্গে থাকাতে কাম, ক্রোধ, লোভ প্রভৃতি দুর্দ্দান্ত দ্বারবানগণ আমার গমনের কোন প্রতিবন্ধক

করিতে পারিল না। অভ্যন্তরে প্রবেশ করিয়া দেখিলাম—শাল, তাল, তমাল প্রভৃতি গগনস্পর্শী তরুরাজি নভোমণ্ডলের উচ্চতা পরীক্ষা করিবার নিমিত্তই যেন মস্তকোত্তলন করিয়াছে তদুপরি শকুনি, গৃধিনী প্রভৃতি মাংসাশী পক্ষীগণ গ্রীবা প্রসারণ পূর্ব্বক ভূতলস্থ প্রাণীগণের কার্য্যকলাপ নিরীক্ষণ করিতেছে। মধ্যে মধ্যে নিবিড় জঙ্গল—সিংহ, ব্যাঘ্র, ভল্লুক প্রভৃতি হিংস্র জন্তু সকল নির্ভয়ে বিচরণ করিতেছে। কোথাও পাদপপরিপূর্ণ পার্ব্বতীয় ভূমি। স্রোতস্বিনী তাহার মধ্য দিয়া তর তর বেগে প্রবাহিতা হইতেছে। কোথাও বা দূর্ব্বাদল পরিশোভিত সমতল ক্ষেত্র—খরগস ও হরিণশিশু সকল লাফাইয়া লাফাইয়া ক্রীড়া করিতেছে। কোন স্থানে কাঁঠাল, আম্র, খর্জ্জুর, দাড়িম্ব, আমলকী হরিতকী প্রভৃতি বৃক্ষ পরিপূর্ণ ভূমিখণ্ড শোভা পাইতেছে; দেখিলে বোধ হয় যেন প্রকৃতি দেবী নিজ আরামের নিমিত্ত স্বহস্তে ইহাদিগকে রোপণ করিয়াছেন। এইরূপ প্রকৃতি নিকেতনের শোভা দেখিতে দেখিতে যতই অগ্রসর হইতে লাগিলাম হৃদয় কন্দরে ততই অমৃত সিঞ্চন হইতে লাগিল।

কোন স্থান মরুভূমি সদৃশ, তথায় একটি বৃক্ষ বা তৃণ কিছুই নাই, কেবল বালুকাময় প্রান্তর ধূ ধূ করিতেছে। কোন স্থান বা জলময় আবার কোন স্থান বা তুষারাবৃত। কোন পর্ব্বত শৃঙ্গ তুষারাচ্ছন্ন হওয়াতে বোধ হইতেছে যেন ব্যোমকেশ ধ্যানে মগ্ন আছেন। কোন গিরি শিখর হইতে নির্ঝরিণীর ঝর ঝর শব্দ আবার কোন স্থানে মেদিনীতল বিদীর্ণ হইয়া জলরাশি ঊর্দ্ধে উৎক্ষিপ্ত ও চতুর্দ্দিকে বিকীর্ণ হইতেছে। এইরূপ

ভ্রমণ করিয়া পরিশ্রান্ত হইলে কল্পনা আমাকে শ্রান্তিদূর করিবার নিমিত্ত অপর দিকে লইয়া চলিলেন।

অনন্তর এক বৃহৎ রমণীয় সরোবর তীরে উপস্থিত হইলাম। সরোবরের শোভা দেখিয়া মন মোহিত হইল। কুমুদ কহ্লার প্রভৃতি জলজ পুষ্প সকল নানাবর্ণে রঞ্জিত হইয়া সরোবরের অনুপম সৌন্দর্য্য বিস্তার করিয়াছে। অলিকুল গুণ গুণ স্বরে পুষ্প হইতে পুষ্পান্তরে বসিতেছে। ভেকেরা পুষ্পমধু লালসায় বঞ্চিত হইয়া বিকট চীৎকার করিয়া স্বীয় মর্ম্মবেদনা জানাইতেছে। ঋষিকন্যারা কণ্ঠদেশ পর্য্যন্ত নিমজ্জিত করিয়া মুখ জল পূর্ণ করতঃ অনবরত ফুৎকার করিতেছে। তাহাতে বোধ হইতেছে যেন পদ্ম হইতে মধুক্ষরণ হইতেছে। তন্মধ্যে কেহ কেহ বা গাত্র ধৌত পূর্ব্বক সরোবর হইতে উত্থিত হইতেছে ও তাহাদের আর্দ্র বস্ত্র হইতে টপ্ টপ্ করিয়া সলিলবিন্দু পতিত হওয়াতে বোধ হইতেছে যেন নলিনীকুল ভ্রমরের গঞ্জনায় বিরক্ত হইয়া অশ্রুপূর্ণচক্ষে প্রাণপতি সূর্য্যদেবের সমক্ষে অভিযোগ করিতে গমন করিতেছে। (সূর্য্যদেব এত দিন তাহাদের পূর্ণাবয়ব দেখেন নাই, তাই তিনি নিশ্চিন্ত আছেন।) ডাহুক, খঞ্জন, রাজহংস, চক্রবাক প্রভৃতি জলবিহারী পক্ষীগণ স্ব স্ব প্রেমিকাদের অভিব্যাহারে মনের আনন্দে সন্তরণ করিতেছে ও সময়-সময়ে পরস্পর মুখোমুখি হইয়া উভয়ের মনোগত ভাব ব্যক্ত করতঃ প্রেমালাপ করিতেছে। সরোবরের (উপরিভাগের) চারিপার্শ্ব যাতি, যুঁতি, মল্লিকা, মালতী, সেফালিকা, টগর, গন্ধরাজ, গোলাপ, চম্পক, বকুল, কদম্ব প্রভৃতি স্থলজ কুসুমগণের দ্বারা পরিশোভিত। উহাদের প্রতি শাখায় পাপিয়া,

দৈয়াল, বুলবুল, কোকিল প্রভৃতি শত শত গায়কগণ বসিয়া কেমন সুরাগে প্রকৃতির মাহাত্ম্যের পরিচয় দিতেছে। আহা! দেখ, দেখ, বুলবুল কেমন সুস্বরে আপন প্রণয়িনীকে সাদর সম্ভাষণ করিতেছে। এ দিকে দেখ! পাপিয়া আপন প্রাণেশ্বরীর সহিত অসঙ্কুচিতচিত্তে কাম রসে উন্মত্ত—কোকিল আর থাকিতে না পারিয়া উহু উহু রবে আপন বিরহের পরিচয় দিতেছে। হায়! অজ্ঞান মানবেরা আপনাদিগকে বুদ্ধিমান, জ্ঞানী ও প্রেমিক বলিয়া পরিচয় দেয় এবং সকল জীবের শ্রেষ্ঠ বলিয়া অহঙ্কার করে কিন্তু তাহারা দেখিয়া যাক্ এবং এই নিকৃষ্ট জীবগণের নিকট হইতে শিখিয়া যাক্ দাম্পত্য-প্রেম কাহাকে বলে এবং কিরূপ করিয়া প্রেমালাপ করিতে হয়, তখন তাহাদের শ্রেষ্ঠত্ব অহঙ্কার বিদুরিত হইবে এবং আপনাদিগের নিকৃষ্টত্ব সপ্রমাণ হইবে। স্বভাবের শোভা সন্দর্শনে আমি অতিশয় প্রীত হইয়া কল্পনাকে জিজ্ঞাসা করিলাম, সখি! ইহা কাহার বিলাসভূমি? তিনি কহিলেন ইহা প্রকৃতির প্রমোদ কানন।

তদনন্তর আমরা মুনিদিগের আশ্রমাভিমুখে অগ্রসর হইলাম। দেখিলাম—যোগীগণ কেহ বা বৃক্ষকোটরে, কেহ বা গিরিকন্দরে আত্মচিন্তায় নিমগ্ন আছেন। তাঁহাদিগের অবস্থা অবলোকন করিয়া আমার অন্তরে যে অভিনব ভাবের উদয় হইল তাহা বর্ণনাতীত। মুনিবালকেরা আচার্য্যের নিকট সুললিত স্বরে আপনাদিগের বেদশিক্ষার পরিচয় দিতেছে। যুবকগণ হোমানলে ঘৃতাহুতি প্রদান পূর্ব্বক বৈশ্বানরের স্তব করিতেছে। বৃদ্ধেরা ব্রহ্মালোচনায় জীবনের অবশিষ্টাংশ অতিবাহিত করিতেছে। মুনিপত্নীরা অতি সতর্কতার সহিত স্বীয়

কর্ত্তব্য কর্ম্ম সম্পাদন করিতেছে। মুনিকন্যারা পিতামাতার আজ্ঞাপালনে তৎপর হইতেছে। কোন কোন মুনিকন্যার বয়ঃক্রম অষ্টাদশবর্ষ অতিক্রম করিয়াছে এখনও পরিণয় কার্য্য সমাপ্ত হয় নাই। তাহারা অবাধে বালিকার ন্যায় পিতা মাতা ভ্রাতা স্বজনবর্গের সহিত কৌতুক করিতেছে; মনে ভিন্ন ভাব নাই দেখিলে বোধ হয় যেন মূর্ত্তিমতী সরলতা অরণ্যে বিচরণ করিতেছে। অবিবাহিত যুবকেরা অসঙ্কুচিতচিত্তে যুবতী কুমারীদিগের সহিত হাস্য পরিহাস করিতেছে। ইঁহাদের সম্ভাষণ কৌতুকাদি শ্রবণ করিলে বোধ হয় যেন মদন ও রতি ইঁহাদের দাসত্ব স্বীকার করিয়াছেন।

"এইরূপ প্রকৃতিরাজ্যের বিবিধ বিষয় পরিদর্শন করিয়া আনন্দলাভ করিতেছি, অকস্মাৎ মুরলীধ্বনি আমার কর্ণকুহরে প্রবিষ্ট হইল। বিস্মিত হইয়া চিন্তাকে "এ সুস্বর কোথা হইতে আসিতেছে" জিজ্ঞাসা করিলে তিনি কহিলেন নিকটে যাইলে সকল রহস্য উদ্ভাসিত হইবে। অনন্তর যে দিক হইতে বংশীধ্বনি আসিতেছিল সেই পথ অবলম্বন করিলাম। দেখিলাম—এক যুবক পরিধেয় গৈরিক বসন, কণ্ঠে অক্ষমালা, বঙ্কিমঠামে কদম্ব তরুমূলে দাঁড়াইয়া বংশীবাদন করিতেছেন—

—রাধা, রাধা, বলরে বাঁশী—আমি রাধানামে হই উদাসী।
যাহার লাগিয়ে, ভবন ত্যজিয়ে, হয়েছি কাননবাসী॥
যে নাম স্মরণে, অভয় মরণে, ঘুচে যায় মন-মসী।
সেই আদ্যাশক্তি, পরমা প্রকৃতি, হৃদে জাগে দিবানিশি॥

আর মধ্যে মধ্যে নৃত্য করিতেছেন। আমি মুগ্ধ হইয়া চিন্তাকে কহিলাম সখি! ইহার মর্ম্মত কিছুই বুঝিতে পারিতেছি না। চিন্তা কহিলেন, পরিচয় জিজ্ঞাসা করিলে বোধ হয় সকল অবগত হইতে পারা যাইবে।

অনন্তর তাঁহার সম্মুখীন হইয়া কৃতাঞ্জলিপুটে নম্র বচনে কহিলাম, দেব! আপনি কে? কি নিমিত্তই বা তরুণ বয়সে শ্রীগৌরাঙ্গবেশে এই নির্জ্জন স্থানে বংশীবাদন ও মধুর নৃত্য করিতেছেন। আপনার মধুরতা দেখিয়া আমার মন বিগলিত হইয়াছে; যদি বাধা না থাকে বলিয়া এই অধমের কৌতূহল নিবারণ করুন। তিনি এতক্ষণ নয়ন মুদিয়া আপনভাবে নৃত্য করিতেছিলেন, আমার প্রতি লক্ষ্য করেন নাই। আমার বাক্য তাঁহার কর্ণে প্রবেশ করিবামাত্র তিনি কহিতে লাগিলেন "কে ও কৃষ্ণ! প্রাণসখা রাধানাথ এসেছ? এই লও তোমার বাঁশরী। প্রাণকান্ত! একবার মধুর রাধানাম সাধ—যেরূপ কদম্বতলে ত্রিভঙ্গভাবে দাঁড়াইয়া মোহন বাঁশরী রবে গোপিনীদিগের মন হরণ করিয়াছিলে সেইরূপ আমার হৃদয়োপরি আসিয়া মোহন মুরলীতে রাধাগুণ গান পূর্ব্বক জগৎ মাতাও আর রাধা রাধা বলিয়া নৃত্য কর। নাথ! এই দেখ তোমায় দর্শন করিব বলিয়া তোমার বেশে সজ্জিত হইয়াছি। তোমার জন্য ক্ষীর সর প্রস্তুত করিয়া রাখিয়াছি—খাও। তোমার জন্য কদম্বফুলমালা গাঁথিয়া রাখিয়াছি—গলায় দাও।" এই বলিয়া তিনি উন্মত্তের ন্যায় কদম্বমালা আমার গলদেশে দুলাইয়া দিলেন।

তাঁহাকে ভগবৎ প্রেম বিহ্বল দেখিয়া কহিলাম, দেব! আমি কৃষ্ণ নহি, কৃষ্ণ কে তাহাও জানি না। আমি জ্ঞানান্ধ মানব, কেমন করিয়া সেই বিশ্বপতি শ্রীকৃষ্ণের মহিমা বুঝিতে সক্ষম হইব। তবে আজি দেবী প্রকৃতির অনুকম্পায় চিন্তা ও কল্পনা সাহায্যে ভগবদ্ভক্তের শ্রীচরণ দর্শন করিলাম। তখন

তিনি আমাকে আলিঙ্গন করিয়া কহিলেন, সখে! আজি আমাদের কি শুভদিন! এস, ভাই আমরা দুজনে রাধাকৃষ্ণ বলিয়া নৃত্য করি। আমি প্রেমে পুলকিত হইয়া তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলাম, সখে! রাধাকৃষ্ণ কে এবং আমরাই বা কে?

তিনি কহিলেন কৃষ্ণ—আত্মা, রাধা তাঁহার শক্তি—প্রকৃতি। আমরা—প্রকৃতি। জ্ঞান ও প্রেম দ্বারা তাঁহাকে লাভ করা যায়। পুনরায় জ্ঞান ও প্রেম আত্মার বিকাশ এ কারণ তিনি জ্ঞানময় ও প্রেমময়। যখন আমরা জ্ঞান ও প্রেম লাভ করিতে পারি, তখন আমাদের হৃদয়ে রাধাকৃষ্ণের মিলন হয়। প্রেম করিতে হইলে তদ্‌ভাবাপন্ন হইতে হয় অর্থাৎ তাঁহাতে আত্মসমর্পণ করিয়া তদুদ্দেশ্য সাধন করিতে হয়, ইহা তন্ময়ত্ব লক্ষণ।

আমি তাঁহাকে সাধুবাদ প্রদান পূর্ব্বক কহিলাম, দেব! জগতে আপনিই যথার্থ ভগবৎ প্রেমের পরাকাষ্ঠা প্রদর্শন করিয়াছেন, এক্ষণে আপনাকে জিজ্ঞাসা করি প্রেম কি? *

আমাকে এইরূপ প্রেমাকুল দেখিয়া চিন্তা ও কল্পনা কহিলেন সখে! আমাদের কালবিলম্ব হইতেছে, সত্বর প্রকৃতি নিকেতনে যাইতে হইবে। এমন সময়ে এক ত্রস্ত হরিণী আসিয়া আমাদের সম্মুখে উপস্থিত হইলে তিনি তাহাকে লইয়া বিব্রত হইলেন, ইত্যবসরে আমরা অন্তর্হিত হইলাম।

অনন্তর দূর হইতে এক রমণীয় অচল আমার নয়ন পথে পতিত হইল। গিরির সৌন্দর্য্য দেখিয়া আমার অন্তঃকরণে

* ইহা আত্মলীলা বা দাম্পত্য প্রেমে প্রকাশিত হইবে।

এক অনির্ব্বচনীয় সুখের আবির্ভাব হইল—শরীর ঈষৎ স্পন্দিত প্রাণ পুলকিত হইল। মদহ্বাক্যে বিহ্বল হইলাম। অমি ব্যাকুল হইয়া চিন্তাকে জিজ্ঞাসা করিলাম, সখি! ঐ দৃশ্যমান পর্ব্বতের শোভা দেখিয়া আমি মুগ্ধ হইয়াছি—অন্তরে কাম-লালসা বৃদ্ধি হইতেছে কেন? চিন্তা ঈষৎ হাসিয়া কহিলেন—উহা রমণ শিখর—আপনাকে আরোহণ করিতে হইবে। উহার উপরে প্রকৃতি দেবী বিরাজ করিতেছেন।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ।

বৎস! অতঃপর আমি চিন্তা ও কল্পনা সহ রমণগিরি আরোহণে প্রস্তুত হইলাম। যত ঊর্দ্ধগামী হইতে লাগিলাম অন্তঃকরণ ততই পুলকিত হইতে লাগিল। রমণ সুখে যে কি মাধুর্য্য আছে তাহা ব্যক্ত করা যায় না, কারণ ইহা অনুভব সুখ। সুখাতিশয্যে আমার হৃদয় গ্রন্থি ক্রমে শিথিল হইয়া আসিল—অঙ্গ কম্পিত হইতে লাগিল—মস্তক বিঘূর্ণিত হইল আরোহণ করিতে আর সক্ষম হইলাম না। তখন কাতর হইয়া চিন্তাকে কহিলাম, সখি! রমণে আমি ক্লান্ত হইয়াছি আমার শরীর অবশ হইয়া আসিতেছে—আমাকে রক্ষা করুন। চিন্তার কোন প্রত্যুত্তর নাই, ভাবিলাম চিন্তা বোধ হয়, আমার কথা অযুক্ত জ্ঞান করিতেছেন। যখন যথার্থই দেখিলাম চিন্তা অন্তর্হিতা হইয়াছেন তখন নিরাশ হৃদয়ে উদ্দেশে চিন্তাকে ভৎসনা করিয়া কহিলাম রে কুহকিনি! তুমি আমার জীবননাশ করিতে উদ্যত হইয়াছ? অমূলক প্রকৃতির আজ্ঞার লোপ দিয়া

আমাকে এই দুঃসাহসিক কর্ম্মে প্রবৃত্ত করিয়াছ? ইহাতে যে এত বিপদ আছে তাহা আমি পূর্ব্বে জানিতাম না। তোম নারীজাতি সব করিতে পার। কটাক্ষ শৃঙ্খলে পুরুষ জাতিকে বন্ধন করিয়া যাদুকরের ভল্লুকের মত নাচাও। গাছে উঠাইয়া দিয়া মই কাড়িয়া লও। তোমাদিগের মৃদু কথা, মুচ্‌কি হাসি, বাঁকা চাহনি ত্রিশূলের মত পুরুষের হৃদয়ে বিদ্ধ করিয়া তাহাদের যাতনা দাও। তাহারা যত কাতর হয় তোমাদের ততই আনন্দ হয়। কে তোমাদের অজ্ঞান বলে—যে বলে সে মূর্খ। তোমরা পুরুষকে জ্ঞান দাও—কাতর হইলে সান্ত্বনা কর। পুরুষ জড়—তোমরা শক্তি যেমন চালাও তেমনি চলে। তোমাদের উদ্দেশ্য কে বুঝিবে—তোমাদের অন্তর জানিতে কে চেষ্টা করিবে। তোমরা কবির কল্পনাশক্তি, বৈজ্ঞানিকের জ্ঞান শক্তি। এই জগতে যাহা কিছু উৎপত্তি হইতেছে সকলই তোমাদের ছায়া; এই কারণ জগতে তোমরা শক্তিরূপে পূজনীয়া।

হায়! রমণ করিতে সাধ কাহার না জন্মে জীব মাত্রই উহার অধীন কিন্তু এখন দেখিতেছি এ যে—মহারমণ ইহার শেষ নাই ইহার ফল জ্ঞান।

—নিদারুণ হৃদয়ে এইরূপ বিলাপ করিতেছি এমন সময় কল্পনা আমাকে আশ্বাস প্রদান পূর্ব্বক কহিলেন, সখে। ভয় নাই আমি আপনাকে সাহায্য করিব। এই রমণ শিখর আরোহণ করিতে যোগী পুরুষেরাই সম্যক্ সমর্থ হয়েন কারণ চিন্তা তাঁহাদের চিরসঙ্গিনী। সংসারী লোকদিগের চিত্ত চঞ্চল তাঁহারা চিন্তাকে সর্ব্বক্ষণ হৃদয়ে ধারণ করিতে পারেন না,

কল্পনার আশ্রয় ব্যতীত তাঁহাদের কৃতকার্য্য হইবার উপায় নাই। আপনার চিত্ত এখনও সংযত হয় নাই চিন্তা কিরূপে আপনারই বশীভূতা হইবে। আপনার অসমর্থতা জানিয়াই প্রকৃতি দেবী আমাদের উভয়কে আপনার নিকট প্রেরণ করিয়াছেন। এক্ষণে আমার সাহায্যে আপনি অনায়াসে প্রকৃতি সমীপে গমন করিতে পারিবেন।

অনন্তর কল্পনার সহায়তায় রমণশিল্পর দেশে উপনীত হইলাম। দেখিলাম, জগতে সমস্তা শিক্ষা দিবারই জন্যই যেন গগন-মার্গ নীলাম্বুরাশির সহিত মিলিত হইয়াছে। আমি উপস্থিত হইবামাত্র দয়া, ক্ষমা, শ্রদ্ধা, ভক্তি সরলতা প্রভৃতি যুবতী পরিচারিকাগণ আমার হস্ত ধরিয়া সাদরে মহারাজ্ঞী প্রকৃতি সমীপে লইয়া চলিলেন। নবদূর্ব্বাদল পরিশোভিত ভূমি-খণ্ডোপরি ভৈরবীবেশে প্রকৃতি দেবী আসীনা—পরিধেয় গৈরিক বসন, গলে অক্ষমালা, আলুলায়িতকেশা, হস্তে ত্রিশূল দণ্ড (জ্ঞান, প্রেম ও বৈরাগ্য) শোভা পাইতেছে। সম্মুখে ব্যাস, বশিষ্ঠ জনক, যাজ্ঞবল্ক্য, কপিল, গৌতম প্রভৃতি বৈজ্ঞানিকেরা নিবিষ্ট মনে প্রকৃতির উপদেশ শ্রবণ মানসে বসিয়া আছেন। আমি প্রকৃতি সমীপে উপস্থিত হইয়া কৃতাঞ্জলিপুটে দণ্ডায়মান হইলে ইঙ্গিত দ্বারা তিনি আমাকে উপবিষ্ট হইতে আজ্ঞা করিলেন। অনন্তর তিনি আমাদের সকলের প্রতি কৃপাবলোকন করিয়া কহিলেন, হে প্রিয়তম পুত্রগণ। অদ্য আমি এক মধুর জ্ঞান প্রদান করিবার মানসে তোমাদিগকে আহ্বান করিয়াছি যাহা একাল পর্য্যন্ত বহু গবেষণা দ্বারা তোমরা অনুধাবন করিতে পার নাই। তোমাদিগের মধ্যে কেহ কেহ

এই জগৎ স্বভাবপ্রসূত বলিয়া উল্লেখ করিয়াছ স্রষ্টার অস্তিত্ব স্বীকার কর নাই। কেহ কেহ বা প্রকৃতিকে (আদ্যাশক্তি) ইহার আদি কারণ স্বরূপা কল্পনা করিয়াছ। এইরূপ তোমাদের মত ভেদ দেখিয়া আমি স্বয়ং ইহার নিগূঢ়তত্ত্ব প্রকাশ করিতে প্রস্তুত হইয়াছি।

তোমারা কহিয়াছ—জগতের কার্য্য পরম্পরা নিরীক্ষণ করিলে আপাততঃ বোধ হয় যে ইহা কাহারও সৃজিত নহে অণু-দিগের পরস্পর সংযোগে ও বিয়োগে অবিরত ইহার পরিবর্ত্তন সাধিত হইতেছে। কেননা রচয়িতা থাকিলে এরূপ বিভিন্ন বস্তুর উৎপত্তি কিরূপে হইতে পারে। এক পদার্থের সহিত অন্য এক পদার্থের কি রূপে, কি গুণে কোন বিষয়েরই সাদৃশ্য নাই। জীবগণ ভক্ষ্যভুক্তরূপে অবস্থিত। ইহাদিগের জন্ম কেবল নিগ্রহ ভোগের জন্য। অভাব, তাপ, ব্যাধি যন্ত্রণাদ্বারা ইহা-দিগের শরীর গঠিত—ইহা কি স্রষ্টার উদ্দেশ্য? অতএব ইহা স্বভাবজাত স্রষ্টাবিরহিত। পুনরায় কহিয়াছ—অণু জড় পদার্থ ইহার কোন শক্তি নাই। যে শক্তিবলে অণুগণ পরস্পর সং-যুক্ত ও বিযুক্ত হইয়া জগতের কার্য্য সাধন করিতেছে তাহা জীবের অপরিজ্ঞেয়। সেই শক্তিই-প্রকৃতি জগৎকারণ স্বরূপা।

যদিও ইহা কতকাংশে সত্য বটে কিন্তু ইহা কাহার শক্তি! শক্তি কখন স্বয়ং উদ্ভাবিত হইতে পারে না, নিঃসন্দেহ ইহা কাহারও আশ্রিতা হইবে। যেমন বীজ হইতে বৃক্ষ উৎপন্ন হইয়া পুনরায় ঐ বৃক্ষ বীজ ধারণ করে; তদ্রূপ শক্তি হইতে শক্তিমানের উদ্ভব হইলেও ঐ শক্তিমান্ শক্তি ধারণে সমর্থ হয়। এই শক্তিমান্ পুরুষই—সৃজনকর্ত্তা। ইঁহার দুইটি শক্তি—ইচ্ছা:

ও প্রকৃতি। ইচ্ছা অন্তর্শক্তি প্রকৃতি বহির্শক্তি, অর্থাৎ সৃজনাভিলাষ কার্য্য ইচ্ছা শক্তি দ্বারা সম্পাদিত হয় আর সৃজন কার্য্য প্রকৃতি দ্বারা সম্পন্ন হয়। এই প্রকৃতি পুরুষ হইতেই জগতের সৃষ্টি হইয়াছে। ইঁহারা কেহ স্বাধীন বা স্বাধীনা নহেন; পরস্পর পরস্পরের অধীন—অভেদরূপে অবস্থিত। উভয়দিগের স্বাতন্ত্র্য ঘটিলে সৃজন কার্য্য হইবে না। অণুরা নিত্যত্ব বিদ্যমান থাকিবে। ইহাদিগের পরস্পর সম্মিলনই জগৎ; বিচ্ছেদই লয়।

এক্ষণে আমি তোমাদিগকে "প্রকৃতি পুরুষ জগতে কিরূপ ভাবে অবস্থিতি করিতেছেন তাঁহাদের স্বরূপই বা কি ও তাঁহাদের কার্য্য বিভাগই বা কি প্রকার" শিক্ষা দিব এই জগতে বালুকারেণু হইতে অত্যুচ্চ পর্ব্বত—জড়পদার্থ; তৃণ হইতে প্রকাণ্ড মহীরুহ—উদ্ভিজ্জদল; কীটাণুকীট হইতে মানব—জীবশ্রেণী; এতদ্ব্যতীত বায়ু, জল, অগ্নি, চন্দ্র, সূর্য্য, নক্ষত্রমণ্ডল প্রভৃতি দেদীপ্যমান রহিয়াছে। ইহারা সকলই অণুর বিকার পরম পুরুষের ইচ্ছায় প্রকৃতি দ্বারা উৎপাদিত হইতেছে। কেবল মনুষ্য ব্যতীত প্রকৃতিই এই সকলের এক মাত্র কর্ত্রী; ইহাতে সেই অনন্ত পুরুষ কেবল চৈতন্যরূপে লিপ্ত আছেন আর তিনি জ্ঞান প্রেম ও চৈতন্যরূপে মানব দেহে বিরাজ করিতেছেন, এই কারণ মানবগণ শ্রেষ্ঠ জীব। প্রকৃতির পূর্ণাধীন জীবেরা নিকৃষ্ট কেননা ইহাদিগের বিবেক শক্তি না থাকায় আত্মজ্ঞান* জন্মিতে পারে না—আহার, নিদ্রা, ভয়, মৈথুন জৈববৃত্তি দ্বারা পরিচালিত। আত্মা পুরুষ† ইহাদিগের হৃদয়ে বাস করেন না

* আত্মজ্ঞান—জ্ঞান ও প্রেমের বিকাশ। † আত্মা—জ্ঞান ও প্রেম।

এই কারণ ইহাদিগকে কর্ম্মফল ভোগ করিতে হয় না। মৃত্যুই ইহাদিগের ধ্বংশ—জন্মান্তর গ্রহণ করিতে হয় না। আত্মা-রূপী মনুষ্যের ধ্বংশ নাই। তাঁহাদের বিবেক শক্তি আছে—জ্ঞান অনন্ত। ইহাদিগকে কর্ম্মফল ভোগ করিতে হয়—জন্মান্তর গ্রহণ করিতে হয়। যখন তাঁহারা আত্মজ্ঞান লাভে সমর্থ হয় তখন তাঁহাদের মোক্ষলাভ হয়।

অতএব বৎসগণ! জ্ঞান, প্রেম ও চৈতন্য তাঁহার স্বরূপ এবং ক্রিয়া তাঁহার প্রকৃতি। তিনি জ্ঞান, প্রেম ও চৈতন্যরূপে এবং প্রকৃতি ক্রিয়ারূপে জগতে জাজ্বল্যমান্ রহিয়াছেন। এক্ষণে তোমরা আত্মপরায়ণ হইয়া মুক্তি লাভ কর এই বলিয়া তিনি সভাভঙ্গ করিলেন।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ।

সকলে প্রস্থান করিলে আমাকে পূর্ব্বমত উপবিষ্ট দেখিয়া প্রকৃতি দেবী জিজ্ঞাসা করিলেন বৎস! তুমি কি অভিপ্রায়ে বসিয়া আছ। আমি কহিলাম দেবি! কি উপায় অবলম্বন করিলে আত্মার দর্শন পাইব। তিনি উত্তর করিলেন—যোগমার্গ (ইন্দ্রিয় বৃত্তি নিরোধের নাম যোগ) যাহা মনোবিজ্ঞানের উচ্চক্রম ফল। অপর বৈজ্ঞানিক সম্প্রদায় অপেক্ষা মনোবৈজ্ঞানিকেরা আমার প্রিয়তম তাহার কারণ মুক্তি সাধনই অর্থাৎ মালিন্য বিদূরিত করিয়া আত্মার পরিশুদ্ধি লাভ করা ইঁহাদের উদ্দেশ্য। পূর্ব্বতন ঋষিদিগের মধ্যে অনেকে এই বিজ্ঞান বলে অমরত্ব লাভ করিয়াছেন! এই যোগাবস্থাই আত্মার নিরাকার, নির্গুণ, নিষ্ক্রিয়ভাব আর যখন ইন্দ্রিয়বৃত্তি

গুলির পরস্পর সামঞ্জস্য রূপে পরিচালনা করা হয় তখন আত্মার সাকার সগুণ, ও ক্রিয়াভাব। আত্মার এই অবস্থাকেই লীলা কহে।

বৎস! এক্ষণে তুমি আত্মার স্বরূপ জ্ঞান প্রেম ও বৈরাগ্য লাভ করিয়াছ—আত্মার নির্গুণ ও সগুণ ভাবের অধিকারী হইয়াছ। এখন ইচ্ছামত যোগীজনের ন্যায় আত্মার নির্গুণত্ব লাভ অথবা সংসারে থাকিয়া আত্মার লীলা প্রকাশ করিতে পার। আমি কহিলাম দেবি! আমার পক্ষে কোন্ পথ অবলম্বন করা যুক্তিযুক্ত বোধ হইতেছে। তিনি উত্তর করিলেন যখন তুমি পরিণয় সূত্রে বদ্ধ হইয়াছ তখন লীলাভাব আশ্রয় করাই কর্ত্তব্য। গার্হস্থ্যাশ্রমে থাকিয়া দাম্পত্য-প্রেম হইতে কিরূপে আত্মার পরিশুদ্ধি ও বিশ্বপ্রেম জন্মিতে পারে তাহা প্রচার করিতে পার। দেখ! বুদ্ধ, চৈতন্য লীলারূপে আত্ম প্রতিভাত করিয়াছেন এই বলিয়া তিনি অন্তর্দ্ধান হইলেন।

উপসংহার।

অনন্তর সেই তেজস্বী মহাপুরুষ ঈষৎ হাস্য করিয়া আমাকে কহিলেন বৎস! এক্ষণে আমি (জ্ঞান, প্রেম ও বৈরাগ্য) ত্রিবেণীতীরে উপস্থিত হইয়াছি। প্রকৃতির আদেশ মত "আত্মলীলা বা দাম্পত্য প্রেম" প্রচার করিতে সঙ্কল্প করিয়াছি। আত্মবিবরণ আদ্যোপান্ত শ্রবণ করিয়াছ—আইস, তোমাকে আলিঙ্গন করি। তিনি তাঁহার হস্তদ্বয় যেমন আমার স্কন্ধদেশে অর্পণ করিলেন, দেখিলাম—এক দিব্য জ্যোতি আমাতে লীন হইয়া গেল। আমি নির্ব্বাক ও নিস্পন্দ—এঁ্যা ইনি কে? আত্মা—প্রেম—ব্রহ্ম—জ্ঞান!